শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

নবদ্বীপ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সম্পাদক

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তাচার্য্যসম্রাট্ জগদ্‌গুরু

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

মহারাজের প্রিয়তম পার্ষদ তথা

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য অনন্তশ্রীবিভূষিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলমুকুটমণি জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

বর্ত্তমান মুদ্রণের সম্পাদক ও প্রকাশক

তদীয় প্রিয়তম পার্ষদ তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত

সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

মুদ্রণ-অধ্যক্ষ—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু স্বামী শ্রীভক্তি আনন্দ সাগর

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

হইতে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—শ্রীজন্মাষ্টমী বঙ্গাব্দ ১৩৬৮ সাল।
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রীজন্মাষ্টমী বঙ্গাব্দ ১৩৯৪ সাল।
তৃতীয় মুদ্রণ ৫০০০—শ্রীগৌরাবির্ভাব বঙ্গাব্দ ১৪০৩ সাল।

প্রাপ্তিস্থানঃ—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ রোড্,
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পিন নং—৭৪১৩০২
ফোন—(০৩৪৭২) ৪০০৮৬

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক,
কলিকাতা—৭০০ ০৫৫
ফোন—৫৫১ ৯১৭৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড্,
গৌরবাটসাহি, পুরী, উড়িষ্যা
পিন নং—৭৫২০০১
ফোন—(০৬৭৫২) ২৩৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ—হাপানিয়া,
জেলা—বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়,
উত্তর চব্বিশ পরগনা
পিন নং—৭৪৩৫১৮

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পোঃ গোবর্ধন, মথুরা,
উত্তর প্রদেশ ২৮১৫০২
ফোন—(০৫৬৫) ৮১২১৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
৯৬ সেবাকুঞ্জ, বৃন্দাবন,
মথুরা, উত্তর প্রদেশ ২৮১১২১
ফোন—(০৫৬৫) ৪৪৪০২৪

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীন স্ট্রীট্,
লণ্ডন E13 9DB, U.K.
ফোন—(০১৮১) ৫৫২ ৩৫৫১

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সেবাশ্রম
২৯০০ নর্থ রোডিও গল্চ্ রোড্,
সোকেল, (ক্যালিফোর্নিয়া)
CA 95073, U.S.A.
ফোন—(৪০৮) ৪৬২ ৪৭১২

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর মিশন
"শ্রীগোবিন্দধাম"
লট্ ২, বেলটানা ড্রাইভ,
টেরানোরা, N.S.W. 2486,
Australia.
ফোন—(৬১-৭৫) ৯০৪৩৭১

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ আশ্রম
রুসো রোজ রোড্, লোংগ মাউন্টেন,
মরিসাস
ফোন—(২৩০) ২৪৫ ৩১১৮

Printed by SNP Printing Pte. Ltd., Singapore

মঙ্গলাচরণম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব! ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥১॥

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥২॥

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥৩॥

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৪॥

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূর-মর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥৫॥

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণ-ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥৬॥

পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥৭॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥৮॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥৯॥

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠক্রমঃ

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঋষি-রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্ । "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ । "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইতি কীলকম্ । শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ । "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা । "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্ । "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হূং । "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং মন্ত্রায় ফট্ । ইতি অঙ্গন্যাসঃ ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা । "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্ । "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইত্যনামিকাভ্যাং হূং । "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শত-শোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ইতি করন্যাসঃ ।

তৃতীয়-মুদ্রণের বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজের কৃপায় তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয়-মুদ্রণ খুবই সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। পূর্ব্ব মুদ্রণের ভুল-ত্রুটী যথাসাধ্য ইহাতে সংশোধিত হইয়াছে মাত্র। বর্ত্তমান কম্পিউটর্ যুগে ছাপা-কার্য্যের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই তবুও একেবারে নির্ভুল ছাপার দাবী এখনও করিতে পারি না। অতএব অদোষ-দরশী সাধুগণের ও সহৃদয় পাঠকগণের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বস্তুতপক্ষে বর্ত্তমান মুদ্রণের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবী আমা-দের সর্ব্বকালের পরম বান্ধব তথা শ্রীল গুরুমহারাজের প্রিয়-জন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি আনন্দ সাগর মহারাজের। শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের লণ্ডন শাখার ভক্তগণের সাহায্য লইয়া তাঁহার দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজ এই গ্রন্থরত্নটি সাধু-পাঠকগণের হস্তে তুলিয়া দিবার সৌভাগ্য আমাদের হইল। প্রুফ্‌রিডিং কার্য্যে শ্রীমতী এণা চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীদ্বারকেশ দাস ব্রহ্মচারীর সহায়তা উল্লেখযোগ্য। আমি এস্থলে তাঁহাদের সকলকেই আমাদের মঠের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীগৌরাবির্ভাব-পূর্ণিমা — বিনীত—

২৪শে মার্চ্চ ১৯৯৭ ইং — প্রকাশক

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থের প্রকাশ-প্রাচুর্য্য ও প্রসারতা অনন্য-সাধারণ। বহু প্রাচীনমহাজন ও আধুনিক মনীষিবৃন্দের নিজ নিজ ব্যাখ্যাসহ এই জনপ্রিয় গ্রন্থের ব্যাপক প্রকাশ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রধানতঃ জ্ঞানিগুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রামানুজ, শ্রীমন্মধ্বমুনি ও শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ প্রভৃতি মহাজনগণের গীতাভাষ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কর্ম্মযোগ পক্ষপাতী শ্রীযুত বাল-গঙ্গাধর তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের কৃত গীতা ব্যাখ্যাও আধুনিক মনীষার পরিচিত নিদর্শন। ইহা ব্যতীত বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ শ্রীগীতার শিক্ষা আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উচ্চ প্রশংসায় সহস্র-মুখ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যানুগ গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়-প্রকাশিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ঐকান্তিকী ভক্তির বিশেষ অনুকূল বলিয়া সুমেধগণ অনুভব করেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত গীতার বাংলা ব্যাখ্যা, পঞ্চমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সম্পদের পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ আকর পীঠস্বরূপে সুধীজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সংস্করণের 'গ্রন্থ পরিচয়ে' মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব-গোস্বামী মহারাজ তাঁহার সম্পাদন পরিচয়ে নিজ শ্রদ্ধানুভূতির বিষয় সুস্পষ্টভাবেই

পাঠকবর্গকে অবগত করাইয়াছেন। অধুনা শ্রীগীতার বহুল প্রচারিত সংস্করণ সমূহের মধ্যেও প্রকৃত শ্রৌতসিদ্ধান্ত-ধারাগত শুদ্ধভক্তি-সহায়ক ব্যাখ্যা সুদুষ্প্রাপ্য বিধায় আমাদের এই সেবোদ্যম। সুধী পাঠকবর্গ আমাদের এই হার্দ্দীচেষ্টার কল্যাণময় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে আমরা ধন্য বোধ করিব।

ইতি—

প্রকাশক

শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রন্থ-পরিচয়

বন্দে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ রাধাগোবিন্দ-সুন্দরৌ।
সগণৌ গীয়তে চাথ গীতা-গূঢ়ার্থ-গৌরবম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ সুধী-সমাজে সুপরিচিত। অতএব এখানে গ্রন্থ সম্পাদকের অর্থ-পদ্ধতির পরিচিতিই প্রদত্ত হইতেছে। সম্পাদক শ্রীচৈতন্যাম্নায়-বিচারধারার অনুগত। সুতরাং পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন যে, বর্ত্তমান সংস্করণ শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্য মহাজন শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীবলদেব এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রীগীতা-ভাষ্য আলোচনা অবলম্বনে প্রকাশিত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পা-স্ফূর্ত্ত ও পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণের সঙ্কেত-লব্ধ কিছু কিছু নূতন অর্থের আলোক-সম্পাত দ্বারা স্থানে স্থানে ইহার গূঢ়ার্থ উদঘাটিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীবিশ্বনাথপাদ কথিত শ্রীগীতার দশম অধ্যায়ের চতুঃশ্লোকীর অর্থ সম্বন্ধে ভক্ত পাঠক একটু লক্ষ্য করিলে এই বৈশিষ্ট্য অনুভব করিবেন।

সাধারণ পরিচয়ে শ্রীগীতা একখানি অপূর্ব্ব ধর্ম্মবিজ্ঞান-গ্রন্থ। শ্রীগীতার ভাষা — সরল ও সুন্দর; ভাব — গম্ভীর,

ব্যাপক ও মৌলিক; বিচার—সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও নিরপেক্ষ; যুক্তি—দৃঢ় ও স্বাভাবিক। শ্রীগীতার—প্রারম্ভ, উপসংহার, আলোচনা, সমালোচনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, ও পরিবেশন কৌশল অতি অপূর্ব্ব ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রীগীতা অলসের উদ্যম, ভীরুর সাহস, নিরাশের আশা ও মৃতের সঞ্জীবনী। শ্রীগীতা কি বৈপ্লবিক, কি তান্ত্রিক, কি উদ্যমী, কি উদাসীন, কি নির্ব্বাণবাদী, কি লীলাবাদী—সকলেরই সংগ্রাহক ও পালক। অত্যন্ত স্থূলদর্শী নাস্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া পরম সদ্ধর্ম্ম-পরায়ণ পর্য্যন্ত—সর্ব্বশ্রেণীর দার্শনিকগণের বিচারের সারাংশ অতি বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট যুক্তির সহিত ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভগবদ্ভক্ত সম্প্রদায় সকলেই নিজ নিজ বিচার সমূহের নির্য্যাস—পূর্ণ ও উজ্জ্বল ভাবে ইহাতে দেখিতে পান ও তজ্জন্য সকলেই এই গ্রন্থরাজকে আদর করিয়া থাকেন। আর্য্য বেদোপনিষদ্গণের উপদেশ সমূহের সারমর্ম্ম সাক্ষাৎভাবে ও একটু লক্ষ্য করিলে অন্যান্য অনার্য্য ধর্ম্মবাচ্য মত সমূহেরও সারকথা এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। নিষ্কাম শাস্ত্রীয়-কর্ম্মের বিহিত অনুষ্ঠানে জ্ঞানোদয়ে চিত্তশুদ্ধি ও তৎফলে আত্মজ্ঞান বা বস্তুস্বরূপজ্ঞান বা চিদুপলব্ধি এবং এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরম পরিপাকে আনন্দময় ভূমিকায় চেতনে প্রেমসেবার সন্ধান গীতা-তাৎপর্য্যে পাওয়া যায়। সম্বন্ধজ্ঞান-বিচারে শ্রীগীতা আকর-সত্যে চেতনব্যক্তিত্ব দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন, প্রয়োজন বিচারে পরতত্ত্বানুশীলনময় ভাবসমূহকেই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং অভিধেয় বিচারে প্রথম সোপানে ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম ও

তৎপরে ভগবদনুভূতি-সাপেক্ষ্য আত্মানুশীলনরূপ জ্ঞান এবং সর্ব্বশেষ সমস্ত চেষ্টা বিসর্জনে শরণাগতি বা শুদ্ধ শ্রদ্ধার আশ্রয়ে সিদ্ধ-স্বরূপে শ্রীভগবানের প্রেমসেবা অর্থাৎ সাধ্যেই সাধনের পর্য্যবসান—ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীগীতা দেবতান্তর-উপাসনা বা কর্ম্ম-জ্ঞানাদি উপায় সমূহ বা কাম-মোক্ষাদি উপেয় সমূহের পরস্পর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন স্পষ্ট ভাবেই করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সাধ্য-সাধনাদি একই বলিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন, শ্রীগীতা —'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' বিচারে তারতম্য অবধারণে উহা নিরস্ত করিয়াছেন—ইহা সুধীজন লক্ষ্য করিতে পারেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ, কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী...যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা, শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ' শ্লোকও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। ত্যাগের নিন্দা ও নিরর্থকতা ঘোষণায় শ্রীগীতার দান সুদৃঢ় ও সুমৌলিক। কর্ম্মত্যাগের পরিবর্ত্তে কর্ম্মযোগ বা নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্ম ও চরমে শরণাগতিমূলক ভগবৎ-প্রেরণায় কর্ম্ম বা ভক্তিই গীতার সর্ব্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ। মোট কথা বিশেষ সূক্ষ্মানুধ্যানে শ্রীগীতা পরম ভক্তিদায়ক গ্রন্থরাজ। এই ভক্তি, পূর্ণতম প্রকাশে প্রেমভক্তি স্বরূপে আনন্দসুন্দর মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেই একমাত্র প্রযোজ্য। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই মহাবাণী নিনাদ প্রসঙ্গে উহাতে সঙ্কীর্ত্তন ও ভাব-সেবাস্বরূপের গুহ্য, গুহ্যতর ও সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ শরণা-গতি সহকারে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবদনুশীলনময় জীবনের

সর্ব্বোত্তমতার বিষয়—শ্রীগীতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কলি-যুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণচারণানুগ-গণের ইহাই সুবিচিন্তিত ও সৎপরম্পরা প্রাপ্ত সমীচীন অভিমত।

ইতি শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু।—

গ্রন্থ-সম্পাদক—

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ	ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীজন্মাষ্টমী বঙ্গাব্দ ১৩৬৮ সাল	**শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর**

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
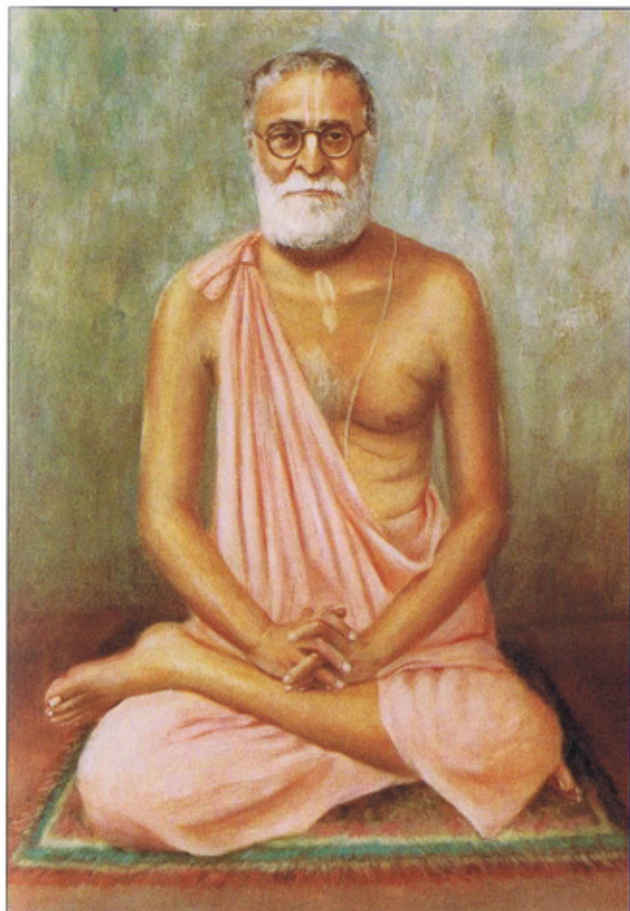
ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ
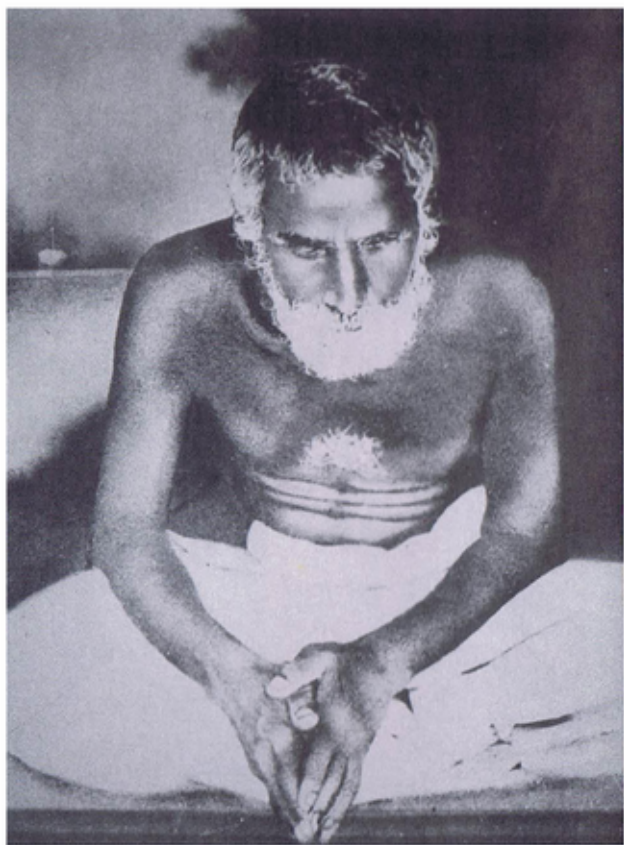
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

সৈন্য-দর্শন

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা ।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—(ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন) [হে] সঞ্জয় (হে সঞ্জয়!) ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক) সমবেতাঃ (সমবেত) মামকাঃ (দুর্য্যোধনাদি) পাণ্ডবাশ্চ (এবং যুধিষ্ঠিরাদি) এব (অনন্তর) কিম্ (কি) অকুর্ব্বত (করিয়াছিলেন?) ॥১॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—(সঞ্জয় কহিলেন) তদা তু (তখন) রাজা দুর্য্যোধনঃ (দুর্য্যোধন) পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবসৈন্যকে) ব্যূঢ়ং (ব্যূহাকারে অবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) আচার্য্যং (দ্রোণাচার্য্যের) উপসঙ্গম্য (নিকটে গমন করিয়া) বচনং (নিম্নোক্ত বাক্য) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥২॥

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়া মৎপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণ কি করিয়াছিলেন? ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন, রাজা দুর্য্যোধন, পাণ্ডব-সৈন্য সামন্তগণকে ব্যূহরচনায় অবস্থিত দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন ॥২॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥

[হে] আচার্য্য (হে আচার্য্যদেব!) তব (আপনার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক) ব্যূঢ়াং (ব্যূহাকারে স্থাপিত) পাণ্ডুপুত্রাণাং (পাণ্ডবগণের) এতাং মহতীং (এই বিশাল) চমূং (সপ্তাক্ষৌহিণী পরিমিত সেনাকে) পশ্য (দেখুন) ॥৩॥

অত্র (এই ব্যূহে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) যুধি (যুধে) ভীমার্জ্জুন-সমাঃ (ভীমার্জ্জুনের সমান) শূরাঃ (বীরগণ) [সন্তি] (রহিয়াছেন) [যথা] যুযুধানঃ (সাত্যকি) বিরাটশ্চ (বিরাট রাজা) মহারথঃ দ্রুপদশ্চ (মহারথদ্রুপদ) ধৃষ্টকেতুঃ (ধৃষ্টকেতু) চেকিতানঃ (চেকিতান রাজা) বীর্য্যবান্ কাশীরাজশ্চ (বলশালী কাশীরাজ) পুরুজিৎ (পুরুজিৎ) কুন্তিভোজশ্চ (কুন্তিভোজ) নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) শৈব্যশ্চ (শৈব্যরাজ)

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য, ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ব্যূহ রচনায় অবস্থিত পাণ্ডবগণের মহান্ সৈন্যসমাবেশ নিরীক্ষণ করুন ॥৩॥

এই পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর ভীমার্জ্জুন ও তৎসমকক্ষ যোদ্ধাগণ আছেন । যথা সাত্যকি, বিরাটরাজ, মহারথদ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ,

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥

বিক্রান্তঃ (বিক্রমশালী) যুধামন্যুশ্চ (যুধামন্যু) বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ (বীর উত্তমৌজা) সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াশ্চ (ও দ্রৌপদীর প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র) সর্ব্বে এব মহারথাঃ (সকলেই মহারথ) ॥৪-৬॥

[হে] দ্বিজোত্তম (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ!) অস্মাকং (আমাদের) [মধ্যে] তু যে বিশিষ্টাঃ (যাঁহারা প্রধান) মম সৈন্যস্য (আমার সৈন্যগণের) নায়কাঃ (নায়ক) তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (জানুন) তে সংজ্ঞার্থং (আপনার সম্যক্ অবগতির জন্য) তান্ (তাঁহাদিগের নাম) ব্রবীমি (বলিতেছি) ॥৭॥

ভবান্ (আপনি) ভীষ্মশ্চ (ভীষ্ম) কর্ণশ্চ (কর্ণ) সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপশ্চ (যুদ্ধজয়ী কৃপ) অশ্বত্থামা (অশ্বত্থামা) বিকর্ণশ্চ (বিকর্ণ) সৌমদত্তিঃ (ভূরিশ্রবা) জয়দ্রথঃ (জয়দ্রথ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধ শস্ত্রধারী) অন্যে

নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, অভিমন্যু, ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ—ইঁহারা সকলেই মহারথ ॥৪-৬॥

হে দ্বিজোত্তম! আমাদেরও যে সকল বিশিষ্ট বীর এবং সেনানায়ক আছেন, সে সকলও জানুন । আপনার সম্যক্ জ্ঞানার্থ নিবেদন করিতেছি ॥৭॥

রণবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সৌমদত্তি (ভূরিশ্রবা) ও জয়দ্রথ এবং ইহা ছাড়াও অনেক

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

চ বহবঃ শূরাঃ (অন্যান্য বহুবীর) [সন্তি] (আছেন), সর্ব্বে (তাঁহারা সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধপারদর্শী) মদর্থে (আমার জন্য) ত্যক্ত-জীবিতাঃ (প্রাণ-ত্যাগেও কৃতসঙ্কল্প) ॥৮-৯॥

ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মের দ্বারা পরিরক্ষিত) অস্মাকম্ তৎ বলং (আমাদের তাদৃশ সৈন্যগণ) অপর্য্যাপ্তং (অপর্য্যাপ্ত) তু (কিন্তু) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীম কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত) এতেষাং (ইহাদের) ইদং বলং (এই সৈন্যদল) পর্য্যাপ্তং (পর্য্যাপ্ত) [ভাতি] (মনে হয়) ॥১০॥

ভবন্তঃ (আপনারা) সর্ব্বে এব হি (সকলেই) সর্ব্বেষু অয়নেষু চ (সকল ব্যূহ-প্রবেশ পথে) যথাভাগম্ (বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ [সন্তঃ] (অবস্থিত হইয়া) ভীষ্মমেব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন) ॥১১॥

আছেন, যাঁহারা যুদ্ধবিশারদ, নানাশস্ত্রপ্রহরণধারী, বীরপুরুষ, এবং আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প ॥৮-৯॥

ভীষ্মের দ্বারা অভিরক্ষিত আমাদের সৈন্যবল অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু ভীমের দ্বারা রক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য সমূহ পর্য্যাপ্ত ॥১০॥

অতএব আপনারা ব্যূহদ্বারে স্ব-স্ব বিভাগানুযায়ী অবস্থান পূর্ব্বক সকলে পিতামহ ভীষ্মকেই রক্ষা করুন ॥১১॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥

প্রতাপবান্ (প্রতাপশালী) কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য (তাঁহার অর্থাৎ দুর্য্যোধনের) হর্ষং সংজনয়ন্ (হর্ষ উৎপাদনার্থ) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃ-স্বরে) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খ বাজাইলেন) ॥১২॥

ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাশ্চ, ভের্য্যশ্চ, পণবানক-গোমুখাঃ (শঙ্খ, ভেরী, মাদল, ঢক্কা ও রণশিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্য সকল) সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (তৎ-ক্ষণাৎ বাজিয়া উঠিল) স শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (প্রবল হইল) ॥১৩॥

ততঃ (তৎপরে) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেতবর্ণ অশ্ব-যুক্ত) মহতি স্যন্দনে (মহান্‌রথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবশ্চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই) দিব্যৌ শঙ্খৌ (অলৌকিক শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥১৪॥

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপত্তির নিমিত্ত সিংহনাদপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১২॥

তারপরেই শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ, রণশিঙ্গা প্রভৃতি সহসা বাদিত হইলে তুমুল শব্দ উদ্ভূত হইল ॥১৩॥

এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহান্‌রথে অবস্থান পূর্ব্বক দিব্য-শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন ॥১৪॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত) ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ (ঘোরকর্ম্মা ভীমসেন) পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক) মহাশঙ্খং (মহাশঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন) ॥১৫॥

কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয়) নকুলঃ সহদেবশ্চ (নকুল ও সহদেব) সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) [দধ্মৌ] (বাজাইলেন) ॥১৬॥

[হে] পৃথিবীপতে (হে পৃথিবীনাথ ধৃতরাষ্ট্র!) পরমেষ্বাসঃ (মহা-ধনুর্দ্ধারী) কাশ্যশ্চ (কাশীরাজ) মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী) ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটশ্চ (ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট রাজা) অপরাজিতঃ (রণবিজয়ী) সাত্যকিশ্চ (সাত্যকি) দ্রুপদঃ (দ্রুপদ রাজা) দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীর তনয়গণ) মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ (এবং মহাবাহু অভিমন্যু) সর্ব্বশঃ (সকলেই) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ (পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ সকল) দধ্মুঃ (বাজাইলেন) ॥১৭-১৮॥

হৃষীকেশ স্বীয় 'পাঞ্চজন্য', ধনঞ্জয় 'দেবদত্ত', এবং ভীমকর্ম্মা ভীমসেন, 'পৌণ্ড্র' নামক শঙ্খ বাজাইলেন ॥১৫॥

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়' নকুল 'সুঘোষ' এবং সহদেব 'মণিপুষ্পক' নামক শঙ্খ বাজাইলেন ॥১৬॥

হে পৃথিবীপতে! উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা এবং অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ রাজা,

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

নভশ্চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) সঃ তুর্মুলঃ ঘোষঃ (সেই তুমুল শব্দ) ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং (ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের) হৃদয়ানি (হৃদয় সকল) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিল) ॥১৯॥

[হে] মহীপতে (হে মহারাজ!) অথ (অনন্তর) শস্ত্র-সম্পাতে (অস্ত্রাদি নিক্ষেপ) প্রবৃত্তে [সতি] (আরম্ভ কালে) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (বানরধ্বজ অর্জ্জুন) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে) ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা (যুদ্ধোদ্‌যোগে অবস্থিত দেখিয়া) ধনুঃ উদ্যম্য (ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক) তদা (তৎকালে) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) আহ (বলিয়াছিলেন) ॥২০॥

দ্রৌপদীর পুত্রগণ, এবং মহাবাহু সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু, ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১৭-১৮॥

সেই সকল তুমুল শঙ্খনাদ ধরাতল এবং গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥১৯॥

হে মহীপতে! তৎকালে শস্ত্র-নিক্ষেপে সমুদ্যত কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয়, দুর্য্যোধনাদিকে যুদ্ধোদ্‌যোগে অবস্থিত দেখিয়া ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) [হে] অচ্যুত (হে অচ্যুত!) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যস্থলে) মে রথঃ (আমার রথ) স্থাপয় (স্থাপন কর) ॥২১॥

যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) অহং (আমি) যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ এতান্ (যুদ্ধাভিলাষী এই সকল বীরগণকে) নিরীক্ষে (নিরীক্ষণ করি) অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া যোদ্ধব্যং (আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে) অত্র যুদ্ধে (এই সংগ্রামে) দুর্ব্বুদ্ধেঃ (দুর্ম্মতি) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্য্যোধনের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতৈষী) এতে যে সমাগতাঃ (যে সকল ব্যক্তি আসিয়াছেন) [তান্] (সেই সকল) যোৎস্যমানান্ (যোদ্ধৃগণকে) অহং (আমি) অবেক্ষে (অবলোকন করি) ॥২২-২৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর ॥২১॥

যতক্ষণ এই যুদ্ধক্ষেত্রে কাহার কাহার সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং এই যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয় সাধনেচ্ছায় যুদ্ধার্থ যাঁহারা আসিয়াছেন, সেই সকল অবস্থিত যোদ্ধাগণকে আমি নিরীক্ষণ করি ॥২২-২৩॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

সঞ্জয়ঃ উয়াচ (সঞ্জয় কহিলেন) [হে] ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র!) গুড়াকেশেন (জিতনিদ্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক) এবং উক্তঃ [সন্] (এইরূপে উক্ত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখতঃ (ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি) সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ (এবং সমুদয় রাজগণের) [পুরতঃ] (সম্মুখে) রথোত্তমম্ (উত্তম রথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন পূর্ব্বক) [হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) সমবেতান্ (সমবেত) এতান্ কুরূন্ (এই সকল কুরুপক্ষীয়গণকে) পশ্য (দেখ) ইতি উবাচ (ইহা বলিয়াছিলেন) ॥২৪-২৫॥

অথ (অনন্তর) পার্থঃ অপি (অর্জ্জুনও) তত্র (তথায়) উভয়োঃ সেনয়োঃ [মধ্যে] (উভয় সেনার মধ্যে) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৃন্ (পিতৃব্য) পিতামহান্ (পিতামহ) আচার্য্যান্ (আচার্য্য) মাতুলান্

সঞ্জয় কহিলেন—হে ভারত! গুড়াকেশ অর্জ্জুন এইকথা বলিলে, (সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়ন্তা) শ্রীকৃষ্ণ, উভয় সেনার মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমুদয় রাজন্যবর্গের সম্মুখে সেই উত্তম রথ স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ! যুদ্ধার্থ সমবেত এই কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর ॥২৪-২৫॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥

(মাতুল) ভ্রাতৄন্ (ভ্রাতা) পুত্রান্ (পুত্র) পৌত্রান্ (পৌত্র) সখীন্ (সখা) তথা শ্বশুরান্ (শ্বশুর) সুহৃদশ্চ এব (এবং সুহৃদ্গণকেই) অপশ্যৎ (দেখিতে পাইলেন) ॥২৬॥

সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তীপুত্র) [তত্র] (রণস্থলে) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ (সেই সকল বন্ধুগণকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (অতিশয় কৃপাপরবশ) বিষীদন্ [সন্] (ও বিষণ্ন হইয়া) ইদম্ অব্রবীৎ (ইহা বলিয়াছিলেন ॥২৭॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) [হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) যুযুৎসূন্ (যুদ্ধার্থী) ইমান্ স্বজনান্ (এই সকল স্বজনগণকে) সমবস্থিতান্ (সমবেত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম গাত্রাণি (আমার শরীর) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) মুখং চ পরিশুষ্যতি (এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে) ॥২৮॥

অনন্তর পার্থ, উভয়সেনার মধ্যে অবস্থিত পিতৃস্থানীয়-গণকে, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও অন্যান্য বন্ধুগণকে দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥

সেই কৌন্তেয় রণস্থলে অবস্থিত সেই সমস্ত বন্ধুগণকে দেখিয়া অত্যন্ত কৃপা-পরবশ ও বিষণ্ন হইয়া এইকথা বলিলেন ॥২৭॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! এই স্বজনগণকে যুদ্ধাভিলাষে সম্যক্ অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥২৮॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

মে শরীরে (আমার শরীরে) বেপথুঃ (কম্প) চ (এবং) রোমহর্ষঃ চ (রোমাঞ্চও) জায়তে (হইতেছে)। হস্তাৎ (হাত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব ধনু) স্রংসতে (খসিয়া পড়িতেছে) ত্বক্ চ পরিদহ্যতে এব (এবং চর্ম্মও দগ্ধ হইতেছে) ॥২৯॥

[হে] কেশব (হে শ্রীকৃষ্ণ!) [অহং] (আমি) অবস্থাতুং চ (আর অবস্থান করিতেও) ন শক্নোমি (পারিতেছি না)। মে মনঃ (আমার মন) ভ্রমতি ইব (যেন চঞ্চল হইতেছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি চ (এবং কুলক্ষণযুক্ত নিমিত্ত সকলও) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥৩০॥

[হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা (বন্ধুজনকে বিনাশ করিয়া) শ্রেয়ঃ চ (মঙ্গলও) ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না) [অহং] (আমি) বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে (বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না) রাজ্যং সুখানি চ ন (রাজ্য এবং সুখও চাহি না) ॥৩১॥

আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইতেছে। হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনু খসিয়া পড়িতেছে এবং গাত্রদাহ হইতেছে ॥২৯॥

আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে। হে কেশব! আমি কেবল বিপরীত ভাব-বিশিষ্ট দুর্ল্লক্ষণ সমূহ দেখিতেছি ॥৩০॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥

[হে] গোবিন্দ (হে শ্রীকৃষ্ণ!) যেষাম্ অর্থে (যাঁহাদের জন্য) নঃ (আমাদিগের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখসকল) কাঙ্ক্ষিতং (আকাঙ্ক্ষিত) তে ইমে (সেই এই সব) আচার্য্যাঃ (আচার্য্য) পিতরঃ (পিতৃব্য) পুত্রাঃ (পুত্র) তথা এব চ পিতামহাঃ (এবং তদ্রূপ পিতামহ) মাতুলাঃ (মাতুল) শ্বশুরাঃ (শ্বশুর) পৌত্রাঃ (পৌত্র) শ্যালাঃ (শ্যালক) তথা সম্বন্ধিনঃ (এবং কুটুম্বগণ) ধনানি প্রাণান্ চ (ধন ও প্রাণ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ স্বীকার করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন) [অতএব] নঃ রাজ্যেন কিম্ (আমাদের রাজ্যেই বা কি প্রয়োজন?) ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ (ভোগ এবং জীবনেই বা কি প্রয়োজন?) [হে] মধুসূদন (হে মধুসূদন!) ঘ্নতঃ অপি (তাহাদিগের দ্বারা হত হইলেও) এতান্ হন্তুং [আমি] (ইহাদিগকে বধ করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) ॥৩২-৩৪॥

এই যুদ্ধে স্বজনবধে কিছুমাত্র মঙ্গল দেখি না । হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্যও চাই না, সুখও চাই না ॥৩১॥

হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভোগ সুখেরই বা কি প্রয়োজন? যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ ও সুখের আকাঙ্ক্ষা করি (আজ) সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও অন্য সম্বন্ধিগণ

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

[হে] জনার্দ্দন (হে শ্রীকৃষ্ণ!) মহীকৃতে কিং নু (পৃথিবীর রাজত্বের নিমিত্ত কি কথা?) ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি (ত্রিভুবনের রাজত্বের জন্যও) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (দুর্য্যোধনাদিকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদিগের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কি সুখ লাভ হইবে?) ॥৩৫॥

[হে] মাধব (হে মাধব!) এতান্ আততায়িনঃ (এই সকল আততায়ীকে) হত্বা (বধ করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে)। তস্মাৎ (অতএব) বয়ং (আমরা) স্ববান্ধবান্ (নিজ আত্মীয়) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (দুর্য্যোধনাদিকে) হন্তুং (বধ করিতে) ন অর্হাঃ (পারি না)। হি (যেহেতু) স্বজনং হত্বা (স্বজনগণকে বধ করিয়া) [বয়ং] (আমরা) কথং (কি প্রকারে) সুখিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব?) ॥৩৬॥

—সকলেই, ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব হে মধুসূদন! যদি ইহারা আমাকে হত্যাও করে তথাপি আমি ইহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না ॥৩২-৩৪॥

হে জনার্দ্দন! পৃথিবী কেন? ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করিলেও এই দুর্য্যোধনাদিকে নিধন করিয়া আমাদের কি প্রীতিলাভ হইবে? ॥৩৫॥

ঐ আচার্য্যাদি আততায়ী হইলেও ইঁহাদিগকে হত্যা করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে। অতএব আমাদের বান্ধব

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥

[হে] জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) যদ্যপি এতে (যদিও ইহারা) লোভোপহতচেতসঃ [সন্তঃ] (লোভাক্রান্তচিত্ত হইয়া) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়জনতি দোষ) মিত্রদ্রোহে চ (এবং স্বজনবিরোধে) পাতকং ন পশ্যন্তি (পাতক দেখিতেছে না), [তথাপি] কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়জনিত দোষ) প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ (সম্যক্ দর্শনকারী আমরা) অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ (নিবৃত্ত কেন না হইব?) ॥৩৭-৩৮॥

কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয় হইলে) সনাতনাঃ (কুলপরম্পরা প্রাপ্ত) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি (কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে) ধর্ম্মে নষ্টে [সতি] (ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে) অধর্ম্মঃ (অধর্ম্ম) কৃৎস্নম্ উত কুলম্ (সমস্ত বংশকেই) অভিভবতি (অভিভূত করে) ॥৩৯॥

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিতে পারি না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া কিরূপে আমরা সুখী হইব ॥৩৬॥

যদিও লোভহতচিত্ত ইহারা কুলক্ষয় কৃতদোষ এবং বন্ধু বিচ্ছেদ জনিত পাপ দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ সম্যক্ দেখিয়াও কেন এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না? ॥৩৭-৩৮॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুলই অধর্ম্মে অভিভূত হইয়া থাকে ॥৩৯॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

[হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) অধর্ম্মাভিভবাৎ (কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যভিচারিণী হয়)। [হে] বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশধর!) স্ত্রীষু দুষ্টাষু (কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (জন্মে) ॥৪০॥

সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলস্য কুলঘ্নানাং চ (কুল ও কুলনাশকগণের) নরকায় এব [ভবতি] (নরকের নিমিত্তই হইয়া থাকে)। এষাং (ইহাদিগের) লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ (পিতৃগণ পিণ্ড ও তর্পণাদি কার্য্য লোপ হেতু) পতন্তি হি (নিশ্চয়ই পতিত হন) ॥৪১॥

কুলঘ্নানাং (কুলনাশকগণের) এতৈঃ (এই সকল) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষে) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতি-ধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ (বর্ণধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম) উৎসাদ্যন্তে (উৎসন্ন হইয়া যায়) ॥৪২॥

হে বৃষ্ণি বংশধর কৃষ্ণ! অধর্ম্মে অভিভূত কুলস্ত্রী সকল ব্যভিচারিণী হয়, স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে ॥৪০॥

বর্ণসঙ্কর কুলের ও কুলনাশকগণের নরকপ্রাপ্তির কারণ হয়, এবং ইহাদের পিতৃগণ পিণ্ড এবং তর্পণাদির লোপ হেতু নিশ্চিতই নরকে পতিত হন ॥৪১॥

এইসব বর্ণসঙ্করকারী কুলঘ্নগণের দোষে সনাতন কুলধর্ম্ম এবং জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায় ॥৪২॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥
অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

[হে] জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (যাহাদের কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়) [তেষাং] মনুষ্যাণাং (সেই সকল মনুষ্যের) নিয়তং (চিরকাল) নরকে বাসঃ (নরকে বাস) ভবতি (হয়), ইতি (এরূপ) [বয়ং] অনুশুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি) ॥৪৩॥

অহো বত (হায়! কি দুঃখের বিষয়) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং (মহা-পাপ) কর্ত্তুং (করিতে) ব্যবসিতাঃ (কৃতনিশ্চয় হইয়াছি) যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখ লোভে) স্বজনং হন্তুং (আত্মীয়-বধে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি) ॥৪৪॥

যদি (যদি) শস্ত্রপাণয়ঃ (অস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ) অপ্রতীকারং (প্রতীকার রহিত) অশস্ত্রং (ও শস্ত্রহীন) মাং (আমাকে) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তবে তাহাই) মে (আমার পক্ষে) ক্ষেমতরং (অধিকতর হিতকর) ভবেৎ (হইবে) ॥৪৫॥

হে জনার্দ্দন! শুনিয়াছি যে সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম, জাতি-ধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহাদিগকে নিয়ত নরকে বাস করিতে হয় ॥৪৩॥

হায়! আমরা কি মহৎ পাপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, যেহেতু তুচ্ছ রাজ্যসুখের লোভে স্বজন বধে উদ্যত হইয়াছি ॥৪৪॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সৈন্যদর্শনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন) অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) এবং উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধক্ষেত্রে) সশরং চাপং (শরের সহিত ধনুঃ) বিসৃজ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাকুল চিত্ত হইয়া) রথোপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবিষ্ট হইলেন) ॥৪৬॥

ইতি প্রথম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

যদি অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ প্রতীকার-বিমুখ ও অস্ত্রহীন অবস্থায় আমাকে এই রণস্থলে হত্যা করে, তাহাই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে ॥৪৫॥

সঞ্জয় কহিলেন—অর্জ্জুন এই বলিয়া সেই সংগ্রাম স্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥৪৬॥

ইতি প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) তথা (তথাবিধ) কৃপয়া আবিষ্টম্ (কৃপাপরবশ) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণাকুলনয়ন) বিষীদন্তং তং (বিষণ্ণ বদন অর্জ্জুনকে) মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) [হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) কুতঃ (কি হেতু) বিষমে (এই সংগ্রাম-সংকটে) অনার্য্যজুষ্টম্ (আর্য্যগণের অযোগ্য) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গ-প্রতিবন্ধক) অকীর্ত্তিকরম্ (এবং অযশস্কর) ইদং কশ্মলম্ (এই মোহ) ত্বা (তোমার) সমুপস্থিতম্ (উপস্থিত হইল?) ॥২॥

সঞ্জয় কহিলেন—মধুসূদন তখন সেই অশ্রুপূর্ণ আকুল নয়ন কৃপাবিষ্ট বিষণ্ণানন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥১॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! এই বিষম যুদ্ধ সময়ে কি জন্য তোমার অনার্য্যোচিত, অস্বর্গকর ও কীর্ত্তি নাশক এই মোহ উপস্থিত হইল? ॥২॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

[হে] পার্থ (হে কুন্তীপুত্র!) ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ (কাতরতাপ্রাপ্ত হইও না) এতৎ (এই কাতরতা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (শোভা পায় না)। [হে] পরন্তপ (হে শত্রুতাপন!) ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যম্ (ক্ষুদ্র মানসিক দুর্ব্বলতা) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থ উত্থিত হও) ॥৩॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) [হে] অরিসূদন মধুসূদন (হে শত্রুনাশক মধুসূদন!) অহং (আমি) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ (ভীষ্ম ও দ্রোণকে) [লক্ষীকৃত্য] (লক্ষ্য করিয়া) কথং (কি প্রকারে) সংখ্যে (যুদ্ধে) ইষুভিঃ (বাণ দ্বারা) প্রতিযোৎস্যামি (প্রতিযুদ্ধ করিব) ॥৪॥

হে পার্থ! কাতরতা ত্যাগ কর, কাতরতা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ॥৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে অরিনিসূদন মধুসূদন! যুদ্ধে আমি কি প্রকারে পূজনীয় পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণের সহিত বাণের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব ॥৪॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥
কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

মহানুভাবান্ গুরূন্ (মহানুভাব গুরুদিগকে) অহত্বা হি (বধ না করিয়া) ইহ লোকে (এই জগতে) ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং (ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাও) শ্রেয়ঃ (ভাল)। তু (কিন্তু) গুরূন্ হত্বা (গুরুবর্গকে বধ করিয়া) ইহ এব (ইহলোকেই) রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (শোণিতলিপ্ত) অর্থকামান্ ভোগান্ (অর্থ ও কামাদি ভোগ্য বস্তুসকল) ভুঞ্জীয় (আমাকে ভোগ করিতে হইবে) ॥৫॥

যদ্বা (যদিই) [বয়ং] (আমরা) জয়েম (জয় করি) যদি বা (কিম্বা) [এতে] (ইহারা) নঃ জয়েয়ুঃ (আমাদিগকে জয় করুক) নঃ (আমাদের সম্বন্ধে) এতৎ কতরৎ (ইহার মধ্যে কোন্‌টি) গরীয়ঃ (অধিক শ্রেয়স্কর) ন চ বিদ্মঃ (তাহা বুঝিতেছি না) যান্ হত্বা (যাহাদিগকে বধ করিয়া) ন জিজীবিষামঃ এব (বাঁচিতেই ইচ্ছা করি না) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ) প্রমুখে (যুদ্ধার্থ সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (উপস্থিত রহিয়াছে) ॥৬॥

মহানুভাব গুরুজনদিগকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করাও মঙ্গলজনক, কিন্তু গুরুজনদিগকে হত্যা করিলে এই জগতেই তাহাদের রুধিরাক্ত অর্থ ও কামাদি ভোগ্যসমূহ আমাকে ভোগ করিতে হইবে ॥৫॥

কোন্‌টি আমাদের অধিক শ্রেয় তাহা বুঝিতেছি না। কেন না, জয় পরাজয় যাহাই হউক, যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয়জনিত দোষদ্বারা অভিভূত স্বভাব) [তথা] (এবং) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মনিশ্চয়বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত) [অহং] (আমি) ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করি-তেছি) মে (আমার পক্ষে) যৎ (যাহা) নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ (যথার্থ মঙ্গলজনক) স্যাৎ (হইবে) তৎ (তাহা) [ত্বম্] ব্রূহি (আপনি বলুন) । অহং (আমি) তে (আপনার) শিষ্যঃ (শাসনার্হ) [অতঃ] (অতএব) ত্বাং প্রপন্নম্ (আপনার শরণাগত) মাং (আমাকে) শাধি (শিক্ষা দান করুন) ॥৭॥

ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ (নিষ্কণ্টক) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) সুরাণামপি (এবং দেবতাগণেরও) আধিপত্যং চ অবাপ্য (আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া) যৎ (যে কর্ম্ম) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উচ্ছোষণম্ (অতি শোষণকর) মম (আমার) শোকম্ (শোক) অপনুদ্যাৎ (দূর করিবে) তৎ (তাহা) [অহং] (আমি) ন হি প্রপশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না) ॥৮॥

বাঁচিতেও ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ যুদ্ধার্থ পুরো-ভাগে অবস্থিত রহিয়াছে ॥৬॥

এক্ষণে কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব অভিভূত হওয়ায় ধর্ম্মবিষয়ে বিমূঢ়চিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর তাহা আপনি নিশ্চয় করিয়া বলুন । আমি আপনার শিষ্য, অতএব আপনার শরণাপন্ন আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ॥৭॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) পরন্তপঃ (শত্রুমর্দ্দনকারী) গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্র অর্জ্জুন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) এবম্ উক্ত্বা (এরূপ বলিবার পর) [অহং] (আমি) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং (মৌনী) বভূব হ (হইয়া রহিলেন) ॥৯॥

[হে] ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র!) হৃষীকেশঃ (হৃষীকেশ) প্রহসন্ ইব (প্রসন্ন বদন হইয়া) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (দুই পক্ষের সৈন্যমধ্যে) বিষীদন্তম্ (বিষাদগ্রস্ত) তম্ (অর্জ্জুনকে) ইদং বচঃ (এই কথা) উবাচ (বলিলেন) ॥১০॥

পৃথিবীর কণ্টকশূন্য সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ও স্বর্গের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও, আমি এমন কোন উপায় দেখিতেছি না যাহা আমার ইন্দ্রিয়শোষণকারী এই শোক অপনোদন করিতে পারে ॥৮॥

সঞ্জয় কহিলেন—ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিবার পর, জিতনিদ্র শত্রুতাপন অর্জ্জুন গোবিন্দকে 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই বলিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন ॥৯॥

হে ভারত! অনন্তর ভগবান্ হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যস্থলে বিষাদগ্রস্ত পার্থকে হাস্যযুক্ত প্রসন্ন বদনে এইকথা বলিলেন ॥১০॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥১২॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ (যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত তাহাদের জন্য) অন্বশোচঃ (শোক করিতেছ) প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে (পণ্ডিতের ন্যায় কথাও বলিতেছ) [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) গতাসূন্ (মৃত) অগতাসূন্ চ (ও জীবিত বন্ধুদিগের জন্য) ন অনুশোচন্তি (অনুশোচনা করেন না) ॥১১॥

অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে) ন আসম্ (ছিলাম না) ইতি তু ন এব (ইহা কিন্তু নহে) ত্বং ন (তুমি যে ছিলে না) [ইতি] (ইহাও) ন (নহে), ইমে জনাধিপাঃ (এই সকল নৃপতিগণ) ন (ছিলেন না) [ইতি] (ইহাও) ন (নহে) অতঃপরম্ চ (এবং অতঃপর) সর্ব্বে বয়ং (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) [ইতি] (ইহাও) ন এব (নহে) ॥১২॥

যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহাভিমানী জীবের) অস্মিন্ দেহে (এই স্থূলদেহে) কৌমারং (কৌমার) যৌবনং (যৌবন) জরা (ও জরা) [ভবতি]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! তুমি যে বিষয়ে শোক করা অনুচিত সেই বিষয়ে শোক করিতেছ আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য বলিতেছ। কিন্তু পণ্ডিতগণ কি জীবিত, কি মৃত কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না ॥১১॥

পূর্ব্বে যে আমি কখনও ছিলাম না তাহা নহে। তুমিও যে ছিলে না এমনও নহে। এই রাজন্যবর্গও যে ছিল না তাহাও নহে। অর্থাৎ আমরা যেমন এখন আছি সেইরূপ পূর্ব্বেও ছিলাম এবং পরেও থাকিব ॥১২॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

(ঘটে) তথা (তেমন) দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ (অন্য দেহ লাভও) [ভবতি] (ঘটে) ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) তত্র (তাহাতে) ন মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হন না) ॥১৩॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন!) মাত্রাস্পর্শাঃ তু (বিষয়ের সহিত মিলিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখাদি প্রদানকারী) [তে] (তাহারা) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশ-শীল) অনিত্যাঃ (ও অনিত্য) [অতএব] [হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) তান্ (তাহাদিগকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য কর) ॥১৪॥

[হে] পুরুষর্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) এতে (এই সকল) [মাত্রাস্পর্শাঃ] (বিষয়ের সহিত মিলিত ইন্দ্রিয় বৃত্তি) সমদুঃখসুখং (দুঃখ-সুখে সমভাবাপন্ন) যং ধীরং পুরুষং (যে বিবেকী ব্যক্তিকে) ন ব্যথয়ন্তি (বিচলিত করিতে পারে না) সঃ হি (তিনিই) অমৃতত্বায় (মোক্ষলাভে) কল্পতে (যোগ্য হন) ॥১৫॥

যেমন দেহধারী জীবের বর্ত্তমান দেহে ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্তি ঘটে সেইরূপ অপর দেহ প্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে পণ্ডিতগণ কখনও মোহ প্রাপ্ত হন না ॥১৩॥

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়ের সংযোগই শীতগ্রীষ্ম, সুখদুঃখ দান করিয়া থাকে। কিন্তু উহারা গমনা-গমনশীল, অনিত্য। অতএব হে ভারত! তাহা সহ্য কর ॥১৪॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন যে ধীর ব্যক্তিকে এই সকল মাত্রাস্পর্শ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারা বিষয়ানুভব) ব্যথিত করিতে পারে না, তিনি মোক্ষ লাভের যোগ্য হন ॥১৫॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥

অসতঃ (অনিত্য বস্তুর) ভাবঃ (বিদ্যমানতা) ন বিদ্যতে (নাই) সতঃ (নিত্য বস্তুর) অভাবঃ (নাশ) ন বিদ্যতে (নাই)। তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বদর্শি-গণ কর্ত্তৃক) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই দুইয়েরই) তু (কিন্তু) অন্তঃ (শেষ) দৃষ্টঃ (পর্য্যালোচিত হইয়াছে) ॥১৬॥

যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং সর্ব্বম্ (এই সকল শরীর) ততম্ (ব্যাপ্ত) তৎ (সেই জীবাত্মাকে) তু (কিন্তু) অবিনাশি (বিনাশ রহিত) বিদ্ধি (জানিবে)। কশ্চিৎ (কেহই) অব্যয়স্য অস্য (নাশরহিত এই জীবাত্মার) বিনাশং কর্ত্তুম্ (বিনাশ করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হন না) ॥১৭॥

নিত্যস্য (সদা একরূপ) অনাশিনঃ (নাশ রহিত) অপ্রমেয়স্য (অতি সূক্ষ্ম হেতু পরিমাণের অতীত) শরীরিণঃ (জীবাত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সকল দেহ) অন্তবন্তঃ (নাশশীল) উক্তাঃ (বলিয়া কথিত হয়)। [হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (সেই হেতু) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥১৮॥

অসৎ অর্থাৎ পরিণামশীল দেহাদি নশ্বর বস্তুর নিত্য স্থায়িত্ব নাই; এবং সৎ অর্থাৎ নিত্যবস্তু আত্মার কখনও পরিণতি বা বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শীগণের দ্বারা এইরূপে (পৃথক্ করিয়া) সৎ ও অসতের তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে ॥১৬॥

যিনি এই সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া আছেন সেই আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া জানিও। তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, সেই আত্মাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না ॥১৭॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥

যঃ (যে ব্যক্তি) এনং (এই জীবাত্মাকে) হন্তারং (বিনাশ কর্ত্তা) বেত্তি (মনে করে) যশ্চ এনং (এবং যে ব্যক্তি ইহাকে) হতং (বিনষ্ট) মন্যতে (মনে করে), তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ (অজ্ঞ) [যস্মাৎ] (যেহেতু) অয়ং (এই জীবাত্মা) ন হন্তি (কাহাকেও বধ করে না) ন হন্যতে (এবং কাহার দ্বারা নিহতও হয় না) ॥১৯॥

অয়ং (এই জীবাত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে (জন্মে না) বা ন ম্রিয়তে (কিম্বা মরে না) ভূত্বা বা (অথবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন ভবিতা (উৎপন্ন হইবে না)। অয়ং অজঃ (এই জীবাত্মা জন্মবিহীন) নিত্যঃ (সর্ব্বদা সমভাবে স্থিত) শাশ্বতঃ (অপক্ষয়শূন্য) পুরাণঃ (ষড়্‌বিকার

নিত্য, নাশরহিত, অপ্রমেয় যে জীবাত্মা তাহার এই দেহ-গুলিই নাশশীল। অতএব হে ভারত! তুমি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া যুদ্ধ কর ॥১৮॥

যে ব্যক্তি এই আত্মাকে হননকর্ত্তা মনে করে এবং যে ব্যক্তি ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। যেহেতু আত্মা কাহাকেও হনন করে না বা কাহার দ্বারা হত হয় না ॥১৯॥

এই আত্মা কখনও জন্মে না বা কখনও মরে না। অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি বৃদ্ধি হয় না। কারণ আত্মা জন্মরহিত,

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

রহিত) [অপি চ] (অথচ) শরীরে হন্যমানে (দেহ বিনষ্ট হইলেও) অয়ং (জীবাত্মা) ন হন্যতে (বিনষ্ট হয় না) ॥২০॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যে ব্যক্তি) এনং (এই জীবাত্মাকে) নিত্যং (বৃদ্ধিশূন্য) অজম্ (জন্মাদি রহিত) অব্যয়ম্ (ক্ষয়শূন্য) অবিনাশিনং (এবং ধ্বংসশূন্য) বেদ (জানেন), সঃ পুরুষঃ (সেই ব্যক্তি) কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) [বা] কং (অথবা কাহাকে) হন্তি (বধ করেন?) ॥২১॥

নরঃ (মনুষ্য) যথা (যেমন) জীর্ণানি বাসাংসি (ছিন্ন বস্ত্র সকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অপরাণি নবানি (অন্য নূতন বস্ত্র সমূহ) গৃহ্ণাতি (ধারণ করে) তথা (তদ্রূপ) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি (জরাগ্রস্ত) শরীরাণি (শরীর সকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অন্যানি নবানি (অন্য নূতন শরীর সমূহ) সংযাতি (পরিগ্রহ করে) ॥২২॥

নিত্য, অপক্ষয়রহিত অর্থাৎ নিত্য নবীন অথচ পুরাতন; জন্ম-মরণশীল শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ নাই ॥২০॥

হে পার্থ! যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও ক্ষয়রহিত অব্যয় বলিয়া জানেন, সে পুরুষ কি রূপে কাহাকে হত্যা করায় বা হত্যা করে ॥২১॥

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নববস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী (জীবাত্মা)ও জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥

শস্ত্রাণি (অস্ত্র সকল) এনম্ (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করিতে পারে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং (এই আত্মাকে) ন দহতি (দগ্ধ করিতে পারে না) আপঃ (জল) এনং (এই আত্মাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (আর্দ্র করিতে পারে না) চ (এবং) মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না) ॥২৩॥

অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছেদনের অযোগ্য) অয়ম্ (এই আত্মা) অদাহ্যঃ (দাহনের অযোগ্য) [অয়ম্] (এই আত্মা) অক্লেদ্যঃ (সিক্ত হইবার অযোগ্য) অশোষ্য এব চ (এবং অশোষনীয়)। অয়ম্ (এই আত্মা) নিত্যঃ (চিরকাল বর্ত্তমান) সর্ব্বগতঃ (স্বকর্ম্মবশে দেবাদি সর্ব্ব দেহে গমন যোগ্য) স্থাণুঃ (স্থিরস্বভাব) অচলঃ (অচল) সনাতনঃ (অনাদি)। অয়ম্ (এই আত্মা) অব্যক্তঃ (অতি সূক্ষ্মত্বহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) অয়ম্ (এই আত্মা) অচিন্ত্যঃ (অতর্ক্য) অয়ম্ (এই আত্মা) অবিকার্য্যঃ (জন্মাদি ষড়্ভাব বিকারশূন্য) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন), তস্মাৎ

পুনরায় নূতন একটি শরীর ধারণ করিয়া থাকে ॥২২॥

এই আত্মাকে শস্ত্রাদি ছেদন করিতে পারে না; অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না; জল সিক্ত করিতে পারে না; এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥২৩॥

এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, এবং অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বত্রগামী, স্থির ও অবিচলিত এবং সনাতন অর্থাৎ সদা-

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥

(অতএব) এনম্ (এই আত্মাকে) এবং (এইরূপ) বিদিত্বা (জানিয়া) অনু-শোচিতুম্ ন অর্হসি (তদ্ধেতু শোক প্রকাশ করা উচিত নহে) ॥২৪-২৫॥

[হে] মহাবাহো (হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) অথ চ (আর যদিও) এনং (এই আত্মাকে) নিত্যজাতং (সতত উৎপন্ন) বা (অথবা) নিত্যং মৃতম্ (সতত বিনাশশীল) মন্যসে (মনে কর) তথাপি (তাহা হইলেও) ত্বং (তুমি) এনং (ইহার জন্য) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিও না) ॥২৬॥

হি (যেহেতু) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত) মৃতস্য চ (মৃত ব্যক্তিরও) জন্ম (কর্ম্মফলভোগের জন্য জন্ম) ধ্রুবং (নিশ্চিত) তস্মাৎ (অতএব) অপরিহার্য্যে অর্থে (অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে) ত্বং (তুমি) শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥২৭॥

বিদ্যমান। এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং জন্মাদি ষড়্‌বিকার* রহিত বলিয়া কথিত হন। অতএব এই জীবাত্মাকে এইপ্রকার অবগত হইয়া তুমি আর শোক করিতে পার না ॥২৪-২৫॥

হে মহাবাহো! যদি জীবাত্মাকে নিত্যজাত ও নিত্যমৃত বলিয়া মনে কর, তথাপিও তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না ॥২৬॥

যেহেতু জাত ব্যক্তির মরণ সুনিশ্চিত এবং মৃত্যু হইলে কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনরায় জন্মও সুনিশ্চিত। সুতরাং এই অপরিহার্য্য বিষয়ে তোমার শোক করা অনুচিত ॥২৭॥

---

*ষড়্‌বিকার যথা—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় ও বিনাশ ॥২৪-২৫॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) ভূতানি (প্রাণিগণের) অব্যক্তাদীনি (জন্মের পূর্ব্বাবস্থা অজ্ঞাত) ব্যক্তমধ্যানি (জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত মধ্যকাল জ্ঞাত) অব্যক্তনিধনানি এব (এবং মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালও অজ্ঞাত) তত্র (তদ্বিষয়ে) কা পরিদেবনা (শোকের কারণ কি আছে?) ॥২৮॥

কশ্চিৎ (কেহ কেহ) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্মিতভাবে) পশ্যতি (দর্শন করেন) তথা এব (তদ্রূপ) অন্যঃ চ (অপরেও) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়জনকভাবে) বদতি (বর্ণনা করেন) অন্যঃ চ (ও অপর ব্যক্তি) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্মিত হইয়া) শৃণোতি (শ্রবণ করেন) কশ্চিৎ চ (কেহও) শ্রুত্বা অপি (শুনিয়াও) এনং (এই আত্মাকে) ন বেদ (জানিতে পারেন না) ॥২৯॥

হে ভারত! যখন ভূতসকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকাশিত ও জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত, এবং নিধন প্রাপ্ত হইলেই আবার অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত হইয়া থাকে, তখন তাহার জন্য পরিবেদনা কি আছে? (যদিও উক্ত মতটি সাধু সম্মত নহে তথাপি বিচার স্থলে স্বীকার করিলেও তোমার পক্ষে স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য) ॥২৮॥

কেহ কেহ জীবাত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ কেহ আশ্চর্য্য ভাবে বর্ণনা করেন, এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্যজ্ঞানে শ্রবণ করেন; আর কেহ কেহ শুনিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না ॥২৯॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) অয়ং দেহী (এই আত্মা) সর্ব্বস্য (সকল প্রাণীর) দেহে (শরীরে) নিত্যম্ (সর্ব্বদা) অবধ্যঃ (অবধ্যরূপে বিরাজিত)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল ভূতের নিমিত্ত) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিতে পার না) ॥৩০॥

অপি (এমন কি) স্বধর্ম্মং (ক্ষাত্রধর্ম্ম) অবেক্ষ্য চ (পর্য্যালোচনা করিয়াও) বিকম্পিতুম্ (ভয় করিতে) ন অর্হসি (পার না)। হি (যেহেতু) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (অপর শ্রেয়স্কর কর্ম্ম) ন বিদ্যতে (নাই) ॥৩১॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) সুখীনঃ (সৌভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়-গণ) যদৃচ্ছয়া (অপ্রার্থিতভাবে) উপপন্নম্ (উপস্থিত) অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ চ (এবং উদ্‌ঘাটিত স্বর্গদ্বাররূপ) ঈদৃশম্ (এরূপ) যুদ্ধম্ (যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করে) ॥৩২॥

হে ভারত! বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রাণীর দেহস্থিত দেহধারী এই জীবাত্মা সর্ব্বদা অবধ্য। অতএব তুমি কোন প্রাণীর জন্যই শোক করিতে পার না ॥৩০॥

আর স্বধর্ম্মের* প্রতি লক্ষ্য করিলেও তোমার বিকম্পিত হইবার কিছুই নাই। কেননা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম আর নাই ॥৩১॥

***মন্তব্য**: স্বধর্ম্ম — জীবের মুক্ত ও বদ্ধ দশা ভেদে দ্বিবিধ। মুক্তাবস্থায়, স্বধর্ম্ম—উপাধি রহিত; বদ্ধাবস্থায়, স্বধর্ম্ম উপাধিযুক্ত। মুক্ত জীব সর্ব্বতো-

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং (এই ধর্ম্ম সঙ্গত যুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ (ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপম্ (পাপ) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥৩৩॥

ভূতানি চ (সকল লোকও) তে (তোমার) অব্যয়াম্ (চিরস্থায়িনী) অকীর্ত্তিম্ অপি (অকীর্ত্তিও) কথয়িষ্যন্তি (বলিবে)। সম্ভাবিতস্য চ (সম্মানিত ব্যক্তির কিন্তু) অকীর্ত্তিঃ (অখ্যাতি) মরণাৎ (মৃত্যু অপেক্ষা) অতিরিচ্যতে (অধিক হয়) ॥৩৪॥

হে পার্থ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ এইরূপ যুদ্ধ, সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণেরই লভ্য হইয়া থাকে ॥৩২॥

প্রকৃত পক্ষে তুমি যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ভ্রষ্ট হইয়া পাপগ্রস্ত হইবে ॥৩৩॥

আর লোকে চিরদিন তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ॥৩৪॥

ভাবে ভগবৎ-সেবন-চেষ্টারূপ ধর্ম্মনিরত এবং তাহাই শুদ্ধ-স্বধর্ম্ম। আর বদ্ধ-জীব যখন কর্ম্মফলে চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে পুণ্য-বলে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়, তখন মুক্তাবস্থার শুদ্ধ স্বধর্ম্ম সাধনানুকূলে দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে থাকিয়া যে নিজ নিজ স্বভাব ও চেষ্টা প্রকাশ করে, তাহাকে স্থূলভাবে স্বধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধূম্রাবৃত বহ্নিকে যে প্রকার বহ্নি বলা হয়, তদ্রূপ নিরুপাধিক আত্মার স্বধর্ম্ম—যে স্বল্প উপাধিযুক্ত অবস্থায় অনুভূত হইতে পারে তাহাকেই বর্ণাশ্রম বিচারে স্বধর্ম্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয় ॥৩১॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

মহারথাঃ (দুর্য্যোধনাদি মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়-হেতু) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (বিরত) মংস্যন্তে (মনে করিবে)। চ (এবং) ত্বং (তুমি) যেষাং (যাহাদিগের) বহুমতঃ ভূত্বা (বহু সম্মানের পাত্র হইয়াছ) [তেষাং] (তাহাদিগের নিকট) লাঘবম্ যাস্যসি (অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে) ॥৩৫॥

তব অহিতাঃ (তোমার শত্রুগণ) তব সামর্থ্যং (তোমার সামর্থ্যের) নিন্দতঃ (নিন্দা করতঃ) বহূন্ অবাচ্য বাদান্ চ (বহুবিধ অকথ্য বাক্য সমূহও) বদিষ্যন্তি (কহিবে)। নু (ওহে অর্জ্জুন!) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিক দুঃখকর) কিম্ (কি হইতে পারে?) ॥৩৬॥

হতঃ বা (যদি যুদ্ধে হত হও) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (স্বর্গ লাভ করিবে) জিত্বা বা (কিম্বা জয়লাভ করিয়া) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে)। [হে] কৌন্তেয় (হে অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (অতএব) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থে) কৃতনিশ্চয়ঃ [সন্] (কৃতনিশ্চয় হইয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) ॥৩৭॥

যাহারা তোমাকে বহুমানন করিয়া থাকেন সেই মহারথগণ 'তুমি ভয়ে যুদ্ধ করিতেছ না' এই মনে করিয়া তোমাকে অত্যন্ত লঘু জ্ঞান করিবেন ॥৩৫॥

তোমার শত্রুপক্ষ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া বহু-প্রকার কটূক্তি করিবে, তাহা হইতে অধিক দুঃখতর আর কি আছে? ॥৩৬॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখ) লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভ) জয়াজয়ৌ [চ] (এবং জয় ও পরাজয়) সমে (সমান) কৃত্বা (করিয়া অর্থাৎ তুল্য দৃষ্টিতে দেখিয়া) ততঃ (তৎপরে) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (প্রবৃত্ত হও) এবং (এই প্রকারে) পাপং (পাপ) ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে না) ॥৩৮॥

[হে] পার্থ (হে কুন্তীপুত্র!) সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) তে অভিহিতা (তোমাকে কহিলাম)। যোগে তু (ভক্তি যোগেও) ইমাং (এই বুদ্ধি) শৃণু (শ্রবণ কর)। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] (যে ভক্তি-যোগবিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে) কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্ম বন্ধনরূপ সংসারকে) প্রহাস্যসি (প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করিতে পারিবে) ॥৩৯॥

হে কৌন্তেয়! যদি তুমি হত হও, স্বর্গ লাভ করিবে, আর বিজয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও ॥৩৭॥

সুখ ও দুঃখ, লাভ ও অলাভ, জয় ও পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ কর। তাহা হইলে পাপভাগী হইবে না ॥৩৮॥

ইহা বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা তোমাকে বলিলাম। হে পার্থ! এখন ভক্তিযোগ-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধন সম্পূর্ণ ছেদন করিতে পারিবে ॥৩৯॥*

***মন্তব্য**— "পরে প্রদর্শিত হইবে যে, বুদ্ধি-যোগ একটি মাত্র; যখন সেই বুদ্ধি-যোগ কর্ম্মের অবধিকে সীমা করিয়া লক্ষিত হয় তখন তাহাকে 'কর্ম্ম-যোগ' বলে; যখন কর্ম্মসীমাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞান সীমার

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

ইহ (এই ভক্তি-যোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভের নাশ) ন অস্তি (নাই) প্রত্যবায়ঃ [চ] (প্রত্যবায়ও) ন বিদ্যতে (নাই) অস্য ধর্ম্মস্য (এই ভক্তি-যোগের) স্বল্পমপি (কিঞ্চিৎমাত্র অনুষ্ঠানও) মহতঃ ভয়াৎ (মহা-ভয়জনক সংসার হইতে) ত্রায়তে (পরিত্রাণ করে) ॥৪০॥

[হে] কুরুনন্দন (হে কুরুবংশধর অর্জ্জুন!) ইহ (এই ভক্তি-যোগ বিষয়ে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা [এব] (একটী মাত্র), [কিন্তু] অব্যবসায়িনাং (কামী ব্যক্তিদের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি সকল) অনন্তাঃ (অসংখ্য) বহুশাখাঃ চ (এবং বহু শাখাযুক্ত) হি (সুনিশ্চিত) ॥৪১॥

এই ভক্তিযোগের আরম্ভমাত্র করিলেও বিফল হয় না। ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। এই ভক্তিযোগের কিঞ্চিৎমাত্র অনুষ্ঠানও সংসারাদি মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে ॥৪০॥

হে কুরুনন্দন! অনন্য ভক্তিযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। আমিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য, অতএব তাহা একনিষ্ঠ। কিন্তু মদেকনিষ্ঠতা-রহিত অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি কাম্যকর্ম্ম বিষয়িণী হওয়ায় তাহা অনেক বিষয়-নিষ্ঠত্বহেতু বহু শাখাময়ী ও অনন্ত-কামনা-লক্ষিণী ॥৪১॥

অবধি পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন তাহাকে 'জ্ঞান-যোগ' বা 'সাংখ্য-যোগ' বলে; যখন তদুভয় সীমা অতিক্রম করতঃ ভক্তিকে স্পর্শ করে, তখন তাহাকে 'ভক্তি-যোগ' বা 'বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ বুদ্ধি-যোগ' বলে।"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ॥৩৯॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) অবিপশ্চিতঃ (মূর্খ সকল) বেদ-বাদরতাঃ (বেদের অর্থবাদে আসক্ত) অন্যৎ (পশু অন্ন পুত্র স্বর্গাদি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর তত্ত্ব) ন অস্তি (নাই) ইতি বাদিনঃ (এইরূপ উক্তিকারী) কামাত্মানঃ (কামাকুলিত চিত্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গকেই প্রধান পুরুষার্থ জ্ঞানকারী) জন্ম-কর্ম্মফল-প্রদাম্ (জন্ম-কর্ম্মফল প্রদানকারী) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সাধক) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (নানাবিধ ক্রিয়া বিশেষ বৃদ্ধি-কারী) যাম্ ইমাং (যে সকল) পুষ্পিতাং (আপাতকর্ণ সুখকর) বাচং (বাক্য) প্রবদন্তি (এই বেদ বাক্যগুলিই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ এরূপ বলে) তয়া (সেই পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা) অপহৃতচেতসাং (বিমোহিত চিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিদিগের) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) সমাধৌ (পরমেশ্বরে) ন বিধীয়তে (এক-নিষ্ঠতা লাভ করে না) ॥৪২-৪৪॥

হে পার্থ! সেই অব্যবসায়ী অনভিজ্ঞগণ সর্ব্বদা বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য যে পরমার্থ, তাহা না জানিয়া কেবল গৌণ অর্থবাদে রত থাকিয়া 'ইহা ছাড়া জ্ঞাতব্য আর নাই' এইরূপ বলিয়া থাকে। যাহারা কাম্যকর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী, যে মূঢ়গণ ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সাধক জন্ম-কর্ম্মফল প্রদানকারী কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদি ক্রিয়া-বাহুল্যবিশিষ্ট বেদের আপাত রমণীয় (পরিণাম বিষময়) বাক্যে অনুরক্ত, তাদৃশ ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রসক্ত

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) বেদাঃ (বেদ সকল) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক) [ত্বং] (তুমি) নির্দ্বন্দ্বঃ (গুণময় মানাপমানাদি রহিত) নিত্য-সত্ত্বস্থঃ (নিত্যপ্রাণিদিগের অর্থাৎ মদ্ভক্তের সহিত অবস্থিত) নির্যোগ-ক্ষেমঃ (অলব্ধ বস্তুর লাভ 'যোগ' তাহার রক্ষা 'ক্ষেম' তদ্রহিত) আত্মবান্ [চ] (এবং মদ্দত্ত বুদ্ধিযোগে যুক্ত) [সন্] (হইয়া) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (জ্ঞান কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া বেদোক্ত ভক্তি বিধিমাত্রের অনুষ্ঠাতা) ভব (হও) ॥৪৫॥

উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে বা কূপে) যাবান্ অর্থঃ (যে যে প্রয়োজন) সর্ব্বতঃ (সকল কূপ হইতে) [সিধ্যতি] (সিদ্ধি হয়), সংপ্লুতোদকে (মহাজলাশয়ে বা সরোবরে) তাবান্ [এব অর্থঃ] (সেই সমস্ত কার্য্যই) [ততোঽপি বৈশিষ্ট্যেন] (তাহা হইতে বিশেষ ভাবে) [সিধ্যতি] (সিদ্ধ হইয়া থাকে) [এবং] সর্ব্বেষু বেদেষু (এই প্রকার সকল বেদোক্ত তত্তৎ দেবতারাধনে) [যাবান্ অর্থঃ সিধ্যতি] (যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়) ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ (বেদ তাৎপর্য্য ভক্তিকেই বিশেষ ভাবে যিনি অবগত হইয়াছেন তাদৃশ ব্রাহ্মণের) [তাবান্ অর্থঃ ভগবদারাধনে এব] (সেই সকল প্রয়োজন একমাত্র ভগবদারাধনেই) [সিধ্যতি] (সিদ্ধ হয়) ॥৪৬॥

পুষ্পিত বাক্যে হৃতচিত্ত সেই অবিবেকিগণের বুদ্ধি সমাধিতে অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করে না ॥৪২-৪৪॥

হে অর্জ্জুন! কর্ম্মজ্ঞানাদির প্রতিপাদক বেদ ত্রিগুণাত্মক। কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত-বুদ্ধি অজ্ঞগণ তাহাতেই নিষ্ঠাযুক্ত হওয়ায় বেদের যে মুখ্য উদ্দিষ্ট নির্গুণ তত্ত্ব তাহা জানে না। কিন্তু তুমি দ্বন্দ্বশূন্য এবং নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া যোগক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক,

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

তে (তোমার) কর্ম্মণি এব (কর্ম্মেই) অধিকারঃ (অধিকার) কদাচন (কখনও যেন) ফলেষু (ফলে) [আকাঙ্ক্ষা] মা [ভূঃ] (হয় না)। [ত্বং] (তুমি) কর্ম্মফলহেতুঃ (কর্ম্মফলের কামনাযুক্ত) মা ভূঃ (হইও না) অকর্ম্মণি (স্বধর্ম্মের অননুষ্ঠানে) তে (তোমার) সঙ্গঃ (আসক্তি) মা অস্তু (না হউক) ॥৪৭॥

[হে] ধনঞ্জয় (হে অর্জ্জুন!) যোগস্থং (চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক) সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (জয়-পরাজয়ে) সমঃ ভূত্বা (তুল্য বুদ্ধি হইয়া) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকল) কুরু (কর)। [যতঃ]

বুদ্ধিযোগ সহকারে সেই নির্গুণ তত্ত্বরূপ উদ্দিষ্টতত্ত্ব লাভ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য হও, অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া বেদোক্ত ভক্তিবিধি মাত্র অনুষ্ঠান কর ॥৪৫॥

যেমন উদপান অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে বা কুপে যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, একটি সুবৃহৎ জলাশয়ে সেই সমস্ত প্রয়োজনই কুপোদক হইতেও বিশেষভাবে সিদ্ধি হইয়া থাকে; তেমনি বেদশাস্ত্রের একদেশে লিখিত এক একটি দেবতার উপাসনার দ্বারা যে ফল লাভ হয়, বেদের একমাত্র উদ্দিষ্ট আমার ভজনা দ্বারা সেই সমস্ত ফলই তাহা হইতেও বিশেষভাবে লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ বেদতাৎপর্য্যবিৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত প্রয়োজন একমাত্র ভগবদারাধনেই সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥৪৬॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে ।
তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥

(যেহেতু) সমত্বং (জয় পরাজয়ে সম বুদ্ধিই) যোগঃ (যোগ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥৪৮॥

[হে] ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) হি (যেহেতু) বুদ্ধিযোগাৎ (সমত্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে) কর্ম্ম (কাম্য কর্ম্ম) দূরেণ অবরম্ (অতি নিকৃষ্ট)। [অতঃ] (অতএব) বুদ্ধৌ (নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের) শরণম্ (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (প্রার্থনা কর)। ফলহেতবঃ (ফলকামী) কৃপণাঃ (দীন) ॥৪৯॥

বুদ্ধিযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্ম্মী) সুকৃত-দুষ্কৃতে (পুণ্য বা পাপ) উভে (উভয় কর্ম্মকে) ইহ (এই জন্মেই) জহাতি (পরিত্যাগ করে)। তস্মাৎ (অতএব) যাগায় (নিষ্কাম কর্ম্মযোগের জন্য) যুজ্যস্ব (যত্ন কর)। কর্ম্মসু (সকাম-নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে) যোগঃ (নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করাই) কৌশলম্ (নৈপুণ্য) ॥৫০॥

এক্ষণে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলিতেছেন—স্বধর্ম্ম বিহিত কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কিন্তু কোন কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। তুমি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করিও না। তাই বলিয়া যেন স্বধর্ম্ম অকরণেও তোমার আসক্তি না হয় ॥৪৭॥

হে ধনঞ্জয়! ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগস্থ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্য ভাবাপন্ন হইয়া স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মাচরণ কর। কর্ম্মের ফলসিদ্ধি ও ফলের অসিদ্ধি বিষয়ে যে সমবুদ্ধি তাহাকেই যোগ বলে ॥৪৮॥

হে ধনঞ্জয়! কাম্যকর্ম্ম, বুদ্ধিযোগ হইতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। যাহারা ফলকামী তাহারা কৃপণ অর্থাৎ দীন (অভাব গ্রস্ত)। অতএব তুমি নিষ্কাম-কর্ম্মলক্ষণা-বুদ্ধির আশ্রিত হও ॥৪৯॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

হি (যেহেতু) বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ব বুদ্ধিবিশিষ্ট) মনীষিণঃ (মনীষিগণ) কর্ম্মজং (কর্ম্মজাত) ফলং (ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ [সন্তঃ] (জন্ম বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া) অনাময়ন্ (সর্ব্বোপদ্রব-রহিত) পদং (পরমপদ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥৫১॥

যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) মোহকলিলং (দেহাত্ম-বোধরূপ দুর্গম মোহকে) ব্যতিতরিষ্যতি (অতিক্রম করিবে) তদা (তখন) [ত্বং] (তুমি) শ্রোতব্যস্য (পরে শ্রবণযোগ্য) শ্রুতস্য চ (এবং পূর্ব্বে শ্রুত বিষয়ে) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৫২॥

যদা (যে সময়ে) তে (তোমার) অচলা (অবিচলিত) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না [সতী] (বেদের নানারূপ অর্থবাদ দ্বারা বিরক্ত হইয়া)

নিষ্কাম-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সংসার অবস্থাতেই পাপ-পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন। সুতরাং তুমি নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যুক্ত হও। যেহেতু বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল ॥৫০॥

বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজাত ফল ত্যাগ দ্বারা জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভক্তদিগের লভ্য অবস্থা অর্থাৎ পরাশান্তি লাভ করেন ॥৫১॥

এইরূপে যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহনকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের তুচ্ছ ফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবে ॥৫২॥

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

সমাধৌ (পরমেশ্বরে) নিশ্চলা (অচঞ্চলা) স্থাস্যতি (থাকিবে), তদা (তখনই) যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞান বা ভক্তিযোগ) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥৫৩॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] কেশব (হে কেশব!) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (অচলা বুদ্ধি বিশিষ্ট) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ ব্যক্তির) কা ভাষা (কি লক্ষণ?) স্থিতধীঃ (স্থির বুদ্ধি ব্যক্তি) কিং প্রভাষেত (সুখ দুঃখাদি সমুপস্থিত হইলে স্পষ্ট বা স্বগত কি বলেন) কিমাসীত ব্রজেত কিম্ (ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্যবিষয়ে গমন-ভাব কিরূপ?) ॥৫৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) [হে] পার্থ (হে কুন্তীনন্দন!) [জীবঃ] (জীব) যদা (যখন) সর্ব্বান্ (সমস্ত) মনোগতান্ (মনোগত) কামান্ (কাম সকল) প্রজহাতি (পরিত্যাগ করেন), আত্মনি (ও প্রত্যা-হৃত মনে) আত্মনা এব (প্রাপ্ত যে আনন্দ তদ্দ্বারাই) তুষ্টঃ (তুষ্ট অর্থাৎ

অতঃপর যখন তোমার বুদ্ধি শ্রুতির বিভিন্নার্থে আর বিচলিত হইবে না, তখন সহজ সমাধিতে উহা অচলা হইয়া বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগ লাভ করিবে ॥৫৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাধিস্থ বা স্থিতধীগণের লক্ষণ কি? তাঁহারা কিরূপ বলেন; বাহ্য বিষয় ভোগ-সম্বন্ধে কি প্রকারই বা আচরণ করেন, তাহাদের গমন-ভাব অর্থাৎ চেষ্টাই বা কিরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥৫৪॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

আত্মারাম) [ভবতি] (হন), তদা (তখন) [সঃ] (সেই জীব) স্থিতপ্রজ্ঞঃ ('স্থিতপ্রজ্ঞ' বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥৫৫॥

দুঃখেষু (শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না), সুখেষু (তত্তৎ বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও) বিগতস্পৃহঃ (যাঁহার তাহাতে স্পৃহা হয় না) [চ] (এবং) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত) মুনিঃ (আত্ম-মননশীল) [সঃ এব] (তিনিই) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥৫৬॥

যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সমস্ত জড় বিষয়ে) অনভিস্নেহঃ (ঔপাধিক স্নেহশূন্য) তত্তৎ (সেই সেই) শুভাশুভম্ (সম্মান-ভোজনাদি বা অনাদর-প্রহরাদি) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) ন অভিনন্দতি (প্রশংসা করেন না) ন দ্বেষ্টি (অভিসম্পাতও করেন না) তস্য (তাঁহারই) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (সমাধিতে অবস্থিত অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥৫৭॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! যখন জীব মনোগত কাম সমূহ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাহৃত মনে আনন্দস্বরূপ আত্ম-দর্শনে পরিতৃপ্ত হন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হইয়া থাকে ॥৫৫॥

যিনি আধ্যাত্মিকাদি সমুদ্ভূত দুঃখাদিতে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখাদিতেও স্পৃহাহীন, যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত তিনিই স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞ ॥৫৬॥

যিনি সর্ব্বত্র মায়িক স্নেহশূন্য; জড়ীয় শুভাশুভ প্রাপ্তিতে অনুরাগ বা বিদ্বেষহীন, তাঁহারই প্রজ্ঞা সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত ॥৫৭॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥

যদা চ (যখন) অয়ং (এই যোগী) কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব (যেমন কচ্ছপ অঙ্গসমূহ প্রত্যাহৃত করে), [তদ্রূপ] ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় শব্দাদি হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (কর্ণাদিকে) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বতোভাবে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন) [তদা] (তখন) তস্য (তাঁহারই) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥৫৮॥

নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-অগ্রহণকারী) দেহিনঃ (দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির) বিষয়াঃ (বিষয় সকল) বিনিবর্ত্তন্তে (উপবাসাদি হেতু নিবৃত্ত হয় বটে) [কিন্তু] রসবর্জ্জং (তাহা কেবল বাহ্য ত্যাগ মাত্র, বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না)। রসঃ অপি (বিষয় পিপাসাও) অস্য (এই স্থিতপ্রজ্ঞের) [তু] (কিন্তু) পরং (পরমাত্মাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥৫৯॥

কচ্ছপ যেমন স্বীয় অঙ্গ সমূহ স্বেচ্ছানুসারে দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করে, সেইরূপ ইনি যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥৫৮॥

বাহ্যতঃ বিষয়বর্জ্জনকারী দেহিগণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি দূরে থাকিলেও অন্তরের বিষয় পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হওয়ায়, তাঁহার আভ্যন্তরীণ বিষয়াসক্তি স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৫৯॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

[হে] কৌন্তেয় (হে অর্জ্জুন!) হি (যেহেতু) যততঃ (মোক্ষার্থে যত্নবান্) বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি (বিবেকী ব্যক্তিরও) প্রমাথীনি (মনের ক্ষোভকারী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সকল) প্রসভং (বল পূর্ব্বক) মনঃ (মনকে) হরন্তি (হরণ করে) ॥৬০॥

তানি সর্ব্বাণি (সেই সকল ইন্দ্রিয়কে) সংযম্য (সংযত করিয়া) মৎপরঃ (ভগবন্নিষ্ঠ) [সন্] (হইয়া) যুক্তঃ আসীত (একাগ্রচিত্তে থাকা উচিত)। হি (যেহেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সকল) বশে (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥৬১॥

বিষয়ান্ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (পুরুষের) তেষু (ঐ সকল বিষয়ে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (জন্মে), সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (অভিলাষ) সংজায়তে (সমুৎপন্ন হয়), কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (উপস্থিত হয়) ॥৬২॥

হে কৌন্তেয়! মনঃক্ষোভকর ইন্দ্রিয় সকল মোক্ষার্থ যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মন বলপূর্ব্বক হরণ করে (কিন্তু আমাতে আকৃষ্ট চিত্তের সে সম্ভাবনা নাই) ॥৬০॥

ভক্তিযোগী আমার প্রতি উত্তমা ভক্তি আচরণ করতঃ ইন্দ্রিয় সকলকে যথাস্থানে নিয়ন্ত্রিত করেন। ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥৬১॥

পক্ষান্তরে ভক্তিশূন্য বৈরাগ্য মার্গের বৈরাগ্য চেষ্টায় যে সময় পুরুষের বিষয়ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাব) ভবতি (উপস্থিত হয়), সম্মোহাৎ (সম্মোহ হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (শাস্ত্রোপদিষ্ট নিজ স্বার্থের বিস্মৃতি) [ভবতি] (হয়)। স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিভ্রষ্ট হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (সদ্ব্যবসায়ের নাশ) বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধি নাশ হইতে) [পুমান্] (মনুষ্য) প্রণশ্যতি (সংসার কূপে পতিত হয়) ॥৬৩॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (আসক্তি ও বিদ্বেষ শূন্য) আত্মবশ্যৈঃ (আত্ম-বশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয় সকল) চরন্ (গ্রহণ করিয়াও), বিধেয়াত্মা (বচনানুরূপ কার্য্যকারী) তু (কিন্তু) প্রসাদম্ (চিত্ত-প্রসন্নতা) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥৬৪॥

অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে। সঙ্গ হইতে কামনা সঞ্জাত হয়, এবং কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥৬২॥

ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ প্রবল হইলে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ হয় ॥৬৩॥

কিন্তু যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনকারী রাগদ্বেষ ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জড়বিষয় গ্রহণ করিয়াও চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন ॥৬৪॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥

প্রসাদে [সতি] (চিত্ত প্রসাদ লাভ হইলে) অস্য (ইহার অর্থাৎ নিগৃহীত-চিত্ত ব্যক্তির) সর্ব্বদুঃখানাং (আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখের) হানিঃ (অবসান) উপজায়তে (হয়), হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (প্রসন্ন-চিত্ত পুরুষের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আশু (শীঘ্রই) পর্য্যবতিষ্ঠতে (স্বাভীষ্টের প্রতি সর্ব্বতোভাবে স্থির হইয়া থাকে) ॥৬৫॥

অযুক্তস্য (অবশীকৃত-চিত্তের) বুদ্ধিঃ (আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা) ন অস্তি (নাই), অযুক্তস্য (তাদৃশ প্রজ্ঞা রহিতের) ভাবনা চ (পরমেশ্বর ধ্যানও) ন [অস্তি] (নাই), অভাবয়তঃ (অকৃতধ্যান ব্যক্তির) শান্তিঃ চ (শান্তিও) ন [অস্তি] (নাই), অশান্তস্য (শান্তি রহিত ব্যক্তির) সুখম্ (সুখ) কুতঃ (কোথায়? অর্থাৎ সুখও নাই) ॥৬৬॥

হি (যেহেতু) বায়ুঃ (প্রতিকূল বায়ু) অম্ভসি (সমুদ্রে) নাবম্ ইব (যেমন নৌকাকে) [হরতি] (বিচালিত করে), [তদ্বৎ] (সেইরূপ) চরতাং (স্ব স্ব বিষয়ে বিচরণকারী) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) যৎ (যে একটী ইন্দ্রিয়) মনঃ (মনকে) অনুবিধীয়তে (অনুগমন করে) তৎ (সেই

চিত্ত প্রসাদ লাভ হইলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ হয়। প্রসন্ন-চেতার বুদ্ধি শীঘ্রই স্বীয় অভীষ্টের প্রতি সর্ব্বতোভাবে স্থিরা হয়। অতএব ভক্তিদ্বারাই চিত্ত প্রসাদ সম্ভব ॥৬৫॥

অজিতেন্দ্রিয়ের বিচার শক্তি নাই, ভাবধারাও অর্থশূন্য; শুদ্ধভাবধারাশূন্য ব্যক্তির শান্তি লাভ হয় না। অশান্ত ব্যক্তির পরম সুখ লাভের আশা কোথায়? ॥৬৬॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

একটী ইন্দ্রিয়ই) অস্য (এই মনের বা অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের) প্রজ্ঞাং (বুদ্ধিকে) হরতি (হরণ করে অর্থাৎ বিষয়ে আকৃষ্ট করে) ॥৬৭॥

[হে] মহাবাহো (হে শত্রু নিগ্রহকারী!) তস্মাৎ (সেই হেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিগৃহীত হইয়াছে), তস্য (তাঁহারই) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে) ॥৬৮॥

সর্ব্বভূতানাং যা নিশা (বুদ্ধি দুই প্রকার—আত্ম-প্রবণা ও বিষয়-প্রবণা—যে আত্ম-প্রবণা বুদ্ধি সর্ব্বভূতের নিশা স্বরূপ, জড়মুগ্ধ জীব-সকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহাতে প্রাপ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারে না)। তস্যাং (সকল প্রাণীর আত্ম-প্রবণ বুদ্ধিরূপ রাত্রিতে) সংযমী (স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি) জাগর্ত্তি (জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে

যেহেতু সমুদ্রস্থিত নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যেরূপ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে, সেইরূপ বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ-ধাবনকারী মনও অযুক্ত পুরুষের প্রজ্ঞাকে হরণ করে ॥৬৭॥

অতএব, হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয় সকল যুক্তবৈরাগ্য দ্বারা বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত জানিবে ॥৬৮॥

জড়মুগ্ধ জীবের আত্মনিষ্ঠ-বুদ্ধিরূপ নিশাতে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দ সাক্ষাৎ অনুভব করেন; পক্ষান্তরে যে বিষয়-প্রবণ বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীবগণ জাগ্রত

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

সাক্ষাৎ অনুভব করেন)। যস্যাং (যে বিষয়-প্রবণা বুদ্ধিতে) ভূতানি (সর্ব্বপ্রাণী) জাগ্রতি (জাগ্রত থাকে অর্থাৎ বিষয়নিষ্ঠ সুখ-দুঃখ, শোক-মোহাদি অনুভব করে), সা (সেই বিষয়-প্রবণা বুদ্ধিই) পশ্যতঃ (সংসারী-লোকের বিষয়নিষ্ঠতার পরিণামদর্শী) মুনেঃ (স্থিতপ্রজ্ঞের) নিশা (রাত্রি অর্থাৎ বিষয়নিষ্ঠ সুখ-দুঃখাদিতে তিনি উদাসীন থাকেন) ॥৬৯॥

আপূর্য্যমাণম্ (নানা নদ-নদী দ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইলেও) অচল-প্রতিষ্ঠং (অচলভাবে অবস্থিত) সমুদ্রম্ (সমুদ্র মধ্যে) যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (অন্য বর্ষার জলরাশি) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে, কিন্তু তাহার বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না)। তদ্বৎ (তদ্রূপ) সর্ব্বে কামাঃ (সমস্ত ভোগ্য বিষয়) যং প্রবিশন্তি (ভোগার্থ যে মুনির নিকট আসে, কিন্তু তাঁহার চিত্তের ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না); সঃ (তিনিই) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন)। [তু] (কিন্তু) কাম-কামী (ভোগ-কামনাশীল ব্যক্তি) ন [আপ্নোতি] (সেই শান্তি প্রাপ্ত হয় না) ॥৭০॥

থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞের তাহা রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। স্থিতপ্রজ্ঞ জড়ে উদাসীন কিন্তু চিদ্‌বিলাসী, আর সাধারণ জীব জড়বিলাসী কিন্তু চিদানন্দহীন। (ইহাই ভাবার্থ) ॥৬৯॥

যেমন বহু নদনদী স্বয়ং পরিপূর্ণ ও গম্ভীর সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয় কিন্তু ক্ষোভিত করিতে পারে না, তদ্রূপ কাম্য বিষয়সমূহ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় কিন্তু ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না। অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন। কিন্তু কামকামী কখনই শান্তি পায় না ॥৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

যঃ পুমান্ (যে ব্যক্তি) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনা) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) নিস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ নির্ম্মমঃ (স্বদেহ এবং দেহ সম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্রাদিতে অহংতা ও মমতাশূন্য হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (তিনিই) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥৭১॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রাপিকা জ্ঞাননিষ্ঠা বলে) এনাং প্রাপ্য (ইহাকে প্রাপ্ত হইলে) [নরঃ] (মানব) ন বিমুহ্যতি (পুনরায় সংসার-মোহ প্রাপ্ত হয় না), অন্তকালে অপি (মৃত্যু সময়েও) অস্যাং (এই ব্রাহ্মী নিষ্ঠাতে) স্থিত্বা (অবস্থিত হইয়া) ব্রহ্ম-নির্ব্বাণম্ (ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ জড় মুক্তি) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥৭২॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

যিনি ভোগবাসনাসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল বিষয়ে অনাসক্ত, অহঙ্কারশূন্য ও মমতাহীনভাবে অর্থাৎ পরতত্ত্ব সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তি লাভ করেন ॥৭১॥

হে পার্থ! ইহাকে ব্রাহ্মীস্থিতি কহে। ইহা লাভ করিলে আর সংসার মোহ প্রাপ্ত হইতে হয় না। মৃত্যুকালেও এই অবস্থা ক্ষণকাল লাভ করিলে চিন্ময়ধাম লব্ধ হয় ॥৭২॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মযোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥১॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) [হে] কেশব (হে কেশব!) কর্ম্মণঃ (রাজসিক ও সাত্ত্বিক কর্ম্ম অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (সাত্ত্বিক জ্ঞান) জ্যায়সী চেৎ (যদি শ্রেষ্ঠ বলিয়া) তে (তোমার) মতা (অভিমত হয়) তৎ কিং (তবে কেন) ঘোরে কর্ম্মণি (যুদ্ধরূপ ভয়ানক কর্ম্মে) মাং (আমাকে) নিযোজয়সি (নিযুক্ত করিতেছ?) ॥১॥

ব্যামিশ্রেণ ইব (কোন স্থলে কর্ম্মের, কোন স্থলে জ্ঞানের প্রশংসারূপ নানাবিধ অর্থমিশ্রিত) বাক্যেন (বাক্যের দ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (বিমোহিতপ্রায় করিতেছ) তৎ (সুতরাং) একং (উভয়ের মধ্যে একটীকে) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া) বদ (বল) যেন (যাহার দ্বারা) অহম্ (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াম্ (লাভ করিতে পারি) ॥২॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে জনার্দ্দন! হে কেশব! সাত্ত্বিক ও রাজসিক কর্ম্ম অপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার মনে হয়, তবে কিজন্য আমাকে যুদ্ধরূপ হিংসাত্মক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ? ॥১॥

কোন স্থলে কর্ম্মের, কোন স্থলে জ্ঞানের প্রশংসারূপ নানাবিধ অর্থমিশ্রিত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধিকে সন্দেহযুক্ত করিতেছ। অতএব এই উভয়ের মধ্যে একটীকে নিশ্চয়

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) [হে] অনঘ (হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন!) অস্মিন্ লোকে (এই জগতে) দ্বিবিধা (দুই প্রকার) নিষ্ঠা (নিষ্ঠার কথা) ময়া (মৎ কর্ত্তৃক) পুরা (পূর্ব্ব অধ্যায়ে) প্রোক্তা (উক্ত হইয়াছে)। সাংখ্যানাং (চিদনুভবযুক্ত জ্ঞানিগণের) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (জড়ানুভবপ্রধান সাধকদিগের) কর্ম্মযোগেন (ঈশ্বরে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা) [নিষ্ঠা স্থাপিতা] (মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে) ॥৩॥

পুরুষঃ (পুরুষ) কর্ম্মণাম্ (শাস্ত্রীয় কর্ম্মের) অনারম্ভাৎ (অনুষ্ঠান না করিয়া) নৈষ্কর্ম্ম্যং (কর্ম্মাতীত চৈতন্যাবস্থা) ন অশ্নুতে (লাভ করিতে পারে না)। সন্ন্যনাৎ এব চ (কেবল শাস্ত্রীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না) ॥৪॥

করিয়া উপদেশ কর, যাহার আশ্রয়ে আমি মঙ্গল লাভ করিতে পারি ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অনঘ! ইহলোকে যে দুইপ্রকার নিষ্ঠার বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমি বর্ণন করিয়াছি। উহাতে চিদনুভবযুক্ত জ্ঞানিদিগের জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং জড়ানুভব প্রধান সাধকগণের ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগদ্বারা মাত্র ভক্তিযোগ সাধনের (নিম্ন) সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছি। বস্তুতঃ ভক্তিভূমি লাভ করিবার সোপান একই। আরোহিদিগের অবস্থাক্রমে নিষ্ঠাই কেবল দুই প্রকার হয় ॥৩॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

জাতু (কদাচিৎ) ক্ষণমপি (ক্ষণকালও) কশ্চিৎ (কেহ) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না)। সর্ব্বঃ হি (সমস্ত জীবই) প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণ সমূহ দ্বারা) অবশঃ [সন্] (অস্বতন্ত্র হইয়া) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) ॥৫॥

যঃ (যে ব্যক্তি) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনসা (মনে মনে) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়-গুলিকে) স্মরন্ আস্তে (স্মরণ পূর্ব্বক অবস্থান করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) বিমূঢ়াত্মা (মূঢ়চিত্ত) মিথ্যাচারঃ (কপটাচার বা দাম্ভিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥৬॥

পুরুষ শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়া কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? ॥৪॥

কেহ কখনও কোন কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না, প্রকৃতিসিদ্ধ গুণের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে বাধ্য হইয়া সকলেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত পুরুষের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চিত্তশোধক কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে ॥৫॥

যে ব্যক্তি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে বাহিরে সংযত করিয়া ও মনে মনে সেই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করে—সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বলিয়া জানিবে ॥৬॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮॥

[হে] অর্জ্জুন (হে ধনঞ্জয়!) যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সমূহকে) নিয়ম্য (সংযত করিয়া) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা) কর্ম্মযোগম্ (শাস্ত্রীয় কর্ম্মযোগ) আরভতে (আরম্ভ করেন), অসক্তঃ (অফলাকাঙ্ক্ষী) সঃ (সেই ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (মিথ্যা-চারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট) ॥৭॥

ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম্ম (সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য-কর্ম্ম) কুরু (কর) হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা) কর্ম্ম (কর্ম্মানুষ্ঠান) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। অকর্ম্মণঃ চ (কর্ম্ম ত্যাগ করিলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রাপি (দেহ যাত্রাও) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্ব্বাহ হইবে না) ॥৮॥

হে অর্জ্জুন! যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের দ্বারা গৃহস্থধর্ম্মে অনাসক্তরূপে কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত "মিথ্যাচারী" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥৭॥

তুমি সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম করিতে থাক, যেহেতু কর্ম্মত্যাগ দ্বারা যখন শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না, তখন অনধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইলে জ্ঞানভূমি অতিক্রম করতঃ নির্গুণ-ভক্তি লাভ করিবে ॥৮॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

[হে] কৌন্তেয় (হে অর্জ্জুন!) যজ্ঞার্থাৎ (বিষ্ণুতে অর্পিত নিষ্কাম ধর্ম্মের জন্য) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (কর্ম্ম ব্যতীত) অয়ং লোকঃ (এই জীবলোক) কর্ম্মবন্ধনঃ [ভবতি] (অন্য সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়)। [অতঃ] (অতএব) তদর্থং (সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে) মুক্তসঙ্গঃ [সন্] (আসক্তিরহিত হইয়া) কর্ম্ম সমাচর (কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান কর) ॥৯॥

পুরা (সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ (বিষ্ণুতে অর্পিত নিষ্কাম-ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণী প্রজা সকল) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন) অনেন (এই ধর্ম্মের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও), এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্ট ভোগপ্রদ) অস্তু (হউক) ॥১০॥

ভগবদর্পিত নিষ্কাম-ধর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। হে অর্জ্জুন! সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য যে সকল কর্ম্ম করা যায়, সে সমুদায়কেই 'কর্ম্মবন্ধন' অর্থাৎ সংসার বন্ধনের কারণ বলিয়া জানিবে। অতএব তুমি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে সমুদয় কর্ম্ম আচরণ কর। এবম্বিধ কর্ম্মই ভক্তিযোগের সাধকস্বরূপ হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করতঃ নির্গুণ ভক্তি লাভ করাইবে ॥৯॥

ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও, এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত কাম প্রদান করুন ॥১০॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) দেবান্ (দেবতাগণকে) [যূয়ং] (তোমরা) ভাবয়ত (প্রীতিযুক্ত কর) তে দেবাঃ অপি (সেই দেবতাগণও প্রীতিযুক্ত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু (অভীষ্ট ফলপ্রদান পূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত করুন) [এবং] (এইরূপে) পরস্পরং (পরস্পর পরস্পরকে) ভাবয়ন্তঃ (প্রীত করিলে) পরম্ শ্রেয়ঃ (পরম কল্যাণ) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে) ॥১১॥

দেবাঃ (বিরাট্ পুরুষ মদঙ্গভূত-দেবগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ [সন্তঃ] (যজ্ঞের দ্বারা প্রীত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ইষ্টান্ ভোগান্ (অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু) দাস্যন্তে (প্রদান করিবেন)। হি (অতএব) [বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ] (বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা) তৈঃ দত্তান্ (তাঁহাদের প্রদত্ত অন্নাদি বস্তুসকল) এভ্যঃ (সেই সকল মদাশ্রিত-দেবগণকে) [পঞ্চ যজ্ঞাদিভিঃ] (পঞ্চ যজ্ঞাদি দ্বারা) অপ্রদায় (প্রদান না করিয়া) যঃ (যিনি) ভুঙ্‌ক্তে (ভোজন করেন) সঃ (সেই ব্যক্তি) স্তেনঃ এব (চোরই) ॥১২॥

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে প্রীত কর, সেই সকল দেবতাগণও প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ফলপ্রদানে প্রীত করুন। পরস্পর এইরূপ প্রীতি সম্পাদন করিলে পরম-মঙ্গল লাভ করিবে ॥১১॥

আমার বহিরঙ্গভূত দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা প্রীত হইয়াই তোমাদের অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু সকল প্রদান করিয়া থাকেন। বৃষ্ট্যাদি দ্বারা তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্নাদি বস্তু সকল পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি দ্বারা মদাশ্রিত-দেবতাগণকে প্রদান না করিয়া যে

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজনকারী) সন্তঃ (সাধুগণ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (পঞ্চসূনাজনিত সমস্ত পাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)। যে তু (কিন্তু যাহারা) আত্মকারণাৎ (কেবল নিজের ভোজনের নিমিত্ত) পচন্তি (পাক করে) তে (সেই) পাপাঃ (পাপিষ্ঠগণ) অঘং [এব] (পাপই) ভুঞ্জতে (ভোজন করে) ॥১৩॥

অন্নাৎ (শুক্র শোণিতরূপে পরিণত অন্ন হইতে) ভূতানি (প্রাণী [দেহ] সকল) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টি হইতে) অন্ন-সম্ভবঃ (অন্নের উৎপত্তি হয়) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) পর্জ্জন্যঃ (বৃষ্টি) ভবতি (হয়) যজ্ঞঃ (এবং যজ্ঞ) কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়) ॥১৪॥

ব্যক্তি স্বয়ং ভোজন করে সে চোরই অর্থাৎ চোরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকে ॥১২॥

বৈশ্বদেবাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নাদি ভোজনকারী সাধুগণ পঞ্চসূনা (পঞ্চবিধ জীবহিংসা) জাত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা শুধু নিজের ভোজন নিমিত্ত পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করে ॥১৩॥

অন্ন হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয় ॥১৪॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭॥

কর্ম্ম (কর্ম্ম) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদ হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিবে), ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষর সমুদ্ভবম্ (অক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত), তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বগতং (সর্ব্বব্যাপক) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) যজ্ঞে (যজ্ঞে) নিত্যং (সর্ব্বদা) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছেন) ॥১৫॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যে কর্ম্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারী মানব) এবং (এইরূপে) [পরমপুরুষেণ] (পরম পুরুষ ভগবান্ কর্ত্তৃক) প্রবর্ত্তিতং (কার্য্যকারণভাবে প্রবর্ত্তিত) চক্রং (চক্রকে) ইহ (এই জীবনে) ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুবর্ত্তন করে না) সঃ (সেই) অঘায়ুঃ (পাপপূর্ণ জীবন) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ) মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ॥১৬॥

তু (কিন্তু) যঃ মানবঃ (যে মানব) আত্মরতিঃ (আত্মাতেই প্রীতি বিশিষ্ট) আত্মতৃপ্তঃ এব চ (ও আত্মাতেই তৃপ্ত) আত্মনি এব চ (এবং

ব্রহ্ম (বেদ) হইতে কর্ম্ম উদ্ভূত এবং ঐ বেদ অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে উৎপন্ন, সুতরাং সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ অচ্যুত যজ্ঞে নিত্যকালই প্রতিষ্ঠিত ॥১৫॥

হে অর্জ্জুন! যে কর্ম্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারী মনুষ্য এই-রূপে পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক কার্য্যকারণ ভাবে প্রবর্ত্তিত এই চক্রের (নিয়মের) প্রবর্ত্তন করে না, সেই পাপ-পূর্ণ-জীবন, ইন্দ্রিয়াসক্ত মানব বৃথাই জীবন ধারণ করে ॥১৬॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥১৯॥

আত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ (সম্যক্ তুষ্ট) স্যাৎ (থাকেন), তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (করণীয়) ন বিদ্যতে (কিছুই নাই) ॥১৭॥

ইহ (এ জগতে) তস্য (সেই আত্মারাম পুরুষের) কৃতেন (কৃতকর্ম্ম দ্বারা) অর্থঃ ন এব (পুণ্য হয় না) অকৃতেন (কর্ম্মের অকরণ হেতু) কশ্চন [অনর্থঃ] ন (কোনও পাপ হয় না), অস্য সর্ব্বভূতেষু চ (এবং এই ব্যক্তির নিখিল প্রাণীগণের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহই) অর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ (স্ব-প্রয়োজনে আশ্রয়নীয়) ন [ভবতি] (হয় না) ॥১৮॥

তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ [সন্] (ফলাসক্তি রহিত হইয়া) সততং (সর্ব্বদা) কার্য্যং কর্ম্ম (বিহিত কর্ম্ম) সমাচর (সম্যক্ আচরণ কর), হি (যেহেতু) অসক্তঃ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম্ম আচরন্ (কর্ম্ম করিলে)

কিন্তু যে মানব আত্মাতেই প্রীতিবিশিষ্ট ও আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সম্যক্ তুষ্ট থাকেন, তাঁহার করণীয়রূপে কোন কার্য্য নাই, কেবল মাত্র শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥১৭॥

ইহলোকে সেই আত্মারাম পুরুষের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের জন্য কোনও পুণ্য সঞ্চয় হয় না, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অননুষ্ঠান জন্য কোন পাপও উৎপন্ন হয় না। আব্রহ্ম-স্থাবর পর্য্যন্ত ভূত সকলের মধ্যে এই ব্যক্তির স্বপ্রয়োজনে কেহই আশ্রয়নীয় হন না ॥১৮॥

অতএব ফলাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত-

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥

পূরুষঃ (পুরুষ) পরম্ (অর্থাৎ পরমভক্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন) ॥১৯॥

জনকাদয়ঃ (জনকাদি জ্ঞানিগণ) কর্ম্মণা এব (কর্ম্মের দ্বারাই) হি (নিশ্চিত) সংসিদ্ধিম্ (ভক্তিরূপ সম্যক্ সিদ্ধি) আস্থিতাঃ (লাভ করিয়াছিলেন)। লোকসংগ্রহম্ অপি সংপশ্যন্ এব (লোকে শিক্ষা গ্রহণ করিবে এইরূপ বিবেচনায়ও) [কর্ম্ম] (কর্ম্ম) কর্ত্তুম্ (করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥২০॥

শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন) ইতরঃ জনঃ (সাধারণ ব্যক্তি) তৎ তৎ এব (সেই সেই কর্ম্মই) [আচরতি] (আচরণ করে), সঃ (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহাকে) প্রমাণং (প্রমাণ বলিয়া) কুরুতে (স্বীকার করেন্) লোকঃ (সাধারণ লোকও) তৎ (তাহাই) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে) ॥২১॥

ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম সকলের চরম পরিপাকাবস্থায় যে পরমাভক্তি জন্মে তাহাই মোক্ষ ॥১৯॥

জনক প্রভৃতি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণও কর্ম্মের দ্বারাই ভক্তিরূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব লোকশিক্ষার্থ তোমার কর্ম্ম করা উচিত ॥২০॥

শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোক-সকল তাহারই অনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, সাধারণ লোকও তাহাতেই অনুবর্ত্তী হয় ॥২১॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

হে পার্থ (হে অর্জ্জুন!) ত্রিষু লোকেষু (ত্রিজগতে) মে (আমার) কিঞ্চন (কোন) কর্ত্তব্যং নাস্তি (করণীয় নাই) [যতঃ] (যেহেতু) [মম] (আমার) অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (বা প্রাপ্য) [কিঞ্চন নাস্তি] (কিছুই নাই) [তথাপি] কর্ম্মণি (কর্ম্মে) বর্ত্তে এব চ (প্রবর্ত্তমান রহিয়াছি) ॥২২॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) যদি জাতু (যদি কখনও) অতন্দ্রিতঃ [সন্] (অবহিত হইয়া) অহম্ (আমি) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) ন বর্ত্তয়ং (প্রবৃত্ত না হই), [তর্হি] (তবে) হি (নিশ্চয়ই) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বথা) মম (আমার) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করিবে) ॥২৩॥

চেৎ (যদি) অহম্ (আমি) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন কুর্য্যাম্ (না করি) [তর্হি] (তবে) ইমে লোকাঃ (এই সমস্ত লোকই) [কর্ম্ম ত্যক্ত্বা] (কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক) উৎসীদেয়ুঃ (বিনষ্ট হইবে), চ (এবং) [অহং] (আমি) সঙ্করস্য

হে অর্জ্জুন! আমি পরমেশ্বর এই ত্রিলোক মধ্যে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত বা পাইবার যোগ্য কিছুমাত্র বস্তু নাই; তথাপি আমি নিজে কর্ম্মাচরণ করিতেছি ॥২২॥

হে অর্জ্জুন! কখনও যদি আমি অবহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে আমার অনুবর্ত্তী হইয়া সকল মনুষ্যই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ॥২৩॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥

(বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা (কর্ত্তা) স্যাম্ (হইব), [এবং অহমেব] (এইরূপে আমিই) ইমাঃ প্রজাঃ (এই সমস্ত প্রজাকে) উপহন্যাম্ (বিনাশ করিব) ॥২৪॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) কর্ম্মণি সক্তাঃ (কর্ম্মে আসক্ত) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞগণ) যথা (যেরূপ) [কর্ম্মাণি] কুর্ব্বন্তি (কর্ম্ম করিয়া থাকে) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) অসক্তঃ (আসক্তি রহিত) [সন্] (হইয়া) লোকসংগ্রহম্ (লোক সংগ্রহ) চিকীর্ষুঃ (করিতে ইচ্ছুক হইয়া) তথা (সেইরূপ কর্ম্ম) কুর্য্যাৎ (করিবেন) ॥২৫॥

বিদ্বান্ (জ্ঞানযোগের উপদেশক) কর্ম্মসঙ্গিনাম্ (কর্ম্মে আসক্ত চিত্ত) অজ্ঞানাম্ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণের) বুদ্ধিভেদং ('কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস কর' এইরূপ বুদ্ধিভেদ) ন জনয়েৎ (জন্মাইবে না)। [অপি তু] (অথচ) যুক্তঃ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) সমাচরন্

যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে আমার দৃষ্টান্তে এই সমস্ত লোকই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উৎসন্ন হইবে এবং আমি বর্ণ-সঙ্করের প্রবর্ত্তক হইব, এইরূপে আমিই এই সমস্ত প্রজাকে বিনষ্ট করিব ॥২৪॥

হে অর্জ্জুন! কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞগণ যেরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণও কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মাধি-কারিদিগের স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মাচরণ করিবেন, অর্থাৎ উভয়ের কর্ম্মের প্রকার পৃথক্ নয়, আসক্তি ও অনাসক্তিরূপ নিষ্ঠাই পৃথক্ জানিবে ॥২৫॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥
তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

(সম্যক্ আচরণ পূর্ব্বক) [অজ্ঞান্] (অজ্ঞগণকে) যোজয়েৎ (কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন) ॥২৬॥

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণৈঃ (কার্য্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকল) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হয়), [কিন্তু] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (দেহাদিতে অহং বুদ্ধি দ্বারা বিমূঢ় চিত্ত ব্যক্তি) অহং কর্ত্তা (আমিই কর্ত্তা) ইতি (এইরূপ) মন্যতে (মনে করে) ॥২৭॥

[হে] মহাবাহো (হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণ বিভাগ ও তদীয় কার্য্যের যে বিভাগ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এইসকল গুণ ভেদ এবং তাহাদের কার্য্য দেবতা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ কার্য্যভেদের) তত্ত্ববিৎ (স্বরূপ যিনি জানেন), [সঃ] (তিনি) তু (কিন্তু) গুণাঃ (দেবতা

জ্ঞানযোগের উপদেষ্টা কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞগণের 'কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস কর' এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। উপরন্তু নিজে সমাহিত চিত্তে নিষ্কাম কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অজ্ঞ লোকদিগকেও (সেই ভাবে) কর্ম্মেই নিযুক্ত রাখিবেন ॥২৬॥

কার্য্য সমূহ সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির গুণের (কার্য্যের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু দেহাদিতে অহং বুদ্ধি দ্বারা বিমুগ্ধচিত্ত মানব 'আমিই উহা সম্পন্ন করিতেছি' মনে করে ॥২৭॥

হে মহাবীর অর্জ্জুন! গুণের বিভাগ ও তদীয় কার্য্যের বিভাগ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়, এবং দেবতা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ কার্য্য সমূহের তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন,

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

কর্ত্তৃক প্রেরিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) গুণেষু (রূপাদি স্ব স্ব বিষয়ে) বর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত হয়) ইতি (ইহা) মত্বা (মনে করিয়া) ন সজ্জতে (তাহাতে আসক্ত হন না) ॥২৮॥

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণসংমূঢ়াঃ (গুণ সমূহ দ্বারা ভূতাবিষ্টের ন্যায় আবিষ্ট জীবগণ) গুণকর্ম্মসু (গুণ কার্য্য বিষয় সমূহে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়); তান্ (সেই সকল) অকৃৎস্নবিদঃ (অসর্ব্বজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দবুদ্ধি-গণকে) কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি) ন বিচালয়েৎ (আত্ম-অনাত্ম বিচার গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিবেন না) [কিন্তু গুণাবেশ-নিবর্ত্তকং নিষ্কাম কর্ম্মৈব কারয়েৎ] (কিন্তু গুণাবেশ নিবর্ত্তক নিষ্কাম কর্ম্মই করাইবেন) ॥২৯॥

অধ্যাত্মচেতসা (আত্মস্বরূপনিষ্ঠ চিত্তে) ময়ি (আমাতে) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) নিরাশীঃ (নিষ্কাম), নির্ম্মমঃ (সর্ব্বত্র মমতাশূন্য) বিগতজ্বরঃ [চ] (ও খেদ রহিত) ভূত্বা (হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥৩০॥

তিনি কিন্তু ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাকর্ত্তৃক প্রেরিত চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণই রূপাদি স্ব স্ব গ্রাহ্যবিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে —এইরূপ মনে করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না ॥২৮॥

প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা ভূতাবিষ্ট মানুষের মত সম্যক্‌রূপে মুগ্ধ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়ক কর্ম্মসমূহে আসক্ত হয়। সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি সেইসকল অজ্ঞ মন্দমতিগণকে (অনধিকারি-গণকে) তত্ত্ববিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচলিত করিবেন না। গুণা-বেশ নিবর্ত্তক নিষ্কাম কর্ম্মেরই উপদেশ দান করিবেন ॥২৯॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

যে (যে সকল) মানবাঃ (মনুষ্য) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূয়ন্তঃ (ও অসূয়া রহিত হইয়া) মে (আমার) ইদং (এই) মতম্ (অভিমত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের) নিত্যম্ (সর্ব্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করেন) তে অপি (তাঁহারাও) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্ম বন্ধন হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন) ॥৩১॥

যে তু (পরন্তু যাহারা) মে এতৎ মতম্ (আমার এই উপদেশ) অভ্যসূয়ন্তঃ (অসূয়াবশতঃ) ন অনুতিষ্ঠন্তি (পালন করে না) তান্ (তাহা-দিগকে) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সমস্ত জ্ঞানে বঞ্চিত), নষ্টান্ (পুরুষার্থ বিভ্রষ্ট) অচেতসঃ (ও নির্ব্বোধ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥৩২॥

সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক 'অন্তর্যামীর অধীনে আমি কর্ম্ম করিতেছি' এইরূপ বুদ্ধিতে নিষ্কাম, মমতাশূন্য ও শোকরহিত হইয়া (স্বধর্ম্মরূপ) যুদ্ধ অবলম্বন কর ॥৩০॥

যে সকল মানব শ্রদ্ধালু ও দোষদৃষ্টি-রহিত হইয়া আমার অভিমত এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সতত অনুবর্ত্তন করেন—কর্ম্ম করিয়াও তাঁহারা সেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥৩১॥

আর যাহারা অসূয়া পরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুবর্ত্তন করে না, সেই বিবেক শূন্য জনগণকে সর্ব্ববিধজ্ঞানে বিমূঢ় ও বিনাশপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে ॥৩২॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানী ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ (স্বীয় প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য্য করে), ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিং যান্তি (তাদৃশ চেষ্টার ফলে তাদৃশ স্বভাবের অধীন হয়) নিগ্রহঃ (শাস্ত্রকৃত বা রাজকৃত দণ্ড) [তেষাং] (তাহাদের) কিং করিষ্যতি (কি করিবে) ॥৩৩॥

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের) অর্থে (স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (আসক্তি ও দ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (বিশেষভাবে অবস্থিত)। [তথাপি] তয়োঃ (সেই রাগদ্বেষের) বশং ন আগচ্ছেৎ (বশীভূত হইবে না)। হি (যেহেতু) তৌ (সেই রাগ ও দ্বেষ) অস্য (সাধকের) পরিপন্থিনৌ (বিরোধী) ॥৩৪॥

স্বনুষ্ঠিতাৎ (নির্দ্দোষভাবে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম অপেক্ষা) বিগুণঃ (কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত) স্বধর্ম্মঃ (স্বকীয় ধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বধর্ম্মে (স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মে) নিধনং (মরণও) শ্রেয়ঃ (ভাল) পরধর্ম্মঃ (পরধর্ম্ম) ভয়াবহঃ (তদপেক্ষা ভয়ানক) ॥৩৫॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অর্থাৎ দুঃস্বভাবের অনুরূপ চেষ্টা করে। সুতরাং জীবগণ তাদৃশ চেষ্টার ফলে নিজে তাদৃশ স্বভাবের অধীন হইয়া পড়ে। শাস্ত্রকৃত বা রাজকৃত দণ্ডের ভয় তখন তাহাদিগকে রোধ করিতে পারে না ॥৩৩॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণেরই নিজ নিজ গ্রহণীয় বস্তুতে অনুরাগ ও বিরাগ বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহা হইলেও এই রাগ বা দ্বেষের কখনও বশবর্ত্তী হইবে না, যেহেতু এই বিষয়ানুরাগ বা বিষয় বিরাগ সাধক ব্যক্তির পরম শত্রু বলিয়া জানিবে। (ইহাতে ভক্তি বিষয়ক রাগ বা বিরাগ লক্ষ্যীভূত নহে) ॥৩৪॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণি-বংশাবতংস!) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না করিলেও) অথ কেন প্রযুক্তঃ [সন্] (কাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া) অয়ং পূরুষঃ (এই জীব) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিয়োজিত হইয়াই) পাপং (পাপ) চরতি (আচরণ করে) ॥৩৬॥

নির্দ্দোষভাবে আচরিত অন্যের ধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গ-হীন স্বীয় ধর্ম্মাচরণ ভাল। স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মে বর্ত্ত-মান থাকিয়া নিধনপ্রাপ্ত হওয়া মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে; যেহেতু পরধর্ম্ম আচরণ ভয়াবহ জানিবে। (অধোক্ষজে ভক্তি সর্ব্ব-জীবের নিত্য স্বাভাবিক পরমধর্ম্ম হওয়ায়, ইহা বাহ্যিক স্বদুরাচারযুক্ত হইলেও মায়িক সত্ত্বাদি গুণাশ্রিত সদাচার সংস্কারযুক্ত অনাত্ম-ধর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ। সাধুসঙ্গে এই শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে করিতে দেহপাত হইলেও শ্রেয়ঃস্কর; যেহেতু অবিদ্যাশ্রিত সংস্কারের অনিশ্চয়তাপূর্ণ ঔপাধিক সদচার দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকায় ভয়াবহ।) ॥৩৫॥

অর্জ্জুন বলিলেন—হে বার্ষ্ণেয়! ইচ্ছা না করিলেও কাহার প্রেরণায় এই জীব বলপূর্ব্বক নিয়োজিতের মত বাধ্য হইয়া পাপকার্য্য আচরণ করিয়া থাকে? ॥৩৬॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) এষঃ কামঃ (এই বিষয়াভিলাষরূপ কামই) এষঃ ক্রোধঃ (ক্রোধরূপে পরিণত হয়) রজোগুণসমুদ্ভবঃ (কাম রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, এবং এই কাম হইতেই তামস ক্রোধ জন্মে), মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়) মহাপাপ্মা (ও অতি উগ্র) ইহ (এই জগতে) এনং (এই কামকেই) বৈরিণম্ (জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥৩৭॥

যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূম দ্বারা) আব্রিয়তে (আবৃত থাকে), যথা (যেমন) আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (ময়লার দ্বারা) [আব্রিয়তে] (আবৃত থাকে), যথা চ (এবং যেমন) উল্বেন (জরায়ু দ্বারা) গর্ভঃ (গর্ভ) আবৃতঃ (আবৃত থাকে), তথা (সেইরূপ) তেন (সেই কাম দ্বারা) ইদম্ (এই জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত থাকে) ॥৩৮॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—রজোগুণসমুদ্ভূত কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। 'কাম' বিষয়াভিলাষ স্বরূপ, ঐ কামই অবস্থাভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ হয়। এই কামের কিছুতেই পূর্ত্তি হয় না এবং সে অতিশয় উগ্র। এই জগতে উক্ত কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে ॥৩৭॥

যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি কিঞ্চিৎ আবৃত থাকে, যেমন দর্পণ ময়লা দ্বারা গাঢ় আবৃত থাকে, এবং যেমন জরায়ু দ্বারা গর্ভস্থ জীব অতি গাঢ়ভাবে আবৃত থাকে—সেইরূপ এই কামের দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ রূপে (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাশ্রয়ে) জীবচৈতন্য আচ্ছন্ন রহিয়াছে ॥৩৮॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন!) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণেরও) নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) অনলেন চ (অনল সদৃশ) কামরূপেণ (কাম ও তন্মূল অজ্ঞান কর্ত্তৃক) জ্ঞানম্ (বিবেক জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হয়) ॥৩৯॥

অস্য (এই কামরূপ শত্রুর) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) মনঃ বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়স্থল বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়), এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (এই সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেক জ্ঞানকে) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) দেহিনম্ (জীবকে) বিমোহয়তি (বিমোহিত করে) ॥৪০॥

[হে] ভরতর্ষভ (হে ভরত শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমতঃ) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সকলকে) নিয়ম্য (বশীভূত

হে অর্জ্জুন! জ্ঞানীর চিরশত্রু—(ঘৃতাহুতি দ্বারা) দুষ্পূরণীয় অনল সদৃশ এই 'কাম' ও তন্মূল অজ্ঞান কর্ত্তৃক—বিবেক-জ্ঞান আবৃত হয় ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধিকে এই কামরূপ শত্রুর আশ্রয়-স্থল বলা হইয়াছে। ঐ কাম এই সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিবেক-জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া জীবকে বিমোহিত করে অর্থাৎ জড়বিষয়ে নিক্ষেপ করে ॥৪০॥

হে ভরতবংশাবতংস! অতএব তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে স্বীয় বশীভূত করিয়া শাস্ত্রীয় আত্মানাত্ম-বিবেকরূপ 'জ্ঞান' ও তৎসম্বন্ধীয় চিন্ময় অনুভব হইতে লব্ধ 'বিজ্ঞান' এই

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশক) পাপ্মানং (পাপরূপ) এনং (এই কামকে) হি (স্পষ্টতঃ) প্রজহি (বিনাশ কর) ॥৪১॥

[বিষয়েভ্যঃ] (জড় বিষয় হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) পরাণি (শ্রেষ্ঠ) [পণ্ডিতাঃ] (পণ্ডিতগণ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয় সকল হইতে) মনঃ (মনকে) পরং (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন অপেক্ষাও) বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি) পরা (শ্রেষ্ঠ)। যঃ তু (আর যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি অপেক্ষাও) পরতঃ (পরতর) সঃ (তিনিই জীবাত্মা) ॥৪২॥

[হে] মহাবাহো (হে মহাবীর অর্জ্জুন!) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ পরং (বুদ্ধি হইতে পৃথক্ জীবাত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মানম্ (মনকে)

উভয়ের ধ্বংসকারী পাপস্বরূপ এই কামকে প্রকাশ্যভাবে বিনাশ কর ॥৪১॥

পণ্ডিতগণ বলেন জড় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষাও নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আবার যিনি বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনিই সেই (জীবাত্মা) ॥৪২॥

আত্মনা (ঈদৃশ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা) সংস্তভ্য (স্থির করিয়া) দুরাসদম্ (দুর্জ্জয়) কামরূপং (কামরূপ) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (বিনাশ কর) ॥৪৩॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

হে মহাবীর অর্জ্জুন! এইরূপে বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ জীবাত্মাকে অবগত হইয়া ঈদৃশ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনষ্ট কর ॥৪৩॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥
এবং পরম্পরা-প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) অহম্ (আমি) অব্যয়ম্ (অব্যয়) ইমম্ (এই) যোগম্ (নিষ্কাম কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগের কথা) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) প্রোক্তবান্ (পুরাকালে বলিয়াছিলাম), বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (স্বীয় পুত্র বৈবস্বত মনুকে) প্রাহ (বলেন) মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥১॥

এবং (এইরূপে) পরম্পরা-প্রাপ্তম্ (পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত) ইমং (এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) 'বিদুঃ (অবগত হন), [হে] পরন্তপ (হে শত্রু দমন অর্জ্জুন!) সঃ যোগঃ (সেই জ্ঞান যোগ) মহতা কালেন (বহুকাল গত হওয়ায়) ইহ (বর্ত্তমানে) নষ্টঃ (নষ্টপ্রায় হইয়াছে) ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় নিষ্কাম-কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগের কথা বলিয়াছিলাম । সূর্য্য তাহাই নিজ পুত্র বৈবস্বত মনুকে বলেন, এবং মনুও তাহাই স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥১॥

হে পরন্তপ! এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ নিমি, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন । সেই যোগ অনেক কাল গত হওয়ায় আপাততঃ নষ্টপ্রায় হইয়াছে ॥২॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

[ত্বম্] (তুমি) মে (আমার) ভক্তঃ সখা চ অসি (ভক্ত ও সখা) ইতি [হেতোঃ] (এইজন্য) অয়ং সঃ এব (এই সেই) পুরাতনঃ (পুরাতন) যোগঃ (যোগ) অদ্য (আজ) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) তে (তোমার নিকট) প্রোক্তঃ (কথিত হইল), হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমম্ রহস্যম্ (অতি গোপনীয়) ॥৩॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) ভবতঃ (আপনার) জন্ম (জন্ম) অপরং (ইদানীন্তন) বিবস্বতঃ (স্থূর্য্যের) জন্ম (জন্ম) পরম্ (পূর্ব্বে হইয়াছে) [তস্মাৎ] (অতএব) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (পুরাকালে) [ইমং যোগং] (এই যোগ) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলে) ইতি (এই যে কথা) এতৎ (ইহা) [অহং] (আমি) কথম্ (কিরূপে) বিজানীয়াং (বুঝিতে পারি?) ॥৪॥

সেই সনাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম, যেহেতু তুমি আমার ভক্ত ও সখা, অতএব এই উত্তম যোগ অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও তোমাকে আমি উপদেশ করিলাম ॥৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন—বিবস্বান্ (স্থূর্য্য) পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তুমি ইদানীন্তন জন্মগ্রহণ করিয়াছ। সুতরাং তুমিই যে পূর্ব্বে স্থূর্য্যকে এই যোগ উপদেশ করিয়াছিলে এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [হে] পরন্তপ অর্জ্জুন (হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন!) মে তব চ (আমার ও তোমার) বহূনি (বহু) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (বিগত হইয়াছে); অহং (আমি) তানি (সেই) সর্ব্বাণি (সমস্তই) বেদ (অবগত আছি), ত্বং (তুমি কিন্তু) [তানি] (সে সকল) ন বেত্থ (জান না) ॥৫॥

[অহম্] (আমি) অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও) অব্যয়াত্মা (অনশ্বর শরীর) [সন্ অপি] (হইয়াও) ভূতানাম্ (প্রাণিগণের) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাম্ প্রকৃতিম্ (স্বকীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে) অধিষ্ঠায় (অধিষ্ঠান করিয়া) আত্মমায়য়া (যোগমায়া বিস্তারে) সম্ভবামি (দেব-মনুষ্য-তির্য্যক্ প্রভৃতি লোকে আবির্ভূত হই) ॥৬॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্ব হেতু আমি সে সমস্ত স্মরণ করিতে পারি। তুমি অণুচৈতন্য জীব, সে সব স্মরণ করিতে পার না ॥৫॥

আমি জন্ম-মৃত্যু-রহিত নিত্য-বিগ্রহ এবং সমস্ত জীবের নিয়ামক হইয়াও নিজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বেচ্ছায় যোগ-মায়া বিস্তার-পূর্ব্বক জগতে আবির্ভূত হই ॥৬॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) যদা যদা হি (যে যে সময়েই) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গ্লানিঃ (গ্লানি) অধর্ম্মস্য [চ] (এবং অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানম্ (প্রাদুর্ভাব) ভবতি (হয়), তদা (তখনই) আত্মানং (নিজের স্বরূপকে) অহম্ (আমি) সৃজামি (সৃষ্ট দেহের মত প্রদর্শন করাই) ॥৭॥

সাধূনাং (সাধুগণের) পরিত্রাণায় (পরিত্রাণের জন্য) [তথা] (এবং) দুষ্কৃতাম্ (দুষ্কৃতগণের) বিনাশায় (বিনাশের হেতু) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং মদীয় ধ্যান-যজন-পরিচর্য্যা-সঙ্কীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত) [অহং] (আমি) যুগে যুগে (প্রতি যুগে) সম্ভবামি (আবির্ভূত হই) ॥৮॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এইরূপ) দিব্যম্ (স্বেচ্ছাকৃত ও অপ্রাকৃত) জন্ম কর্ম্ম চ (জন্ম ও কর্ম্ম) তত্ত্বতঃ (পূর্ব্বোক্ত-মত তত্ত্ব বিচারক্রমে) বেত্তি (অবগত হন), সঃ (তিনি) দেহং (বর্ত্তমান

হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি সৃষ্ট দেহবৎ আত্মপ্রকাশ করি, অর্থাৎ আবির্ভূত হই ॥৭॥

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মকে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই ॥৮॥

হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থভাবে অবগত হন, তিনি নিজের এই বর্ত্তমান

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

দেহ) ত্যক্তা (ত্যাগ করিয়া) পুনঃ (পুনর্ব্বার) জন্ম (জন্ম) ন এতি (গ্রহণ করেন না), [কিন্তু] মাম্ এতি (আমাকে প্রাপ্ত হন) ॥৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (জড় বিষয়ে প্রীতি, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া) মন্ময়াঃ (আমার বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিবিষ্ট চিত্ত) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আম্যর আশ্রিত) বহবঃ (বহু ব্যক্তি) জ্ঞানতপসা (মদীয় জ্ঞানের ও মৎসম্বন্ধীয় তপস্যা দ্বারা) পূতাঃ [সন্তঃ] (নির্ম্মল হইয়া) মদ্ভাবম্ (আমাতে ভাব-ভক্তি) আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥১০॥

যে (যাহারা) যথা (যে প্রকারে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে), অহম্ (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথা এব (সেই প্রকারেই) ভজামি (ভজন ফল দান করি) । [হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) সর্ব্বশঃ

দেহটী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করেন না কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আমার চিচ্ছক্তি প্রকাশ-রূপ হ্লাদিনী-শক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন ॥৯॥

জড়বিষয়ে প্রীতি, ভয় ও ক্রোধশূন্য, আমার বিষয়ে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিবিষ্টচিত্ত ও আমারই আশ্রিত বহু ব্যক্তি মৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তপস্যায় বিশুদ্ধ হইয়া আমার পবিত্র প্রেমলাভ করিয়াছেন ॥১০॥

যে ব্যক্তি আমার প্রতি যেভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাহাকে সেইভাবেই ভজন করি । সকল মতেরই চরম

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া স্বষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

মনুষ্যাঃ (জ্ঞানি-কর্ম্মি-যোগি-দেবতান্তর-ভজনকারী সকল মনুষ্যই) মম বর্ত্ম (আমার পথের) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে) ॥১১॥

ইহ (এই মনুষ্য লোকে) কর্ম্মণাং (কর্ম্ম সমূহের) সিদ্ধিং (সাফল্য) কাঙ্ক্ষন্তঃ (কামনাকারী ব্যক্তিগণ) দেবতাঃ (ইন্দ্রাদি দেবতাগণের) যজন্তে (ভজনা করিয়া থাকে), হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (মনুষ্য লোকে) কর্ম্মজা (কর্ম্ম জন্য) সিদ্ধিঃ (স্বর্গাদি ফল) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রই) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥১২॥

ময়া (আমা কর্ত্তৃক) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (সত্ত্বাদি গুণ ও শম দমাদি কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে) চাতুর্বর্ণ্যং (ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণ) স্বষ্টং (স্বষ্ট হইয়াছে)। তস্য (সেই বর্ণ ধর্ম্মের ও বর্ণ সকলের) কর্ত্তারম্ অপি (স্রষ্টা হইলেও) মাং (আমাকে) অকর্ত্তারম্ (বস্তুতঃ গুণাতীত স্বরূপ বলিয়া অস্রষ্টা) অব্যয়ম্ (ও নির্ব্বিকার বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥১৩॥

উদ্দেশ্য স্বরূপ আমি সকলেরই প্রাপ্য। সমস্ত মনুষ্যই আমার বিবিধ বর্ত্মের অনুসরণ করে ॥১১॥

এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মসমূহের সহজে সাফল্য কামনাশীল ব্যক্তিগণ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ভজনা করেন। তদ্দ্বারা মনুষ্যলোকে কর্ম্মজ ফল স্বর্গাদি লাভ অতি শীঘ্রই সংঘটিত হইয়া থাকে ॥১২॥

সত্ত্বাদিগুণ ও শমদমাদি কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় আমিই স্বজন করিয়াছি। জগতে আমি বই আর কেহ কর্ত্তা নাই। কিন্তু সেই বর্ণধর্ম্মের কর্ত্তা হইলেও আমাকে

**ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥**

কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকল) [জীবমিব] (জীবের ন্যায়) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (লিপ্ত করিতে পারে না), মে (আমার) কর্ম্মফলে (কর্ম্মফল স্বর্গাদিতেও) স্পৃহা (স্পৃহা) ন [অস্তি] (নাই), ইতি (এইরূপ) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) অভিজানাতি (সম্যক্ জানিতে পারেন) সঃ (তিনি) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মের দ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হন না) ॥১৪॥

এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুক্তিকামিগণও) কর্ম্ম (মদর্পিত কর্ম্ম) কৃতং (করিয়াছেন) । তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্ব্বৈঃ (প্রাচীন জনকাদি মহাজন কর্ত্তৃক) পূর্ব্বতরং কৃতম্ (পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম এব (নিষ্কাম কর্ম্মযোগই) কুরু (অবলম্বন কর) ॥১৫॥

বস্তুতঃ গুণাতীত স্বরূপ বলিয়া অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে ॥১৩॥

জীবের অদৃষ্ট বশতঃ যে কর্ম্মতত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না । কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই (যেহেতু অতি তুচ্ছ কর্ম্মফল আমি যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ আমার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর) । জীবের কর্ম্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচার পূর্ব্বক যিনি আমার অব্যয়তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনি কখনই কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হন না । শুদ্ধভক্তি আচরণ করতঃ আমাকেই লাভ করেন ॥১৪॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুমুক্ষুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন ।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭॥

কিং কর্ম্ম (কর্ম্ম কি?) কিম্ অকর্ম্ম (অকর্ম্মই বা কি?) ইতি অত্র (এই তত্ত্ব নিরূপণে) কবয়ঃ অপি (জ্ঞানিগণও) মোহিতাঃ [ভবন্তি] (মোহ প্রাপ্ত হন), [অতঃ] (অতএব) যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) অশুভাৎ (অমঙ্গলপূর্ণ সংসার হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্তি লাভ করিতে পারিবে) তৎ কর্ম্ম (সেই কর্ম্ম ও অকর্ম্ম) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব) ॥১৬॥

কর্ম্মণঃ অপি (বেদবিহিত কর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জানিবার বিষয়) বিকর্ম্মণঃ চ (শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্মের সম্বন্ধেও) বোদ্ধব্যং (জানিবার বিষয়) অকর্ম্মণঃ চ (এবং কর্ম্মের অকরণ অর্থাৎ সন্ন্যাস সম্বন্ধেও) বোদ্ধব্যং (জানিবার বিষয়) [অস্তি] (আছে)। হি (যেহেতু) কর্ম্মণঃ (কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের) গতিঃ (যথার্থ তত্ত্ব) গহনা (অতিশয় দুর্গম) ॥১৭॥

অতএব তুমিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর ॥১৫॥

কাহাকে কর্ম্ম ও কাহাকে অকর্ম্ম বলে তাহা স্থিরীকরণ সম্বন্ধে জ্ঞানিগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব যাহা অবগত হইয়া তুমি অমঙ্গলপূর্ণ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে সেই কর্ম্ম ও অকর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ করিতেছি ॥১৬॥

বেদবিহিত কর্ম্মেরও জানিবার বিষয় আছে, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্মের সম্বন্ধেও জানিবার বিষয় আছে, এবং কর্ম্মের সন্ন্যাস সম্বন্ধেও জানিবার বিষয় আছে। কর্ত্তব্যাচরণই 'কর্ম্ম', নিষিদ্ধাচরণই 'বিকর্ম্ম', এবং কর্ম্মের অকরণ বা সন্ন্যাসই 'অকর্ম্ম', ইহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ সুকঠিন ॥১৭॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

যঃ (যিনি) কর্ম্মণি (শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান নিষ্কাম কর্ম্ম যোগে) অকর্ম্ম (বন্ধকত্ব নাই বলিয়া উহা কর্ম্ম নয় এইরূপ) অকর্ম্মণি চ (এবং অশুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক কর্ম্মের অকরণে) কর্ম্ম (দুর্গতি প্রাপক কর্ম্মবন্ধন) পশ্যেৎ (দর্শন করেন) সঃ (তিনিই) মনুষ্যেষু (মনুষ্যদিগের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (বিবেকী), সঃ (তিনিই) যুক্তঃ (যোগী) কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা) ॥১৮॥

যস্য (যাঁহার) সর্ব্বে (সমস্ত) সমারম্ভাঃ (কর্ম্ম) কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ (ফল কামনা রহিত) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং (তিনি জ্ঞানরূপ অগ্নিতে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ দগ্ধ করিয়াছেন) তম্ (তাঁহাকে) বুধাঃ (সুধীগণ) পণ্ডিতং (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন) ॥১৯॥

[যঃ] (যিনি) কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্ম ফলের আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ

যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানীর নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে বন্ধকত্ব নাই সুতরাং উহা কর্ম্ম নয় এইরূপ জানেন, এবং অশুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসীর কর্ম্মত্যাগে দুর্গতি প্রাপক কর্ম্মবন্ধন উপলব্ধি করেন, তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্ যোগী এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠাতা ॥১৮॥

যাঁহার সমুদয় কর্ম্মাচরণ ফলকামনা শূন্য, জ্ঞানাগ্নিতে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ দগ্ধকারী তাঁহাকে বিবেকিগণ 'পণ্ডিত' বলেন ॥১৯॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্য নিজানন্দে তৃপ্ত) নিরাশ্রয়ঃ (এবং যোগক্ষেম নিমিত্ত আশ্রয় নিরপেক্ষ) সঃ (তিনি) কর্ম্মণি (সমস্ত কর্ম্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না) ॥২০॥

[সঃ] (তিনি) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) যতচিত্তাত্মা (সংযত চিত্ত ও শরীর) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (এবং সর্ব্ব প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগী) [সন্] (হইয়া) কেবলং (কেবল) শারীরং (শরীর রক্ষার্থ অসৎপ্রতিগ্রহাদি) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ [অপি] (করিয়াও) কিল্বিষম্ (পাপ) ন আপ্নোতি (গ্রস্ত হন না) ॥২১॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অনায়াসে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট), দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি সহনশীল), বিমৎসরঃ (অন্যের প্রতি দ্বেষ শূন্য),

---

যিনি কর্ম্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নিজানন্দে পরিতৃপ্ত এবং যোগ ও ক্ষেমের নিমিত্ত আশ্রয় নিরপেক্ষ, তিনি সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না ॥২০॥

তিনি ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রহচেষ্টাতিশয্য ত্যাগ করতঃ স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া যদি কেবলমাত্র শরীর যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য অসৎ প্রতিগ্রহাদি কর্ম্ম করিয়াও থাকেন, তাহাতে তাঁহার সেই কর্ম্ম-জনিত পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না ॥২১॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥

সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ (এবং কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে) সমঃ (হর্ষ ও বিষাদরহিত) [জনঃ] (ব্যক্তি) [কৰ্ম্ম] কৃত্বা অপি (কৰ্ম্ম করিয়াও) ন নিবধ্যতে (বদ্ধ হন না) ॥২২॥

গতসঙ্গস্য (আসক্তি রহিত), মুক্তস্য (মুক্ত), জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত), যজ্ঞায় (এবং যজ্ঞের অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে) কৰ্ম্ম আচরতঃ (কৰ্ম্ম আচরণকারী পুরুষের) সমগ্রং (সমুদয়) [কৰ্ম্ম] (কৰ্ম্ম) প্রবিলীয়তে (প্রকৃষ্টরূপে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফলজনক হয় না) ॥২৩॥

অর্পণং (স্রুক্স্রুবাদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম স্বরূপ) [অর্প্যমাণম্] (অর্প্যমাণ) হবিঃ (ঘৃতাদিও) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ) ব্রহ্মণা [হবন কর্ত্তা] (ব্রহ্মস্বরূপ

তিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না, মাৎসর্য্যকে দূর করেন; কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষ বা বিষাদযুক্ত হন না অর্থাৎ তুল্য জ্ঞান করেন। অতএব যে কৰ্ম্মই করুন তাহাতে নিজে বদ্ধ হন না ॥২২॥

আসক্তি রহিত, মুক্ত ও জ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত পুরুষের যজ্ঞের জন্য যে কৰ্ম্ম আচরিত হয়, তাঁহার আচরিত সেই সমস্ত কৰ্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে লয় পাইয়া যায়। কৰ্ম্মমীমাংসকগণ যাহাকে 'অপূর্ব্ব' বলেন, নিষ্কাম-কৰ্ম্মযোগীর কৰ্ম্মসকল সেই অপূর্ব্বতা লাভ করে না ॥২৩॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

হোতৃপুরুষ কর্ত্তৃক) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নিতে) হুতম্ (হোমও) [ব্রহ্ম] (ব্রহ্মস্বরূপ) [ভবতি] (হয়); [এবং বিবেকবতা] (এইরূপ বিচারযুক্ত) তেন (সেই পুরুষের) ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (ব্রহ্মাত্মক কর্ম্মে চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যম্ (লভ্য হয়) ॥২৪॥

অপরে (অপর) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) দৈবম্ যজ্ঞং এব (ইন্দ্রাদি-দেবোদ্দেশ্যক যজ্ঞেরই) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), অপরে (জ্ঞানযোগিগণ) ব্রহ্মাগ্নৌ (তৎপদার্থ পরমাত্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞং (হবিঃ স্থানীয় ত্বংপদার্থ জীবাত্মাকে) যজ্ঞেন এব (প্রণবরূপ মন্ত্র দ্বারাই) উপ-জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥২৫॥

অন্যে (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ) সংযমাগ্নিষু (ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে অর্থাৎ সংযত মনে) শ্রোত্রাদীনি (শ্রোত্র চক্ষুরাদি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সকলকে) জুহ্বতি (হোম করেন), অন্যে (অপর ব্রহ্মচারিগণ)

যজ্ঞের মূল তত্ত্ব বলিতেছেন—স্রুক্স্রুবাদি, অর্প্যমাণ ঘৃতাদি, হোমীয় অগ্নি, আহুতি প্রদানকারী ব্রাহ্মণ এবং হোমক্রিয়া বা তৎফল এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ বিচারযুক্ত পুরুষের ব্রহ্মাত্মক কর্ম্মে চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥২৪॥

অপর কর্ম্মযোগিগণ ইন্দ্র বরুণাদি দেবগণের পূজারূপ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অন্য জ্ঞানযোগিগণ তৎপদার্থ পরমাত্মরূপ অগ্নিতে হবিঃ স্থানীয় ত্বংপদার্থ জীবাত্মাকে প্রণবরূপ মন্ত্র দ্বারাই হোম করেন ॥২৫॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয় সমূহকে) জুহ্বতি (হোন করেন) ॥২৬॥

অপরে (শুদ্ধত্বংপদার্থবিজ্ঞগণ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানদ্বারা প্রদীপ্ত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (ত্বং পদার্থের শুদ্ধিরূপ অগ্নিতে) সর্ব্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি (ইন্দ্রিয় ও তাহাদের কর্ম্ম শ্রবণ দর্শনাদি) প্রাণকর্ম্মাণি চ (এবং দশপ্রাণ ও তাহাদের কার্য্য) জুহ্বতি (হোম করিয়া থাকেন) ॥২৭॥

[কেচিৎ] (কেহ কেহ) দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন) [কেচিৎ] (কেহ কেহ) তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিরূপ যজ্ঞ করেন) তথা অপরে (এবং অপর কেহ কেহ) যোগযজ্ঞাঃ (অষ্টাঙ্গ যোগরূপ যজ্ঞ করেন) [কেচন] (আবার কেহ কেহ) স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাশ্চ (বা বেদপাঠ ও বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞকারী) [এতে সর্ব্বে] (ইহারা সকলেই) যতয়ঃ (যত্নশীল) সংশিতব্রতাঃ (ও তীক্ষ্ণব্রতকারী) ॥২৮॥

অপর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ মনঃ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে হোম করেন। স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহিসকল শব্দাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥২৬॥

প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধানকারী কৈবল্যবাদী পাতঞ্জলাদি যোগি-সকল জ্ঞান দ্বারা প্রদীপ্ত ত্বংপদার্থের শুদ্ধিরূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের কর্ম্ম শ্রবণ দর্শনাদি এবং দশপ্রাণ ও তাহাদের কার্য্য সমুদয়ই হোম করিয়া থাকেন ॥২৭॥

কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞশীল, কেহ কেহ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি-রূপ যজ্ঞশীল, কেহ কেহ অষ্টাঙ্গযোগরূপ যজ্ঞশীল এবং অপর

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে ।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯॥
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩০॥

অপরে (অপর কেহ) অপানে (অধোবৃত্তি বায়ুতে) প্রাণং (উর্দ্ধবৃত্তি বায়ুকে) জুহ্বতি (পূরককালে একীভূত করেন) তথা (সেইরূপ) প্রাণে অপানং (রেচককালে অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে) জুহ্বতি (হোম করেন); প্রাণাপানগতী (কুম্ভককালে প্রাণ ও অপানের গতিকে) রুদ্ধ্বা (নিরোধ পূর্ব্বক) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম পরায়ণ) [ভবন্তি] (হইয়া থাকেন)। অপরে (অপর ইন্দ্রিয়-জয়কামিগণ) নিয়তাহারাঃ (আহার সংকোচ পূর্ব্বক) প্রাণেষু (প্রাণ বায়ুতে) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয় সকলকে) জুহ্বতি (হোম করেন) ॥২৯॥

এতে সর্ব্বে অপি (ইহারা সকলেই) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞতত্ত্ববিৎ) যজ্ঞক্ষয়িত-কল্মষাঃ (যজ্ঞের দ্বারা ক্ষীণপাপ) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত অর্থাৎ ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধি প্রভৃতি ভোগ করেন); সনাতনম্ (এবং জ্ঞান দ্বারা সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকেই) যান্তি (লাভ করেন) ॥৩০॥

কেহ বা বেদপাঠ ও বেদার্থ জ্ঞানরূপ যজ্ঞকারী। ইহারা সকলেই যত্নশীল ও তীক্ষ্ণব্রতকারী ॥২৮॥

অপর কেহ কেহ অধোবৃত্তি বায়ুতে উর্দ্ধবৃত্তি বায়ুকে পূরককালে একীভূত করেন, সেইরূপ রেচককালে অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন; এবং কুম্ভককালে প্রাণ ও অপানের গতি নিরোধ পূর্ব্বক প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর ইন্দ্রিয় জয়কামিগণ আহার সঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া প্রাণবায়ুতে ইন্দ্রিয় সকলকে হোম করেন ॥২৯॥

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

[হে] কুরুসত্তম (হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞরহিত ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ [অপি] (এই অল্পসুখবিশিষ্ট মনুষ্যলোকও) ন অস্তি (নাই) অন্যঃ [লোকঃ] (অপর স্বর্গলোক) কুতঃ [প্রাপ্তব্যঃ] (কিরূপে প্রাপ্তি সম্ভব হইবে?) ॥৩১॥

ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদরূপ মুখে) এবং (এই প্রকার) বহুবিধাঃ (বহুবিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞ) বিততাঃ (স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে), [ত্বং] (তুমি) তান্ সর্ব্বান্ (সেই সকল যজ্ঞকেই) কর্ম্মজান্ (বাক্য-মন-কায় কর্ম্মজনিত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে), এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে) ॥৩২॥

ইহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববেত্তা, যজ্ঞের দ্বারা ক্ষীণ পাপ হইয়া যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত অর্থাৎ ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধি প্রভৃতি ভোগ করতঃ অবশেষে পূর্ব্বোক্ত সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥৩০॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীন ব্যক্তির পক্ষে ইহলোক প্রাপ্তিই সম্ভব হয় না, তখন ইহাদের পরলোক প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? ॥৩১॥

এই সমস্ত প্রকার যজ্ঞই বেদোক্ত বা বেদানুগত শাস্ত্রোক্ত; ইহারা সকলেই বাক্য-মন-কায়-কর্ম্ম-জনিত, অতএব কর্ম্মজ। এইরূপে কর্ম্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥৩২॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪॥
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৫॥

[হে] পরন্তপ পার্থ (হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন!) [তেষু অপি] (সেই যজ্ঞগুলির মধ্যেও) দ্রব্যময়াৎ (ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ইত্যাদিরূপ দ্রব্যময়) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (ব্রহ্মাগ্নাবপরে ইত্যাদি শ্লোকোক্ত জ্ঞান-যজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। [যতঃ] (যেহেতু) জ্ঞানে [সতি] (জ্ঞানের উদয় হইলে) সর্ব্বং কর্ম্ম (সমুদয় কর্ম্ম) অখিলং [সৎ] (অব্যর্থ হইয়া) পরি-সমাপ্যতে (সমাপ্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞানের অনন্তর কর্ম্ম থাকে না) ॥৩৩॥

প্রণিপাতেন (তত্ত্বদর্শী গুরুকে দণ্ডবৎ নমস্কার), পরিপ্রশ্নেন (সঙ্গত প্রশ্ন), সেবয়া (ও অকপট পরিচর্য্যা দ্বারা) তৎ (পূর্ব্বোক্ত সেই জ্ঞানের কথা) বিদ্ধি (জানিতে হইবে); জ্ঞানিনঃ (শাস্ত্রজ্ঞানী) তত্ত্বদর্শিনঃ (পর-ব্রহ্ম বিষয়ে অপরোক্ষানুভূতি সম্পন্ন মহাত্মগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানং (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ করিবেন) ॥৩৪॥

হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! সেই সমস্ত যজ্ঞগুলির মধ্যেও 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ' ইত্যাদিরূপ দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে 'ব্রহ্মাগ্নাবপরে' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত জ্ঞানযজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। যেহেতু সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে ॥৩৩॥

তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, সঙ্গত প্রশ্ন ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া পূর্ব্বোক্ত সেই জ্ঞানের কথা জানিতে পারিবে। শাস্ত্রজ্ঞানে সুনিপুণ ও পরব্রহ্ম বিষয়ে সাক্ষাৎ অনুভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥৩৪॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭॥

[হে] পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) যৎ [জ্ঞানং] (আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এইরূপ যে জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (লাভ করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং (এইরূপ) মোহম্ (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না), যেন [মোহবিগমেন] (নিত্যসিদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভে মোহ নষ্ট হইলে) অশেষাণি ভূতানি (মনুষ্য তির্য্যক্ প্রভৃতি ভূত সমুদয়) আত্মনি (জীবাত্মায়) [উপাধিত্বেন] (উপাধিরূপে অবস্থিত) [পৃথক্] দ্রক্ষ্যসি (পৃথক্ দর্শন করিবে), অথো (অনন্তর) ময়ি (আমাতে) [কার্য্যত্বেন স্থিতানি] (কার্য্যরূপে অবস্থিত) [দ্রক্ষ্যসি] (দর্শন করিবে) ॥৩৫॥

চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপী হইতেও) পাপকৃত্তমঃ (অধিক পাপিষ্ঠ) অসি (হও), [তথাপি] সর্ব্বং (সমস্ত) বৃজিনং (পাপ ও দুঃখ) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা) সন্তরিষ্যসি (সমুত্তীর্ণ হইবে) ॥৩৬॥

হে পাণ্ডব! গুরূপদিষ্ট সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে আর তোমাকে এরূপ মোহ আশ্রয় করিবে না। সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে, মনুষ্য তির্য্যগাদি ভূতসকল এক জীবাত্মারূপ তত্ত্বে অবস্থিত; উপাধি দ্বারা তাহাদের জড়ীয় তারতম্য ঘটিয়াছে এবং এ সমুদয়ই পরম কারণরূপ আমাতে কার্য্যরূপে অবস্থিতি করে ॥৩৫॥

যদিও তুমি অত্যন্ত পাপ আচরণ করিয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ সমুদ্র পার হইয়া যাইবে ॥৩৬॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) যথা (যেরূপ) সমিদ্ধঃ (সম্যক্‌রূপে প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠ সমূহকে) ভস্মসাৎ (ভস্মসাৎ) কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্ব্বকর্ম্মাণি (বর্ত্তমান দেহারম্ভক প্রারব্ধ ভিন্ন সমুদয় কর্ম্মকে) ভস্মসাৎ (ভস্মসাৎ) কুরুতে (করে) ॥৩৭॥

ইহ (তপস্যাদির মধ্যে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের তুল্য) পবিত্রম্ (পবিত্র) [কিমপি] ন হি বিদ্যতে (আর কিছুই নাই) তৎ (সেই জ্ঞান) যোগসংসিদ্ধঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি) কালেন (বহু-কাল পরে) আত্মনি (আত্মাতে) স্বয়ং (স্বয়ং প্রাপ্তরূপ) বিন্দতি (লাভ করেন) ॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ (নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলেই জ্ঞান হয়, এই শাস্ত্রীয় অর্থে আস্তিক্য বুদ্ধিমান), তৎপরঃ (নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানরত)

প্রবলরূপে জ্বলিত অগ্নি যেমত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নিও সেইরূপ সমস্ত কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া থাকে ॥৩৭॥

পূর্ব্বোক্ত তপস্যাদির মধ্যে জ্ঞানের সমান পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সাধনায় সুসিদ্ধ মানব দীর্ঘকাল পরে সেই জ্ঞান স্বীয় আত্মাতে স্বয়ং প্রাপ্তরূপে লাভ করিয়া থাকেন ॥৩৮॥

নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর জ্ঞান হয়। এই শাস্ত্র তাৎপর্য্যে আস্তিক্য বুদ্ধিমান্, শ্রদ্ধা-সহকারে

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১॥

সংযতেন্দ্রিয়ঃ (এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন)। জ্ঞানং (জ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (অতিশীঘ্র) পরাং শান্তিম্ (সংসার ক্ষয়রূপ পরাশান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥৩৯॥

অজ্ঞঃ (পশ্বাদিবৎমূঢ়) অশ্রদ্দধানঃ (শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও নানামত-বাদদৃষ্টে অবিশ্বস্ত) সংশয়াত্মা চ (এবং শ্রদ্ধা থাকিলেও আমার এই বিষয় সিদ্ধি হইবে কিনা এইরূপ সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় অর্থাৎ কল্যাণ হইতে বিচ্যুত হয়)। সংশয়াত্মনঃ (সংশয়িতচিত্ত মানবের) অয়ং লোকঃ (এই মনুষ্যলোক) ন [অস্তি] (নাই) ন চ পরঃ (পরলোকও নাই) ন চ সুখং অস্তি (বৈষয়িক সুখও নাই) ॥৪০॥

[হে] ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনন্তরই যিনি সন্ন্যাস বিধিতে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন), জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ম্ (তদনন্তর জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা সংশয় নাশ করিয়াছেন) আত্মবন্তং

নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানরত এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই সেই জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্রই সংসারক্ষয়রূপ পরাশান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥৩৯॥

শাস্ত্রজ্ঞানহীন পশ্বাদির মত মূঢ়, শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও নানা মতবাদ দেখিয়া শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসশূন্য, এবং শ্রদ্ধা থাকিলেও 'আমার এই বিষয় সিদ্ধ হইবে কিনা' এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত মতি মানব কখনও মঙ্গললাভ করিতে পারে না। সংশয়াত্মার ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও সুখ লাভ হয় না, কারণ সংশয়রূপ দুঃখই তাহার শান্তি নাশ করে ॥৪০॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্পূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

(এবং আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) [তম্] (তাঁহাকে) ন নিবধ্নন্তি (বদ্ধ করিতে পারে না) ॥৪১॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (অতএব) আত্মনঃ (তোমার) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর) উত্তিষ্ঠ [চ] (এবং [যুদ্ধার্থ] উত্থিত হও) ॥৪২॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা কর্ম্ম সন্ন্যাস করেন, তারপর জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা সংশয় সমূহ নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময়স্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কোন কর্ম্মই আবদ্ধ করিতে পারে না ॥৪১॥

হে ভারত! অতএব তোমার অজ্ঞান সম্ভূত হৃদয়স্থিত এই সংশয়কে জ্ঞানখড়্গ দ্বারা ছেদন কর, এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক (যুদ্ধার্থ) উত্থিত হও ॥৪২॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) [হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) [ত্বং] (তুমি) কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সন্ন্যাসং (ত্যাগ, উপদেশ করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) যোগং চ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগও) শংসসি (বলিতেছ); এতয়োঃ (এই দুইটীর মধ্যে) যৎ (যাহা) মে (আমার পক্ষে) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ (সেই) একং (একটী) সুনিশ্চিতম্ (নিশ্চয় করিয়া) ব্রূহি (বল) ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ) উভৌ (উভয়ই) নিঃশ্রেয়সকরৌ (পরম কল্যাণকর) তু (কিন্তু) তয়োঃ (এই উভয়ের মধ্যে) কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ (কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা) কর্ম্মযোগঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগই) বিশিষ্যতে (অধিকতর প্রশংসনীয়) ॥২॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্ম সকলের পরিত্যাগ উপদেশ করিয়া আবার নিষ্কাম কর্ম্মযোগও উপদেশ করিতেছ; সুতরাং এই দুইটীর মধ্যে যেটী আমার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ সেই একটীই নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই পরম মঙ্গলপ্রদ তথাপি এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥২॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

[হে] মহাবাহো (হে মহাবীর!) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (কর্ম্মফলের প্রতি দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সঃ (তিনি) নিত্য-সন্ন্যাসী (নিত্য অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ (জানিবে)। হি (যেহেতু) নির্দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্ব-রহিত সেই পুরুষই) বন্ধাৎ (সংসার বন্ধন হইতে) সুখং (অনায়াসে) প্রমুচ্যতে (মুক্ত হন) ॥৩॥

বালাঃ (বালকবৎ অজ্ঞগণ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগকে) পৃথক্ (পৃথক্) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকে), তু (কিন্তু) পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিত-গণ) ন [বদন্তি] (তাহা বলেন না)। একম্ অপি (একটীও) সম্যক্ আস্থিতঃ (উত্তম রূপে আচরণকারী ব্যক্তি) উভয়োঃ (সেই উভয়েরই) ফলম্ (ফল) বিন্দতে (লাভ করেন) ॥৪॥

হে মহাবীর অর্জ্জুন! যিনি রাগ দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব শূন্য এবং কর্ম্ম-ফলের প্রতি দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী জানিবে। যেহেতু তিনিই পরমসুখে কর্ম্মবন্ধন সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥৩॥

বালকের মত মূঢ় মীমাংসকগণই সাংখ্যযোগ ও কর্ম্ম-যোগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু পণ্ডিতগণ সেরূপ বলেন না। এই সাংখ্যযোগ বা কর্ম্মযোগ মধ্যে যে কোন একটী সুষ্ঠুরূপে আচরণ করিলেই উভয়ের ফল লাভ করিবে ॥৪॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

সাংখ্যৈঃ (সন্ন্যাস দ্বারা) যৎস্থানং (যেস্থান) প্রাপ্যতে (লাভ হয়), যোগৈঃ অপি (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারাও) তৎ [স্থানং] (সেই স্থানেই) গম্যতে (গতি হয়)। সাংখ্যং যোগং চ (সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে) যঃ (যিনি) [বিবেকেন] (বিচারপূর্ব্বক) একং পশ্যতি (এক বলিয়া জানিতে পারেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই তত্ত্বদর্শী) ॥৫॥

[হে] মহাবাহো (হে বীর শ্রেষ্ঠ!) অযোগতঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) দুঃখম্ আপ্তুম্ (দুঃখ প্রাপ্তির কারণ) [ভবতি] (হয়) তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানকারী) মুনিঃ [সন্] (জ্ঞানী হইয়া) ন চিরেণ (শীঘ্রই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) অধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারেন) ॥৬॥

সন্ন্যাস আচরণ দ্বারা যে স্থান লাভ করা যায়, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারাও সেই স্থানেই গতি হইয়া থাকে। যিনি সাংখ্য যোগ ও কর্ম্মযোগকে বিচার পূর্ব্বক এক বলিয়া জানেন, তিনিই তাহাদের যথার্থ তত্ত্ব জানেন ॥৫॥

হে মহাবীর! নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে কেবল কর্ম্ম-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারী জ্ঞানী হইয়া শীঘ্রই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৬॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥

যোগযুক্তঃ (পূর্ব্বোক্ত যোগযুক্ত) বিশুদ্ধাত্মা (বিজিতবুদ্ধি) বিজিতাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ও জিতেন্দ্রিয় এই ত্রিবিধ জ্ঞানী গৃহস্থ) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা [সন্] (সর্ব্বভূতের প্রেমাস্পদীভূতদেহ হইয়া) কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্মাচরণ করিয়াও) ন লিপ্যতে (তাহাতে লিপ্ত হন না) ॥৭॥

তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞ) যুক্তঃ (কর্ম্মযোগী) পশ্যন্ (দর্শন) শৃণ্বন্ (শ্রবণ) স্পৃশন্ (স্পর্শ) জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ) অশ্নন্ (ভোজন) গচ্ছন্ (গমন) স্বপন্ (শয়ন) শ্বসন্ (নিশ্বাস গ্রহণ) প্রলপন্ (কথন) বিসৃজন্ (মূত্র পুরীষ ত্যাগ) গৃহ্ণন্ (গ্রহণ) উন্মিষন্ (উন্মীলন) নিমিষন্ অপি (ও নিমীলন প্রভৃতি কার্য্য করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণই) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (স্ব স্ব রূপাদি বিষয়ে) বর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তিত আছে), ইতি (ইহা) ধারয়ন্ (নিশ্চয় করিয়া) [অহম্] (আমি) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি (করি না) ইতি (এইরূপ) মন্যেত (মনে করেন) ॥৮-৯॥

পূর্ব্বোক্ত যোগযুক্ত জ্ঞানী গৃহস্থ তিন প্রকার—বিশুদ্ধবুদ্ধি, বিজিত-চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়। ইহাদের সাধন তারতম্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উৎকর্ষত্ব জানিবে। ইহারা সকলেই সর্ব্বজীবের অনুরাগ ভাজন হইয়া থাকেন। তাহারা সমস্ত কর্ম্মাচরণ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না ॥৭॥

পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিশ্বাস গ্রহণ, কথন, মূত্র-পুরীষ ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মীলন ও নিমীলন প্রভৃতি কার্য্য করিয়াও 'আমার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণই তাহাদের নিজ নিজ বিষয় রূপাদিতে

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সমুদয়) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ পূর্ব্বক) করোতি (কর্ম্ম করেন), সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলের দ্বারা) পদ্মপত্রম্ ইব (পদ্ম পত্রের মত) পাপেন (পাপ-পুণ্যের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥১০॥

যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) আত্মশুদ্ধয়ে (মনঃ শুদ্ধির জন্য) সঙ্গং (কর্ম্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করতঃ) কায়েন (শরীর), মনসা (মন) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি) কেবলৈঃ অপি ইন্দ্রিয়ৈঃ (ও মনঃ সংযোগ রহিত কেবল ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (কর্ম্ম করিয়া থাকেন) ॥১১॥

যুক্তঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগী) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীম্ (নিষ্ঠাপ্রাপ্ত) শান্তিম্ (শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত

প্রবর্ত্তিত আছে' ইহা ধারণা করিয়া 'আমি কিছুই করিতেছি না' এইরূপ মনে করেন ॥৮-৯॥

যিনি পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া ফলাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ করেন, পদ্মপত্র যেমন জলে থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনিও সমস্ত কর্ম্মাচরণ করিয়াও কর্ম্মজনিত পাপ বা পুণ্যে লিপ্ত হন না ॥১০॥

কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর-মন-বুদ্ধি দ্বারা অথবা কখনও মনঃসংযোগ রহিত কেবল ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥১১॥

**সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্ ॥১৩॥
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥**

হন), [কিন্তু] অযুক্তঃ (সকাম কর্ম্মী) কামকারেণ (কামনা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হওয়ায়) ফলে (কর্ম্মফলে) সক্তঃ [সন্] (আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (বদ্ধ হন) ॥১২॥

বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (জীব) মনসা (মনের দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমুদয় কর্ম্ম) সংন্যস্য (ত্যাগ করিয়া) নবদ্বারে (নবদ্বার বিশিষ্ট) পুরে (পুরবৎ অহং ভাব শূন্য দেহে) [কুর্ব্বন্ অপি] (কর্ম্ম করিয়াও) ন এব কুর্ব্বন্ (কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত) [কারয়ন্ অপি] (অন্যের দ্বারা কর্ম্ম করাইয়াও) ন কারয়ন্ (প্রযোজকত্বাভিমান রহিত হইয়া) সুখং (সুখে) আস্তে (অবস্থান করেন) ॥১৩॥

প্রভুঃ (পরমেশ্বর) লোকস্য (জীবগণের) কর্ত্তৃত্বং (কর্ত্তৃত্ব) ন [সৃজতি] (উৎপাদন করেন না), কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সমূহ) ন সৃজতি (সৃষ্টি করেন না), কর্ম্মফলসংযোগং (কর্ম্মফলের সংযোগও) ন [সৃজতি] (সৃষ্টি করেন না)।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগী কর্ম্মফলাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করায় নৈষ্ঠিকী শান্তি অর্থাৎ কর্ম্ম মোক্ষ প্রাপ্ত হন । কিন্তু সকাম-কর্ম্মী ফল কামনা পূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াতে ঐ কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হন ॥১২॥

জিতেন্দ্রিয়, দেহরূপপুরে অবস্থিত জীব (জীবাত্মা) মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে ত্যাগ করিয়া নবদ্বার-যুক্ত দেহে বাহে সমুদয় কর্ম্ম করিয়াও কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য, অন্যের দ্বারা করাইয়াও প্রযোজকত্বাভিমান রহিত হইয়া সুখে বাস করেন ॥১৩॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥১৬॥

তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (জীবের স্বভাব অনাদি অবিদ্যাই) প্রবর্ত্ততে (কর্ত্তৃত্বাদি-রূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) ॥১৪॥

বিভুঃ (পূর্ণকাম পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না) সুকৃতং চ ন এব (বা পুণ্যও গ্রহণ করেন না), অজ্ঞানেন (তদীয় অবিদ্যা শক্তি দ্বারা) জ্ঞানং (জীবের জ্ঞান) আবৃতং (আবৃত) [ভবতি] (হয়) তেন (সেই জন্য) জন্তবঃ (জীব সমূহ) মুহ্যন্তি (মোহিত হয়) ॥১৫॥

তু (কিন্তু) আত্মনঃ (জীব বিষয়ক) জ্ঞানেন (জ্ঞানের অর্থাৎ তদীয় বিদ্যাশক্তির দ্বারা) যেষাং (যাহাদের) তৎ অজ্ঞানং (সেই অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা) নাশিতম্ (নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে), তেষাং (সেই সকল জীবের)

পরমেশ্বর জীবগণের কোনও কর্ত্তৃত্ব উৎপাদন করেন না, কর্ম্মসমূহ সৃষ্টিও করেন না অথবা কর্ম্মফলের সংযোগও সৃজন করেন না। কিন্তু জীবের অনাদি অবিদ্যাই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥১৪॥

পূর্ণকাম পরমেশ্বর কাহারও সুকৃতি বা দুষ্কৃতি গ্রহণ করেন না। জীব স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ; ঈশ্বরের অবিদ্যাশক্তি কর্ত্তৃক জীবের সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবগণ দেহাত্মাভিমানরূপ মোহপ্রাপ্ত হয় ॥১৫॥

জ্ঞান দুইপ্রকার—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহাকে প্রাকৃত বা জড়-প্রকৃতি-সম্বন্ধী জ্ঞান বলি, তাহাই জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যা, অপ্রাকৃত জ্ঞানই বিদ্যা। যে সকল জীবের অপ্রাকৃত

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥

তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞান) আদিত্যবৎ (তমোনাশকারী সূর্য্যের ন্যায়) পরম্ (অপ্রাকৃত স্বরূপকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ॥১৬॥

জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বে যাঁহাদের সমস্ত কল্মষ অর্থাৎ অবিদ্যা নষ্ট হইয়াছে তাঁহারা) তদ্বুদ্ধয়ঃ (পরমেশ্বর মনন পর) তদাত্মানঃ (তাঁহারই ধ্যান রত) তন্নিষ্ঠাঃ (একমাত্র তাঁহাতেই নিষ্ঠাযুক্ত) তৎ-পরায়ণাঃ [সন্তঃ] (এবং তদীয় শ্রবণ কীর্ত্তন পর হইয়া) অপুনরাবৃত্তিং (মোক্ষ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥১৭॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যা বিনয় যুক্ত) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণ) গবি (গো) হস্তিনি (হস্তী) শুনি (কুক্কুর) শ্বপাকে চ (এবং চণ্ডাল প্রভৃতি প্রকৃতি বিষম পদার্থে) সমদর্শিনঃ এব (গুণাতীত ব্রহ্ম দর্শনকারিগণই) পণ্ডিতাঃ [কথ্যতে] (পণ্ডিত অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া কথিত হন) ॥১৮॥

জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের নিকট সূর্য্যের মত পরম জ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া অপ্রাকৃত সেই পরম তত্ত্বকে প্রকাশ করে ॥১৬॥

জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বে যাঁহাদের সমুদয় অবিদ্যা দূর হইয়াছে, তাঁহারা পরমেশ্বর আমারই মনন পর ধ্যান নিরত ও আমাতেই নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া মদীয় শ্রবণ কীর্ত্তনের প্রিয় হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা অপুনরাবৃত্তি রূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥১৭॥

অপ্রাকৃত গুণকে লাভ করিয়াছেন এরূপ জ্ঞানিসকল জগতে প্রাকৃত গুণ দ্বারা উত্তম, মধ্যম ও অধম রূপ যে বৈষম্য আছে

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥

যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (ব্রহ্ম ধর্ম্মে) স্থিতং (অবস্থিত) তৈঃ (তাঁহাদিগকর্ত্তৃক) ইহ এব (ইহ লোকেই) সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (পরাভূত হইয়াছে), হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমং (সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন) নির্দ্দোষং (রাগ দ্বেষাদি রহিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (প্রপঞ্চে বর্ত্তমান থাকিয়াও ব্রহ্মেই অবস্থিত আছেন) ॥১৯॥

ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্ম নিষ্ঠ) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন) অসংমূঢ়ঃ (দেহাদিতে অহং বুদ্ধি রহিত) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্ম জ্ঞানী) প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয় বস্তু লাভে) ন প্রহৃষ্যেৎ (হর্ষে প্রফুল্ল হন না) অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ (অপ্রিয় বস্তু লাভেও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না) ॥২০॥

তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যা ও বিনয় যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল প্রভৃতি সমস্ত জীবেই গুণাতীত ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা পণ্ডিত সংজ্ঞা লাভ করেন ॥১৮॥

যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা এজগতে বর্ত্তমান থাকিয়াই সংসার জয় করিয়াছেন; যেহেতু তাঁহারা ব্রহ্ম সমত্ব প্রযুক্ত রাগদ্বেষাদি শূন্য। সুতরাং তাঁহারা এই প্রপঞ্চে বর্ত্তমান থাকিলেও সর্ব্বদা ব্রহ্মেই অবস্থিত ॥১৯॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ, স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন ও দেহাদিতে অহংবুদ্ধি শূন্য— ব্রহ্মজ্ঞানী প্রিয় বস্তুর লাভে হর্ষে উৎফুল্ল হন না এবং অপ্রিয় বস্তু লাভ করিয়াও তজ্জন্য বিচলিত হন না ॥২০॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩॥

বাহ্যস্পর্শেষু (বিষয় সুখে) অসক্তাত্মা (অনাসক্ত চিত্ত) সঃ (সেই পুরুষ) আত্মনি [অনুভূয়মানে] (স্ব স্বরূপের অনুভবে) যৎ সুখম্ (যে সুখ) [তৎ আদৌ] (তাহা প্রথমে) বিন্দতি (লাভ করেন) [ততঃ] (অনন্তর) ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইয়া) অক্ষয়ম্ (অক্ষয়) সুখম্ (সুখ) অশ্নুতে (ভোগ করেন) ॥২১॥

[হে] কৌন্তেয় (হে অর্জ্জুন!) যে ভোগাঃ (যে সুখ সমূহ) সংস্পর্শজাঃ (বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জনিত) তে হি (তাহারা) দুঃখযোনয়ঃ এব (দুঃখেরই জনক) আদ্যন্তবন্তঃ (উৎপত্তি বিনাশশীল) [অতঃ] (অতএব) বুধঃ (বিবেকী ব্যক্তি) তেষু (সেই বিষয় সুখে) ন রমতে (রত হন না) ॥২২॥

যঃ (যে ব্যক্তি) শরীরবিমোক্ষণাৎ (শরীর ত্যাগের) প্রাক্ (পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) কামক্রোধোদ্ভবং বেগং (কাম ক্রোধ জনিত মনোনেত্রাদি বিক্ষোভকে) ইহ

ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয়সুখে অনাসক্তচিত্ত সেই ব্রহ্মবিৎপুরুষ স্বস্বরূপের অনুভব দ্বারা যে সুখ তাহা প্রথমে লাভ করেন, তদনন্তর তিনি ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥২১॥

হে কৌন্তেয়! যে সকল সুখ, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত সুখই দুঃখের জনক এবং উৎপত্তি-বিনাশশীল, নিত্য নহে। বিবেকী ব্যক্তি সেই সকল সুখে কখনও প্রীতি অনুভব করেন না ॥২২॥

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥

এব (উদ্ভবের সময়েই) সোঢ়ুং (নিরোধ করিতে) শক্নোতি (পারেন) সঃ (তিনি) যক্তঃ (আত্মসমাহিত), সঃ নরঃ (সেই মনুষ্যই) সুখী (প্রকৃত সুখী) ॥২৩॥

যঃ (যিনি) অন্তঃ সুখঃ (অন্তর্ব্বর্ত্তি আত্মাতেই সুখানুভব করেন) অন্তরারামঃ (অন্তর্ব্বর্ত্তি আত্মাতেই রত) তথা যঃ অন্তর্জ্জ্যোতিঃ এব (সেইরূপ যিনি অন্তর্ব্বর্ত্তি আত্মাতেই দৃষ্টি বিশিষ্ট) সঃ যোগী (সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগী) ব্রহ্মভূতঃ (শুদ্ধ জৈব স্বরূপ লাভ করিয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষরূপ পরমাত্মাকে) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥২৪॥

ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ), ছিন্নদ্বৈধাঃ (নষ্ট সংশয়), যতাত্মানঃ (সংযত চিত্ত), সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (ও সর্ব্বভূতের হিতে রত) ঋষয়ঃ (তত্ত্বদর্শি-গণ) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (মোক্ষ) লভন্তে (লাভ করেন) ॥২৫॥

যিনি জড়দেহ ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা কাম ও ক্রোধের বেগকে উদ্ভব সময়েই সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ যোগযুক্ত, এবং সেই মনুষ্যই প্রকৃত সুখী জানিবে ॥২৩॥

যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখী, অন্তরাত্মাতেই রত এবং অন্তরাত্মা-তেই দৃষ্টিবিশিষ্ট, সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগী নিজের শুদ্ধ জৈবস্বরূপ লাভ করিয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণরূপ মুক্তি (ব্রহ্মপুর প্রবেশ) প্রাপ্ত হন ॥২৪॥

নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত এবং সকল জীবের হিত-কার্য্যে রত তত্ত্বদর্শিগণ এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং (কাম ক্রোধ হীন) বিদিতাত্মনাম্ (ত্বং পদার্থ জ্ঞানী) যতীনাং (যতিগণের) যতচেতসাম্ [সতাম্] (চিত্তোপলক্ষিত লিঙ্গশরীর ক্ষয় হইলে) অভিতঃ (জীবনে ও মরণে সর্ব্বতোভাবে) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্ম নির্ব্বাণ) বর্ত্ততে (হইয়া থাকে) ॥২৬॥

যঃ (যে পুরুষ) [মনঃ প্রবিষ্টান্] (মনে প্রবিষ্ট) বাহ্যান্ স্পর্শান্ (বাহ্য শব্দাদি বিষয়কে) বহিঃ কৃত্বা (মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া) চক্ষুঃ চ এব (চক্ষুকেও) ভ্রুবোঃ (ভ্রূদ্বয়ের) অন্তরে (মধ্যে) [কৃত্বা] (স্থাপন পূর্ব্বক) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসিকা মধ্যে বিচরণকারী) প্রাণাপানৌ (প্রাণও অপান বায়ুকে) সমৌ (কুম্ভক দ্বারা সমতা বিধান) কৃত্বা (করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-সংযমকারী) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষ পরায়ণ) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ রহিত) মুনিঃ

কামক্রোধহীন আত্মস্বরূপ জ্ঞানী যতিগণের চিত্তোপলক্ষিত লিঙ্গ শরীর ক্ষয় হইলে জীবনে ও মরণে সর্ব্বতোভাবেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে ॥২৬॥

যে ব্যক্তি মনে প্রবিষ্ট শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া নাসিকা মধ্যে বিচরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে কুম্ভক দ্বারা সমতা বিধান করতঃ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে জয় পূর্ব্বক মোক্ষ পরায়ণ, এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূর করিতে পারিয়াছেন, আত্মমনন-

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগো
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

(এবং আত্মমননশীল) সঃ (সেই পুরুষ) সদা (সর্ব্বদা) মুক্ত এব (মুক্তই) ॥২৭-২৮॥

যজ্ঞতপসাং (কর্ম্মিগণ কৃত যজ্ঞ ও জ্ঞানিগণ কৃত তপস্যার) ভোক্তারং (পালক অর্থাৎ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর উপাস্য) সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ (সর্ব্ব-লোকের নিয়ন্তা ও উপাস্য—নারায়ণ) সর্ব্বভূতানাং (সমস্ত জীবের) সুহৃদং (কৃপা পূর্ব্বক স্বভক্ত দ্বারা স্বভক্তি উপদেশ দানে হিতকারী অর্থাৎ ভক্তগণের আরাধ্য বান্ধব কৃষ্ণ) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [জীবঃ] (জীব) শান্তিম্ (স্বরূপানন্দ) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥২৯॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

শীল সেই পুরুষই সর্ব্বদা অর্থাৎ জীবিতাবস্থায়ও মুক্তই জানিবে ॥২৭-২৮॥

কর্ম্মিকৃত যজ্ঞ ও জ্ঞানিকৃত তপস্যার ভোক্তা অর্থাৎ তাহাদের উপাস্য, সর্ব্বলোকের অন্তর্যামী ও মুক্তিদাতারূপে উপাস্য পুরুষরূপ আমি (নারায়ণ) এবং সর্ব্বভূতের সুহৃৎ অর্থাৎ ভক্তগণেরও আরাধ্য-বান্ধব আমি (কৃষ্ণ)। এবম্ভূত-স্বরূপ আমাকে জানিয়া জীব স্বরূপানন্দ লাভ করেন ॥২৯॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) যঃ (যে ব্যক্তি) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফলের) অনাশ্রিতঃ (অপেক্ষা না করিয়া) কার্য্যং (অবশ্য করণীয়) কর্ম্ম (শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম) করোতি (করেন) সঃ চ (তিনিই) সন্ন্যাসী (সন্ন্যাসী) যোগী চ (এবং তিনিই যোগী); ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মমাত্র পরিত্যাগীও সন্ন্যাসী নহেন) ন চ অক্রিয়ঃ (বা শারীর কর্ম্মমাত্র পরিত্যাগীও যোগী নহেন) ॥১॥

[হে] পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) [সুধিয়ঃ] (পণ্ডিতগণ) যং (যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে) সন্ন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস করিয়া) প্রাহুঃ (অভিহিত করেন) তম্ [এব] (তাহাকেই) যোগং (অষ্টাঙ্গ যোগ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—যে ব্যক্তি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না রাখিয়া শাস্ত্রবিহিত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল আচরণ করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত যোগী বলিয়া জানিবে। যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মমাত্র পরিত্যাগী তিনিও সন্ন্যাসী নহেন, বা যিনি শারীর কর্ম্মমাত্র পরিত্যাগী তিনিও যোগী নহেন ॥১॥

হে অর্জ্জুন! সুধীগণ যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে সন্ন্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহাকেই তুমি অষ্টাঙ্গ যোগ বলিয়া জানিবে।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪॥

হি (যেহেতু) অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ (ফলাসক্তি ত্যাগ [যাহা নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের বৈশিষ্ট্য] না করিয়া) কশ্চন (কেহই) যোগী (জ্ঞানযোগী বা অষ্টাঙ্গ যোগী) ন ভবতি (হন না) ॥২॥

যোগম্ (নিশ্চল ধ্যান যোগ) আরুরুক্ষোঃ (আরোহণেচ্ছু) মুনেঃ (যোগাভ্যাসকারীর) [তদারোহে] (যোগারোহণে) কর্ম্ম (কর্ম্মই) কারণম্ (কারণ বলিয়া) উচ্যতে (অভিহিত হয়)। তস্যৈব যোগারূঢ়স্য (সেই ব্যক্তিই যোগারূঢ় অর্থাৎ ধ্যাননিষ্ঠ হইলে) শমঃ (সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ) কারণম্ (কারণ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥৩॥

যদা হি (যে কালে) [যোগী] (যোগী) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে) কর্ম্মসু [চ] (এবং তৎসাধন কর্ম্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্তি করেন না) সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী [চ ভবতি] (এবং সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করেন) তদা (তখনই) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে (যোগারূঢ় শব্দ বাচ্য হন) ॥৪॥

যেহেতু, ফলাকাঙ্ক্ষা ও বিষয় ভোগ স্পৃহা পরিত্যাগ (যাহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বৈশিষ্ট্য) না করিয়া কেহই জ্ঞানযোগী বা অষ্টাঙ্গ যোগী বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না ॥২॥

নিশ্চল ধ্যানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির যোগারোহণে প্রথমতঃ কর্ম্মই কারণ বলিয়া কথিত হয়। সেই ব্যক্তিই পরে ধ্যাননিষ্ঠ হইলে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগই তখন তাঁহার ধ্যানযোগে কারণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥৩॥

যে সময়ে যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভোগ্য রূপ রসাদি বিষয় সকলের প্রতি এবং ভোগ সাধন যোগ্য কর্ম্মে আসক্তি করেন

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

আত্মনা (অনাসক্ত মন দ্বারা) আত্মানং (জীবাত্মাকে) উদ্ধরেৎ (সংসার হইতে উদ্ধার করিবে), [আত্মনা] (বিষয়াসক্ত মন দ্বারা) আত্মানম্ (জীবাত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (সংসারে পাতিত করিবে না)। হি (যেহেতু) আত্মা এব (মনই) আত্মনঃ (জীবের) বন্ধুঃ (বন্ধু) আত্মা এব (মনই) আত্মনঃ (জীবের) রিপুঃ (শত্রু) ॥৫॥

যেন আত্মনা (যে জীবাত্মা কর্ত্তৃক) আত্মা (মন) জিতঃ (বশীকৃত হইয়াছে) তস্য (সেই) আত্মনঃ (জীবাত্মার) আত্মা এব (মনই) বন্ধুঃ (বন্ধু); তু (কিন্তু) অনাত্মনঃ (অজিতমনা ব্যক্তির) আত্মা এব (মনই) শত্রুবৎ (শত্রুর ন্যায়) শত্রুত্বে (অপকারে) বর্ত্তেত (প্রবৃত্ত হয়) ॥৬॥

না বিশেষতঃ পূর্ণরূপে সমস্ত সঙ্কল্পের পরিত্যাগ আচরণ করেন, তখনই তিনি যোগারূঢ় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥৪॥

বিষয়ে অনাসক্ত মন দ্বারা জীবাত্মাকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করিবে, কখনও বিষয়াসক্ত মন দ্বারা জীবাত্মাকে সংসারে পাতিত করিবে না। যেহেতু মনই জীবের বন্ধু এবং অবস্থাভেদে আবার সেই মনই শত্রু হইয়া থাকে ॥৫॥

যে জীব নিজের মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার সেই মনই বন্ধু অর্থাৎ বন্ধুর মত হিতকারী; কিন্তু অজিতমনা ব্যক্তির সেই মনই শত্রুর ন্যায় সর্ব্বদা অপকারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৬॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯॥

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে) তথা মানাপমানয়োঃ (এবং মান ও অপমানে) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষ রহিত) জিতাত্মনঃ (জিতমনা যোগীর) আত্মা (আত্মা) পরম্ (অতিশয়) সমাহিতঃ (সমাধিস্থ) [ভবেৎ] (হয়) ॥৭॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা সন্তুষ্ট চিত্ত) কূটস্থঃ (সর্ব্বকাল এক স্বভাবে অবস্থিত) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (এবং মৃত্তিকা, পাষাণ ও সুবর্ণে তুল্য দৃষ্টি) যোগী (যোগী) যুক্তঃ ইতি (আত্মদর্শন যোগ্য বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥৮॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (স্বভাবতঃ হিতাশংসী, কোনরূপ স্নেহবশতঃ হিতকারী, শত্রু, বিবাদস্থলে উপেক্ষক, বিবাদ সমাধানেচ্ছু,

---

শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, এবং মান-অপমান প্রভৃতি বিষয়ে রাগ-দ্বেষ শূন্য এবং বিজিতমনা যোগী ব্যক্তির আত্মা বিশেষ-ভাবে সমাধিস্থ হইয়া থাকে ॥৭॥

শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও সাক্ষাৎ অনুভূতির দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, সদা চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় ও মৃৎপিণ্ড প্রস্তর অথবা সুবর্ণে তুল্যদৃষ্টিবিশিষ্ট যোগী ব্যক্তি আত্মদর্শনযোগ্য বলিয়া কথিত হন ॥৮॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥

দ্বেষপাত্র, বন্ধু) সাধুষু (সাধু) পাপেষু চ অপি (এবং পাপাচারী ব্যক্তি সমূহের প্রতিও) সমবুদ্ধিঃ (তুল্য বুদ্ধি যোগী) বিশিষ্যতে (লোষ্ট্র, পাষাণ ও স্বুবর্ণে সমদৃষ্টি সম্পন্ন যোগী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) ॥৯॥

যোগী (যোগে আরোহণকারী ব্যক্তি) সততম্ (নিরন্তর) রহসি (নির্জ্জন স্থানে) একাকী (সঙ্গ রহিত) স্থিতঃ (অবস্থান পূর্ব্বক) যতচিত্তাত্মা (সংযত চিত্ত, সংযত দেহ যুক্ত), নিরাশীঃ (নিস্পৃহ) অপরিগ্রহঃ (এবং বিষয় পরিগ্রহ রহিত হইয়া) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জীত (সমাধিযুক্ত করিবেন) ॥১০॥

শুচৌ (পবিত্র) দেশে (স্থানে) স্থিরম্ (নিশ্চল) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অতি উচ্চ নয়) ন অতিনীচং (অতি নীচ নয়) চেলাজিনকুশোত্তরম্ (ক্রমান্বয়ে কুশ,

---

স্বভাবতঃ হিতকারী, কোনরূপ স্নেহবশতঃ হিতকামী, শত্রু, উপেক্ষক, বিবাদ সমাধানেচ্ছু, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও পাপাচারী প্রভৃতি সমস্ত জীবের প্রতি সমবুদ্ধিশালী যোগী সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চন যোগী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥৯॥

যোগ সাধন আরম্ভকারী ব্যক্তি নিরন্তর সঙ্গরহিত নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক চিত্ত ও দেহকে সংযত করিয়া এবং আকাঙ্ক্ষা ও বিষয়পরিগ্রহ শূন্য হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন ॥১০॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র দ্বারা রচিত) আত্মনঃ (নিজের) আসনং (আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (সংস্থাপন পূর্ব্বক) তত্র আসনে (সেই আসনে) উপবিশ্য (বসিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযমন পূর্ব্বক) মনঃ (মনকে) একাগ্রং (একাগ্র) কৃত্বা (করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভের জন্য) যোগম্ (সমাধি) যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাস করিবেন) ॥১১-১২॥

কায়শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গলদেশ) সমং (সরল) অচলং (ও নিশ্চলভাবে) ধারয়ন্ (রাখিয়া) স্থিরঃ [সন্] (স্থির হইয়া) স্বং (নিজ) নাসিকাগ্রং (নাসিকার অগ্রভাগ) সংপ্রেক্ষ্য (দর্শন করিয়া অর্থাৎ চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক) দিশঃ চ (ও দিক্ সমূহে) অনবলোকয়ন্ (দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া) প্রশান্তাত্মা (অক্ষুব্ধমনা), বিগতভীঃ (নির্ভয়), ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ) মনঃ সংযম্য (ও মন সংযমন পূর্ব্বক) মচ্চিত্তঃ (চতুর্ভুজ সুন্দরাকৃতি আমাকে চিন্তা

পবিত্র স্থানে অতি উচ্চ না হয় এবং অতি নীচও না হয় এরূপ কুশোপরিস্থ মৃগচর্ম্মাদির আসনের উপর বস্ত্রদ্বারা রচিত নিজের নিশ্চল আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই আসনে উপবেশন করতঃ চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে সংযত করিয়া মনকে একাগ্র করতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য সমাধি অভ্যাস করিবেন ॥১১-১২॥

দেহ-মধ্যভাগ, মস্তক ও গলদেশকে সরল ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া স্থির হইয়া নিজের নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া অক্ষুব্ধমনা, ভয় শূন্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী যোগী পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয়

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥

করিতে করিতে) মৎপরঃ (আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ) যুক্তঃ (যোগী) আসীত (অবস্থান করিবেন) ॥১৩-১৪॥

এবং (উক্ত প্রকারে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জন্ (ধ্যান যোগযুক্ত করিয়া) নিয়তমানসঃ (বিষয় নিবৃত্ত চিত্ত) যোগী (যোগী) মৎ-সংস্থাম্ (আমার জ্যোতিঃ স্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মগতা) নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণ প্রধান) শান্তিং (সংসার উপরতি [নাশ] রূপ মুক্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥১৫॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) অতি অশ্নতঃ তু (অতি ভোজনকারীর) যোগঃ (যোগ অর্থাৎ সমাধি) ন অস্তি (হয় না), একান্তম্ (নিতান্ত) অনশ্নতঃ (অনাহারীরও) ন চ (হয় না), অতিস্বপ্নশীলস্য (অত্যন্ত নিদ্রালুরও) ন চ (হয় না) জাগ্রতঃ এব ন চ (জাগরণকারীরও যোগ-সাধন হয় না ॥১৬॥

বিষয় হইতে সংযমন পূর্ব্বক চতুর্ভুজ স্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্ত্তি চিন্তা করতঃ আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥১৩-১৪॥

এইরূপে সর্ব্বদা মনকে ধ্যানযোগ নিরত করিয়া বিষয়াভিলাষ-নিবৃত্ত-চিত্ত যোগী আমার জ্যোতিঃ স্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মগতা যে নির্ব্বাণ মুক্তি বা সংসার নাশরূপ মোক্ষ, তাহা প্রাপ্ত হন ॥১৫॥

হে অর্জ্জুন! অধিক ভোজনকারী বা নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় বা নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ইঁহাদের মধ্যে কাহারও যোগ-সাধন সম্ভব হয় না ॥১৬॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥

যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিত আহার ও বিহারকারী) কর্ম্মসু (কর্ম্ম সমূহে) যুক্তচেষ্টস্য (নিয়মিত চেষ্টা বিশিষ্ট) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণকারী ব্যক্তির) দুঃখহা (দুঃখহরণে যোগ্য) যোগঃ (যোগ) ভবতি (হয়) ॥১৭॥

যদা (যখন) বিনিয়তং (নিরুদ্ধ) চিত্তম্ (চিত্ত) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (অবস্থান করে) তদা (তখন) সর্ব্বকামেভ্যঃ (সমস্ত কামনা হইতে) নিস্পৃহঃ (বিরত ব্যক্তি) যুক্তঃ ইতি (যোগযুক্ত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥১৮॥

যথা (যেরূপ) নিবাতস্থঃ (বায়ু শূন্য স্থানে অবস্থিত) দীপঃ (প্রদীপশিখা) ন ইঙ্গতে (বিচলিত হয় না) আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগম্ (যোগ) যুঞ্জতঃ (অভ্যাসকারী) যতচিত্তস্য (একাগ্রচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) সা (সেই) উপমা (দৃষ্টান্ত) স্মৃতা (কথিত হয়) ॥১৯॥

নিয়মিত ভাবে আহার, নিয়মিত ভাবে বিহার, কর্ম্ম সকলে নিয়মিত চেষ্টাযুক্ত, পরিমিত নিদ্রা ও পরিমিত জাগরণকারী ব্যক্তিদিগেরই ক্রমশঃ চেষ্টা দ্বারা জড়-দুঃখ-নাশী যোগ সম্ভব হইয়া থাকে ॥১৭॥

যখন যোগীর চিত্তবৃত্তির বহির্ম্মুখতা নিরুদ্ধ হইয়া কেবল আত্মতত্ত্বেই নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে, তখন সমস্ত জড় কামনা শূন্য সেই ব্যক্তি যোগযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥১৮॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥

যত্র (যে সমাধি হইলে) যোগসেবয়া (যোগের অভ্যাস দ্বারা) নিরুদ্ধং (নিরোধ প্রাপ্ত) চিত্তং (চিত্ত) উপরমতে (জড়সম্বন্ধ হইতে উপশম প্রাপ্ত হয়), যত্র চ (এবং যে সমাধিতে) আত্মনা (পরমাত্মাকার অন্তঃকরণ দ্বারা) আত্মানং (পরমাত্মাকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনি এব (তাঁহাতেই) তুষ্যতি (তুষ্ট হন)। যত্র (যে সমাধি হইলে) অয়ং (এই যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (আত্মাকার বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয়) অতীন্দ্রিয়ম্ (বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক রহিত) আত্যন্তিকং (নিত্য) যৎ সুখম্ (যে সুখ) তৎ বেত্তি (তাহা অনুভব করেন), [যত্র] চ (এবং যে সমাধিতে) স্থিতঃ [সন্] (অবস্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (বিচলিত হন না)। যং লব্ধা (যাহাকে লাভ করিলে) অপরং লাভং (অন্য লাভকে) ততঃ (তাহা হইতে) অধিকং (অধিক) ন মন্যতে (মনে করেন না), যস্মিন্ চ (এবং

যেরূপ বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত প্রদীপ (শিখা) কোন প্রকারে বিচলিত হয় না, আত্মতত্ত্বনিবিষ্ট একাগ্রচিত্ত যোগীর চিত্তের দৃষ্টান্ত সেইরূপ জানিবে ॥১৯॥

যে সমাধিতে, যোগের অভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত জড়পদার্থ মাত্রের চিন্তা হইতে বিরতি লাভ করে, এবং যাহাতে পরমাত্মার সহিত মিলনযোগ্য চিত্ত দ্বারা পরমাত্মাকে দেখিয়া তাঁহাতেই পরিতুষ্ট থাকেন; যে সমাধি হইলে এই যোগী আত্মাকার বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয়, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কশূন্য,

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩॥
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥

যাহাতে) স্থিতঃ [সন্] (অবস্থিত হইয়া) গুরুণা (গুরুতর) দুঃখেন অপি (দুঃখ দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না)। দুঃখসংযোগবিয়োগং (যাহাতে দুঃখের সংযোগ হইবামাত্র বিয়োগ হয়) তং (তাহাকে) যোগসংজ্ঞিতম্ (যোগসংজ্ঞা প্রাপ্ত সমাধি বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে); অনির্ব্বিণ্ণচেতসা (অবসাদশূন্যচিত্তে) সঃ যোগঃ (সেই যোগ) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) যোক্তব্যঃ (অভ্যাস করা কর্ত্তব্য) ॥২০-২৩॥

সঙ্কল্পপ্রভবান্ (সঙ্কল্প হইতে জাত) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত বিষয়-কামনাকে) অশেষতঃ (বাসনার সহিত সম্পূর্ণ রূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (বিষয় দোষদর্শী মনের দ্বারাই) সমন্ততঃ (সর্ব্ব বিষয় হইতে) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয় সমূহকে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া) [যোক্তব্যঃ] (সেই যোগ অভ্যাস করিবে) ॥২৪॥

নিত্য যে সুখ, তাহা অনুভব করেন; এবং যাহাতে অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না; যাহাকে (যে সমাধিকে) লাভ করিলে অন্য জড়সম্বন্ধীয় কোনও লাভকে তাহা হইতে অধিক মনে করেন না, এবং যাহাতে অবস্থিত হইয়া দুঃসহ দুঃখ দ্বারাও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না; অতএব যাহাতে দুঃখের সংযোগ মাত্রই বিয়োগ সাধিত হইয়া থাকে, তাহাকেই 'যোগ' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত সমাধি বলিয়া জানিবে। অবসাদশূন্য চিত্তে দৃঢ়তা সহকারে সেই যোগ সাধন করা কর্ত্তব্য ॥২০-২৩॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥

ধৃতি গৃহীতয়া (ধারণা দ্বারা বশীকৃত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি দ্বারা) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং কৃত্বা (আত্মাতে সম্যক্ নিশ্চল করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে অভ্যাস ক্রমে) উপরমেৎ (বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করতঃ সমাধিতে অবস্থান করিবে) কিঞ্চিৎ অপি (অন্য কিছুই) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না) ॥২৫॥

চঞ্চলম্ (চঞ্চল) অস্থিরম্ (সুতরাং অস্থির) মনঃ (মন) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ে) নিশ্চলতি (ধাবিত হয়), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) এতৎ (এই মনকে) নিয়ম্য (প্রত্যাহার করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে) ॥২৬॥

সঙ্কল্প হইতে জাত সমস্ত বিষয়-কামনাকে বাসনার সহিত নিঃশেষভাবে পরিত্যাগ করিয়া, বিষয় বাসনার দোষ-দর্শনকারী মনের দ্বারাই সমস্ত বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিবৃত্ত করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত যোগ অভ্যাস করিবে ॥২৪॥

ধারণা (যোগাঙ্গ বিশেষ) দ্বারা বশীভূত বুদ্ধির সাহায্যে মনকে আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল করিয়া ধীরে ধীরে অভ্যাস-ক্রমে তাহাকে বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করতঃ সমাধিতে অবস্থান করিবে এবং কিছুমাত্রও চিন্তা করিবে না ॥২৫॥

স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির মন, যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতেই যত্নপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে আত্মবশীভূত করিতে হইবে ॥২৬॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥

শান্তরজসং (রজোগুণের বৃত্তি-নিবৃত্ত) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষম্ (রাগাদিদোষ শূন্য) ব্রহ্মভূতম্ (ও ব্রহ্মভাব সম্পন্ন) এনং (এই) যোগিনং হি (যোগীকেই) উত্তমম্ সুখম্ (আত্মানুভবরূপ মহৎ সুখ) উপৈতি (স্বয়ং বরণ করেন) ॥২৭॥

এবং (এইরূপে) আত্মানং (স্ব স্বরূপকে) সদা (সর্ব্বদা) যুঞ্জন্ (যোগের দ্বারা অনুভব করতঃ) বিগতকল্মষঃ (সর্ব্বদোষ শূন্য) যোগী (যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (পরমাত্মার অনুভব রূপ) অত্যন্তং সুখম্ (অপরিমিত সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন) ॥২৮॥

যোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মের সহিত যুক্ত অর্থাৎ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত অন্তঃকরণ) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সর্ব্ব জীবে চেতন দর্শনকারী সেই যোগী) আত্মানং (পরমাত্মাকে) সর্ব্বভূতস্থম্ (সর্ব্বভূতে অবস্থিত) সর্ব্বভূতানি চ (এবং ভূত সমুদয়কে) আত্মনি (পরমাত্মাতে) [স্থিতঃ] (অবস্থিত) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) ॥২৯॥

রজোগুণের ক্রিয়াশূন্য, প্রশান্তচিত্ত, রাগাদিদোষ বর্জ্জিত ও ব্রহ্মভাব সম্পন্ন এই যোগীকে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিরূপ উত্তম সুখ স্বয়ংই আশ্রয় করে ॥২৭॥

এই প্রকার সর্ব্বদা আত্ম-স্বরূপে যোগানুভব দ্বারা বিগত-কল্মষ যোগী অনায়াসে পরমাত্মানুভবরূপ প্রগাঢ় সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ইহাকেই ভক্তি সম্মত যোগ বলা হয়) ॥২৮॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥

যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সর্ব্বত্র (সকল পদার্থে) পশ্যতি (দর্শন করেন), সর্ব্বং চ (এবং সমস্ত প্রপঞ্চ) ময়ি (আমাতে) পশ্যতি (দর্শন করেন), অহং (আমি) তস্য (তাঁহার নিকট) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) স চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্য হন না অর্থাৎ আমার চিন্তা হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না) ॥৩০॥

যঃ (যে যোগী) সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে প্রাদেশ পরিমিত চতুর্ভুজ রূপে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত) মাং (আমাকে) একত্বম্ (অভিন্ন রূপে) আস্থিতঃ (আশ্রয় পূর্ব্বক) ভজতি (শ্রবণ স্মরণাদি দ্বারা ভজন করেন) সঃ যোগী (সেই যোগী) সর্ব্বথা (সর্ব্ব প্রকারে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বা না করিয়া) বর্ত্তমানঃ অপি (অবস্থিত থাকিয়াও) ময়ি [এব] (আমাতেই) বর্ত্ততে (অবস্থিতি করেন) ॥৩১॥

বৃহচ্চেতনের সহিত একীভূত চিত্ত ও সর্ব্বজীবে চেতন সন্দর্শনকারী সেই যোগীপুরুষ, পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত, এবং ভূত সকলকেও পরমাত্মাতে অবস্থিত দর্শন করিয়া থাকেন ॥২৯॥

যে ব্যক্তি আমাকে সমুদয় পদার্থে দর্শন করেন, এবং আমাতেই সকল প্রপঞ্চ (বস্তু) দেখেন, আমি তাঁহার নিকট অদৃশ্য থাকি না, এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না অর্থাৎ আমার চিন্তা হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না ॥৩০॥

যে যোগী সকল জীবের হৃদয়ে প্রাদেশ প্রমাণ চতুর্ভুজাকার পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত আমাকে অভিন্নরূপে আশ্রয়পূর্ব্বক

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২॥

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যে যোগী) আত্মৌপম্যেন (নিজের সাদৃশ্যে) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতের) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ অথবা দুঃখকে) সমং (আপনার [সুখ-দুঃখের] সহিত সমানভাবে) পশ্যতি (দেখেন) সঃ যোগী (সেই যোগী) পরমঃ (সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া) মতঃ (আমার অভিমত) ॥৩২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] মধুসূদন (হে মধুসূদন!) ত্বয়া (আপনা কর্ত্তৃক) সাম্যেন (স্ব-পর সুখ-দুঃখের সম দর্শন রূপ) অয়ং (এই) যঃ যোগঃ (যে যোগ) প্রোক্তঃ (কথিত হইল), [মনসঃ] (মনের) চঞ্চলত্বাৎ (চাঞ্চল্য বশতঃ) অহং (আমি) এতস্য (এই যোগের) স্থিরাম্ (নিত্য) স্থিতিং (স্থিতি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না) ॥৩৩॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি দ্বারা ভজন করেন, সেই যোগী শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করুন বা না করুন সর্ব্বদা তিনি আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন ॥৩১॥

হে অর্জ্জুন! যে যোগী পুরুষ নিজের তুলনায় সমস্ত জীবের সুখ অথবা দুঃখকে সমান দেখেন, অর্থাৎ অন্য জীবের সুখকে নিজ সুখের ন্যায় সুখকর এবং তাহার দুঃখকেও নিজ দুঃখের ন্যায় দুঃখজনক বলিয়া জানেন, সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত ॥৩২॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে মধুসূদন! আপনি নিজের ও পরের সুখ ও দুঃখকে সমদর্শনরূপ এই যে যোগের কথা বলিলেন,

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥

[হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) মনঃ (মন) চঞ্চলং হি (স্বভাবতঃ চঞ্চল), প্রমাথি (বুদ্ধি, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ জনক), বলবৎ (বিচার বুদ্ধি দ্বারাও অনিয়ম্য) দৃঢ়ম্ (ও দুর্ভেদ্য)। [অতঃ] (অতএব) অহং (আমি) তস্য (তাহার অর্থাৎ মনের) নিগ্রহং (নিরোধ) বায়োঃ ইব (আকাশস্থ বায়ু নিরোধের ন্যায়) সুদুষ্করম্ (অত্যন্ত কঠিন) মন্যে (মনে করি) ॥৩৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [হে] মহাবাহো (হে মহাবীর অর্জ্জুন!) মনঃ (মন) দুর্নিগ্রহং (দুঃখে নিগৃহীত হয়) চলম্ (ও চঞ্চল) [ইত্যত্র] (এ বিষয়ে) অসংশয়ম্ (সন্দেহ নাই), তু (কিন্তু) [হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) অভ্যাসেন (সদ্গুরূপদিষ্ট প্রকারে পরমেশ্বর ধ্যানযোগের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন) বৈরাগ্যেন চ (এবং বিষয় বৈরাগ্যের দ্বারা) গৃহ্যতে (বশীকৃত হয়) ॥৩৫॥

মনের চঞ্চলতা বশতঃ আমি এই যোগের নিত্যস্থায়িত্ব দেখিতে পাইতেছি না ॥৩৩॥

হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, বিবেকবতী বুদ্ধি, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অজেয় ও অতিশয় দৃঢ়। সুতরাং আকাশস্থ বায়ুকে যেমন কুম্ভকাদি দ্বারা নিরোধ করা যায় না, সেরূপ অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা সেই চঞ্চল মনের নিরোধও আমি অত্যন্ত কঠিন মনে করি ॥৩৪॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে মহাবীর অর্জ্জুন! মন অতি কষ্টে নিগৃহীত হয় ও চঞ্চল এবিষয়ে সংশয় নাই; কিন্তু হে

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥

অসংযতাত্মনা (অসংযত চিত্ত কর্ত্তৃক) যোগঃ (চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ যোগ) দুষ্প্রাপঃ (দুর্ল্লভ) ইতি (ইহাই) মে (আমার) মতিঃ (বিচার)। তু (কিন্তু) যততা (যত্নশীল) বশ্যাত্মনা (ও সংযত চিত্ত ব্যক্তি) উপায়তঃ (সাধনা দ্বারা) অবাপ্তুম্ শক্যঃ (ইহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন) ॥৩৬॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) [হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস বশতঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (অথচ অল্প যত্ন পুরুষ) যোগাৎ চলিতমানসঃ (অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে যোগ হইতে ভ্রষ্ট চিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিং (যোগের সম্যক্ ফল) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) কাং গতিং (কি গতি) গচ্ছতি (লাভ করেন?) ॥৩৭॥

কুন্তীপুত্র! সদ্‌গুরুর উপদেশ মত পরমেশ্বরের ধ্যানযোগের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস এবং বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের দ্বারা সেই মনকে বশীভূত করা যায় ॥৩৫॥

অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ, দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই আমার বিচার; কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মনকে বশীভূত করিতে যত্নশীল হন, তিনি অবশ্যই যোগসিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥৩৬॥

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস হেতু যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া অল্পযত্নশীল ব্যক্তি, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে যোগ হইতে বিষয়-প্রবণতা বশতঃ বিচলিত

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবোহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥

[হে] মহাবাহো (হে মহাবীর!) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় রূপ পথে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ়) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্মমার্গ ও যোগমার্গ উভয় হইতে বিচ্যুত) [সন্] (হইয়া) ছিন্নাভ্রম্ ইব (খণ্ডিত মেঘের ন্যায়) কচ্চিৎ (কি) [সঃ] (সেই ব্যক্তি) ন নশ্যতি (নষ্ট হয় না?) ॥৩৮॥

[হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) মে (আমার) এতৎ সংশয়ং (এই সন্দেহ) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) ছেত্তুম্ (ছেদন করিতে) [ত্বং] (তুমি) অর্হসি (সমর্থ)। ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্ন) অস্য (এই) সংশয়স্য (সংশয়ের) ছেত্তা (ছেদনকারী) ন হি উপপদ্যতে (আর মিলিবে না) ॥৩৯॥

হইয়া নিশ্চয়ই যোগফল প্রাপ্ত হন না মনে করি, তখন তাঁহার কি গতি লাভ হয়? ॥৩৭॥

হে মহাবাহো! ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ যোগ সাধন পথে ভ্রষ্ট এই ব্যক্তি নিরাশ্রয় এবং কর্ম্মমার্গ ও যোগমার্গ উভয় হইতে বিচ্যুত হইয়া ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয় না কি? ॥৩৮॥

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় সর্ব্বতোভাবে ছেদন (দূর) করিতে আপনি ভিন্ন অপর কেহ সমর্থ হইবে না। অতএব কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমার এই সংশয়টী সম্পূর্ণরূপে ছেদন করুন ॥৩৯॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [হে] পার্থ (হে কুন্তীনন্দন!) তস্য (তাহার) ইহ এব (এই প্রাকৃত লোকে) বিনাশঃ (স্বর্গাদিসুখভ্রংশরূপ বিনাশ) ন বিদ্যতে (নাই) অমুত্র (পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকে) [বিনাশঃ] (পরমাত্মদর্শনভ্রংশরূপ বিনাশ) ন (নাই)। [হে] তাত (হে বৎস!) হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভ-কার্য্যানুষ্ঠানকারী) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তিই) দুর্গতিং (দুর্গতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন না) ॥৪০॥

যোগভ্রষ্টঃ (যোগ হইতে বিচ্যুত পুরুষ) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিগণের) লোকান্ (লোক সমূহ) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বর্ষ) [তত্র] (তথায়) উষিত্বা (বাস করিয়া) শুচীনাং (সদাচার পরায়ণ পবিত্র) শ্রীমতাং (ধনিগণের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্ম গ্রহণ করেন) ॥৪১॥

অথবা (অথবা) যোগিনাম্ (যোগাভ্যাস নিরত) ধীমতাম্ এব (যোগের উপদেশকারিগণেরই) কুলে (বংশে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন)।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! যোগভ্রষ্ট সেই ব্যক্তির এই প্রাকৃত লোকে স্বর্গাদি সুখ হইতে ভ্রংশরূপ বিনাশ নাই, অথবা পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকেও তাহার পরমাত্মদর্শন হইতে ভ্রংশরূপ বিনাশ নাই। হে বৎস! যেহেতু শুভ-কর্ম্মানুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিই দুর্গতিপ্রাপ্ত হন না ॥৪০॥

যোগ হইতে বিচ্যুত সেই ব্যক্তি অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারিগণের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহ লাভ করিয়া বহু বর্ষকাল সেইসব লোকে বাস করতঃ সদাচার পরায়ণ পবিত্র ধনিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৪১॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥

ঈদৃশম্ (এইরূপ) যৎ জন্ম (যে জন্ম) এতৎ হি (ইহা কিন্তু) লোকে (জগতে) দুর্ল্লভতরং (অতি দুর্ল্লভ) ॥৪২॥

[হে] কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন অর্জ্জুন!) [সঃ] (সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ) তত্র (উক্ত দুই প্রকার জন্মেই) পৌর্ব্বদৈহিকম্ (পূর্ব্বজন্ম কৃত) তং (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (পরমাত্মবিষয়িণী বুদ্ধির সহিত সংযোগ) লভতে (লাভ করেন); ততঃ চ (তাহার পর) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) সংসিদ্ধৌ (পরমাত্ম-দর্শনরূপ সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত) যততে (চেষ্টা করেন) ॥৪৩॥

হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) অবশঃ অপি (কোনও বিঘ্নবশতঃ অনিচ্ছুক হইলেও) তেন (সেই যোগবিষয়ক) পূর্ব্বাভ্যাসেন এব (পূর্ব্বজন্মকৃত বল-বান্ অভ্যাস কর্ত্তৃকই) হ্রিয়তে (আকৃষ্ট হন)। যোগস্য (যোগবিষয়ে) জিজ্ঞাসুঃ অপি (জিজ্ঞাসু মাত্র হইয়াও) শব্দব্রহ্ম (বেদোক্ত কর্ম্মমার্গ) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন) ॥৪৪॥

অথবা দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসের পর যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগাভ্যাস নিরত যোগের উপদেশকারিগণেরই গৃহে বা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ স্থানে জন্মলাভ করা দুর্ল্লভতর বলিয়া জানিবে ॥৪২॥

হে কুরুনন্দন! সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, উক্ত দ্বিবিধ জন্মের মধ্যে যে জন্মই লাভ করুন, পূর্ব্বজন্ম কৃত সেই পরমাত্মার ভজন বিষয়ক বুদ্ধির সহিত সংযোগ লাভ করেন। তাহার পর পুনরায় অধিকতরভাবে পরমাত্মার দর্শনরূপ সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত চেষ্টা করেন ॥৪৩॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

প্রযত্নাৎ (পূর্ব্বকৃত যত্ন অপেক্ষা) যতমানঃ (অধিক প্রযত্নশীল) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (সম্যক্ কষায় পরিপাকে বিশুদ্ধচিত্ত) যোগী তু (যোগীও) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (অনেক জন্মে সিদ্ধি লাভ করেন)। ততঃ (অনন্তর) পরাং গতিম্ (স্ব-পরমাত্মদর্শনরূপ মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ) যাতি (লাভ করেন) ॥৪৫॥

যোগী (পরমাত্মার উপাসক) তপস্বিভ্যঃ (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি (ব্রহ্মের উপাসক অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ); যোগী (এবং যোগী) কর্ম্মিভ্যঃ চ (কর্ম্মী অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) [ইতি মে] (ইহাই আমার) মতঃ (অভিমত)। তস্মাৎ

যেহেতু তিনি কোনও অন্তরায় বশতঃ অনিচ্ছুক হইলেও যোগসাধন বিষয়ে পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাস বশেই তাহাতে আকৃষ্ট হন। তিনি যোগসাধনে প্রবৃত্তমাত্র হইয়াও বেদোক্ত সকাম কর্ম্মমার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন ॥৪৪॥

তখন পূর্ব্বকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর প্রযত্নশীল, ও কামনা বাসনারূপ কষায়ের সম্যক্ পরিত্যাগে বিশুদ্ধচিত্ত-যোগী অনেক জন্ম যোগ সাধনার ফলে সিদ্ধিলাভ করিয়া তৎপর তিনি পরমাগতি লাভ করেন ॥৪৫॥

পরমাত্মার উপাসনাকারী যোগী কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মের উপাসকগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ;

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

(অতএব) [হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) [ত্বং] (তুমি) যোগী ভব (যোগী হও) ॥৪৬॥

যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (ভক্তিনিরূপক শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত) মদ্গতেন (আমাতেই আসক্ত) অন্তরাত্মনা (চিত্তদ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (শ্রবণ কীর্ত্তনাদিযোগে সেবা করেন), সঃ (সেই ভক্ত) সর্ব্বেষাং (সকলপ্রকার) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণের অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-তপস্যা-অষ্টাঙ্গযোগ-ভক্তি প্রভৃতি উপায় অবলম্বনকারিগণের মধ্যে) যুক্ততমঃ (সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) [ইতি] (ইহাই) মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥৪৭॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । ইহাই আমার অভিমত জানিবে । হে অর্জ্জুন! অতএব তুমি যোগী হও ॥৪৬॥

যিনি ভক্তিনিরূপক শাস্ত্রে বিশ্বাসযুক্ত এবং আমাতেই আসক্ত মনের দ্বারা আমাকে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যোগে ভজনা করেন—সেই ভক্ত সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত ॥৪৭॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) ময়ি (পরমেশ্বর আমাতে) আসক্তমনাঃ (অভিনিবিষ্টচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ [সন্] (জ্ঞান কর্ম্মাদিনিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া) যোগং (আমার সহিত সংযোগ) যুঞ্জন্ (ধীরে ধীরে লাভ করতঃ) অসংশয়ং (নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া) সমগ্রং (সাধিষ্ঠান, বিভূতি ও সপরিকর) মাং (আমাকে) যথা (যেরূপভাবে) জ্ঞাস্যসি (জানিতে পারিবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥১॥

অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (মাধুর্য্যানুভব সহিত) ইদং জ্ঞানং (এই ঐশ্বর্য্যময় জ্ঞানের কথা) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) বক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে পর) ইহ (এই শ্রেয়ঃপথে অবস্থিত)

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! পরমেশ্বর আমাতে আসক্ত-চিত্ত হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদি নিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমাকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে আমার সহিত সংযোগ লাভ করতঃ নিঃসন্দেহে, অধিষ্ঠান, বিভূতি ও পরিকরাদি সহ আমাকে যে উপায়ে জানিতে পারিবে—তাহা শ্রবণ কর ॥১॥

আমি তোমাকে মাধুর্য্যানুভবের সহিত এই ঐশ্বর্য্যময় জ্ঞানের কথা সমগ্রভাবে বলিব, যাহা জানিবার পর এই শ্রেয়স্কর পথে

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

[তব] (তোমার) ভূয়ঃ (পুনরায়) অন্যৎ (অন্য) জ্ঞাতব্যম্ (জানিবার বিষয়) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিবে না) ॥২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহ) সিদ্ধয়ে (স্ব-পরাত্মদর্শন নিমিত্ত) যততি (যত্ন করেন); যততাম্ (তাদৃশ বহু যত্নকারী) সিদ্ধানাং অপি (স্ব-পরাত্মদর্শী সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যেও) কশ্চিৎ (কেহ) মাং (শ্যামসুন্দরাকার আমাকে) তত্ত্বতঃ (সাক্ষাৎ) বেত্তি (অনুভব করেন) ॥৩॥

ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ) বায়ুঃ (বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অহঙ্কারঃ এব চ (এবং অহঙ্কার) ইতি (এই প্রকারে) ইয়ং (এই) মে (আমার) প্রকৃতিঃ (মায়াশক্তি) অষ্টধা (অষ্টপ্রকারে) ভিন্না (বিভক্তা) ॥৪॥

অবস্থিত তোমার পুনরায় আর কিছুই জানিবার বাকি থাকিবে না ॥২॥

অসংখ্য জীবগণের মধ্যে কখন কেহ কেহ মনুষ্য হয়, সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ স্ব-পরাত্ম অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার দর্শন নিমিত্ত যত্ন করেন; তাদৃশ যত্নশীল স্ব-পরাত্মদর্শী সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যেও কেহ কেহ মাত্র শ্যামসুন্দরাকার আমাকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন ॥৩॥

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই প্রকারে আমার এই মায়াশক্তি অষ্টধা বিভক্ত ॥৪॥*

***মন্তব্য**—এই শ্লোকটি বলার তাৎপর্য্য ভক্তিমতে ভগবৎ-ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকেই জ্ঞান বলে,—জ্ঞানিদের মত দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—জ্ঞান নহে।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥

[হে] মহাবাহো (হে মহাবীর!) ইয়ম্ (বহিরঙ্গাখ্যা প্রকৃতি) অপরা (নিকৃষ্টা) তু (কিন্তু) ইতঃ (ইহা হইতে) অন্যাং (অন্য একটী) জীবভূতাং (জীবস্বরূপা) মে (আমার) প্রকৃতিং (তটস্থাশক্তিকে) পরাম্ (শ্রেষ্ঠা) বিদ্ধি (জানিবে), যয়া (যে চেতনাশক্তি দ্বারা) ইদং জগৎ (এই জগৎ) ধার্য্যত (স্ব কর্ম্ম দ্বারা ভোগার্থ গৃহীত হয়) ॥৫॥

হে মহাবীর অর্জ্জুন! এই বহিরঙ্গা নামক প্রকৃতি নিকৃষ্টা, কিন্তু ইহা হইতে ভিন্ন জীবস্বরূপ আমার তটস্থা শক্তিকে উৎকৃষ্টা বলিয়া জানিবে। যে চেতনা শক্তিদ্বারা এই জগৎ নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা ভোগার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। আমার অন্তরঙ্গাশক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি নিঃসৃত জড়জগৎ, এই উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী বা উপযোগী বলিয়া এই জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি বলা যায় ॥৫॥

অতএব স্বীয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নিরূপণার্থ স্ব-স্বরূপ ও স্বশক্তিগত ভেদপ্রকার এবং তদ্বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। স্ব-স্বরূপগত ভেদ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। "তন্মধ্যে ব্রহ্ম আমার শক্তিগত একটী নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র কোনও স্বরূপ নাই। পরমাত্মাও আমার শক্তিগত আবির্ভাব বিশেষ, (জগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্ববিশেষ) তাহারও কোন নিত্যস্বরূপ নাই। সুতরাং আমার ভগবৎস্বরূপই 'নিত্য'। ঐ ভগবৎস্বরূপে আমার নিত্যশক্তিও তিন প্রকার অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি ও তটস্থা বা জীবশক্তি"। তন্মধ্যে এই শ্লোকটীতে মায়াশক্তির প্রকারভেদ বর্ণন করিতেছেন ॥৪॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

সর্ব্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমরূপ ভূত সমুদয়) এতদ্‌যোনীনি (এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন) ইতি (ইহা) উপধারয় (অবগত হও)। অহং (আমি) কৃৎস্নস্য (সমগ্র) জগতঃ (জগতের) প্রভবঃ (স্রষ্টা) তথা প্রলয়ঃ (ও সংহর্ত্তা) ॥৬॥

[হে] ধনঞ্চয় (হে ধনঞ্জয়!) মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরং (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অস্তি (নাই)। সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায়) ময়ি (আমাতে) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত জগৎ) প্রোতং (গ্রথিত আছে) ॥৭॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) অহম্ (আমি) অপ্সু (জলমধ্যে) রসঃ (রসতন্মাত্ররূপবিভূতি দ্বারা রসের আশ্রয়রূপে অবস্থিত) শশিসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্র ও সূর্য্যে) প্রভা (প্রভারূপ বিভূতিদ্বারা অবস্থিত) সর্ব্ববেদেষু (সমস্ত বেদে) প্রণবঃ (তন্মূলভূত ওঙ্কার) খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দতন্মাত্র) নৃষু (মনুষ্যে) পৌরুষং (উদ্যমরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥৮॥

স্থাবরজঙ্গমরূপ সমস্ত ভূতগণ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতি-দ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞাত হও; আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং সংহারের কারণ জানিবে ॥৬॥

হে অর্জ্জুন! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় এই সমগ্র জগৎ আমাতে গ্রথিত আছে ॥৭॥

হে কুন্তীনন্দন! আমি জলের মধ্যে রসতন্মাত্ররূপ বিভূতি দ্বারা রসের আশ্রয়রূপে অবস্থিত, চন্দ্র ও সূর্য্যে প্রভারূপ বিভূতি দ্বারা

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥

[অহং] (আমি) পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে) পুণ্যঃ গন্ধঃ (অবিকৃত গন্ধ) বিভাবসৌ চ (এবং অগ্নিতে) তেজঃ (তেজোরূপে) অস্মি (অবস্থান করিতেছি)। সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতে) জীবনং (আয়ুরূপে) তপস্বিষু চ (এবং তপস্বিগণের মধ্যে) তপঃ (দ্বন্দ্বসহনাদিরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥৯॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সনাতনম্ (নিত্য) বীজং (প্রধানাখ্য কারণ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে)। অহম্ (আমি) বুদ্ধিমতাম্ (বুদ্ধিমান্‌গণের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) তেজস্বিনাম্ (এবং তেজস্বিগণের) তেজঃ (তেজরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥১০॥

অবস্থিত, সমগ্র বেদে তাহার মূলীভূত ওঙ্কাররূপে, আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপে এবং নরগণের মধ্যে পুরুষাকাররূপে অবস্থিত আছি ॥৮॥

আমি পৃথিবীর মধ্যে পবিত্র গন্ধরূপে, এবং অগ্নিতে তেজোরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। সমগ্র ভূতের মধ্যে আয়ুরূপে এবং তপস্বিগণের মধ্যে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি ॥৯॥

হে পার্থ! আমাকে সমস্ত ভূতের প্রধানাখ্য সনাতন কারণ বলিয়া জানিবে। আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধিস্বরূপে এবং তেজস্বি-দিগের তেজস্বরূপে বর্ত্তমান আছি ॥১০॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্ ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

[হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ!) অহং (আমি) বলবতাং (বলবান্‌গণের) কামরাগবিবর্জ্জিতম্ (স্বজীবিকাদির অভিলাষ ও অধিক তৃষ্ণা শূন্য) বলম্ (সাত্ত্বিক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সামর্থ্য) চ (এবং) ভূতেষু (প্রাণি সমূহে) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মপত্নীতে পুত্রোৎপত্তিমাত্রে উপযোগী) কামঃ (কামরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥১১॥

যে এব (আরও যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) রাজসাঃ চ (রাজসিক) যে চ (এবং যে সকল) তামসাঃ (তামসিক) ভাবাঃ (পদার্থ) [সন্তি] (আছে) তান্ [সর্ব্বান্] (সেই সকলকে) মত্তঃ এব (আমা হইতেই জাত) ইতি (এরূপ) বিদ্ধি (জানিবে) । তেষু (তাহাদিগের মধ্যে) অহং ন [বর্ত্তে] (আমি অবস্থান করি না) তু (কিন্তু) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [বর্ত্তন্তে] (অবস্থান করে) ॥১২॥

হে অর্জ্জুন! আমি বলবান্‌দিগের স্বার্থ ও আসক্তি বর্জ্জিত বল, এবং প্রাণিসমুদয়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্মত কামরূপে অবস্থিত আছি ॥১১॥

আরও যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পদার্থ আছে, সেই সমুদয়ও আমা হইতেই জাত বলিয়া জানিবে। তথাপি সেই সকলের মধ্যে আমি নাই, কিন্তু তাহারা আমার অধীন হইয়া আমাতে বর্ত্তমান আছে ॥১২॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (ত্রিবিধ) গুণময়ৈঃ (গুণময়) ভাবৈঃ (ভাবের দ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বম্ (সমুদয়) জগৎ (জীবজগৎ) মোহিতং (বিমোহিত রহিয়াছে)। [অতএব] এভ্যঃ পরম্ (এই ত্রিগুণের অতীত) অব্যয়ম্ (নির্ব্বিকার) মাম্ (কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে) ন অভিজানাতি (কেহই জানে না) ॥১৩॥

এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) দৈবী (অলৌকিকী) মম (আমার) মায়া (বহিরঙ্গাশক্তি) দুরত্যয়া (দুস্তরা) হি (সুনিশ্চিত), [তথাপি] (তাহা হইলেও) যে (যাঁহারা) মাম্ এব (একমাত্র আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করেন অর্থাৎ আমাতে শরণাগত হন) তে (তাঁহারাই) এতাং (এই দুরতিক্রমণীয়া) মায়াম্ ,(মায়াকে) তরন্তি (অতিক্রম করিতে পারেন) ॥১৪॥

এই তিনটী গুণময় ভাবের দ্বারা এই সকল জীবজগৎ সম্পূর্ণ মোহিত রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নির্গুণ নির্ব্বিকার ভগবৎস্বরূপ আমাকে কেহই জানিতে পারে না ॥১৩॥

এই ত্রিগুণময়ী অলৌকিকী (বিমুখমোহিনী) আমার মায়াশক্তি অতীব দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হন, তাঁহারাই এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন ॥১৪॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

মূঢ়াঃ (কর্ম্মিগণ), নরাধমাঃ (ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরে অনুপযোগিতা জ্ঞানে ভক্তি পরিত্যাগী নরাধমগণ), [শাস্ত্রজ্ঞানসত্ত্বে] মায়য়া (মায়া কর্ত্তৃক) অপহৃতজ্ঞানাঃ (যাহাদের জ্ঞান আবৃত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা নারায়ণ মূর্ত্তিই ভজনীয় ও কৃষ্ণ রামাদি মূর্ত্তি মানুষী মনে করে), আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ (এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণের ন্যায় কুতর্কশরে আমার বিগ্রহ খণ্ডনকারী মায়াবাদিগণ), দুষ্কৃতিনঃ (এই চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃতিগণ অর্থাৎ কুপণ্ডিতগণই) মাং (আমাতে) ন প্রপদ্যন্তে (প্রপন্ন হয় না) ॥১৫॥

[হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতবংশাবতংস!) [হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) আর্ত্তঃ (রোগাদি বিপদ্গ্রস্ত), জিজ্ঞাসুঃ (আত্মজ্ঞানার্থী বা শাস্ত্রজ্ঞানার্থী), অর্থার্থী (ভোগাভিলাষী), জ্ঞানী চ (ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ আত্মবিৎ) [ইতি] চতুর্ব্বিধাঃ জনাঃ (এই চারি প্রকার ব্যক্তি) সুকৃতিনঃ [সন্তঃ] (ভক্তি-প্রভাব যুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন, অর্থাৎ ইহারা কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত) ॥১৬॥

মূঢ় অর্থাৎ পশুতুল্য কর্ম্মিগণ, নরাধম অর্থাৎ ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরে অনুপযোগিতা জ্ঞানে ভক্তি পরিত্যাগী নরাধমগণ, শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বে মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত জ্ঞান অর্থাৎ যাহারা নারায়ণ মূর্ত্তিই ভজনীয় ও কৃষ্ণ রামাদি মূর্ত্তি মানুষী মনে করে, এবং যাহারা আসুরিক ভাবাপন্ন অর্থাৎ জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণের ন্যায় কুতর্কশরে আমার বিগ্রহ খণ্ডনকারী মায়াবাদিগণ এই চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃতিগণই আমার শরণাগত হয় না ॥১৫॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥

তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (আমাতে সমাহিত চিত্ত) একভক্তিঃ (ঐকান্তিক ভক্ত) জ্ঞানী (এতাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (উৎকৃষ্ট)। হি (যেহেতু) অহম্ (শ্যামসুন্দরাকার আমি) জ্ঞানিনঃ (এতাদৃশ জ্ঞানীর) অত্যর্থম্ (অত্যন্ত) প্রিয়ঃ (প্রিয়), সঃ চ (সেও) মম (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥১৭॥

এতে (ইহারা) সর্ব্বে এব (সকলেই) উদারাঃ (ভোগাদি-সঙ্কীর্ণতা-মুক্তচিত্ত—প্রিয়) তু (কিন্তু) জ্ঞানী (শুদ্ধ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি) আত্মা এব (আত্মস্বরূপ-চিদাত্ম-স্বরূপানুভূতি বশতঃ আত্মভূত অর্থাৎ অতিপ্রিয়) [ইতি] (ইহা) মে (আমার) মতম্ (অভিমত), হি (যেহেতু) সঃ (সেই জ্ঞানী) যুক্তাত্মা [সন্] (মদর্পিত চিত্ত হইয়া) মাম্ এব (শ্যামসুন্দরাকার

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন! ক্লেশ-সন্তপ্ত, জ্ঞানান্বেষী, ঐহিক পারত্রিক সুখভোগার্থী ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ আত্মজ্ঞ এই চারিপ্রকার ব্যক্তিই ভক্তিপ্রভাবযুক্ত হইয়া আমার ভজন করেন ॥১৬॥

এই চারিপ্রকার ভক্ত মধ্যে আমাতে সমাহিতচিত্ত ঐকান্তিক ভক্ত—জ্ঞানী উৎকৃষ্ট। যেহেতু শ্যামসুন্দরাকার আমি এই জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং তিনিও আমার প্রিয় হইয়া থাকেন ॥১৭॥

ইহারা সকলেই ভোগাদি-সঙ্কীর্ণতামুক্তচিত্ত, অতএব আমার প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি চিদাত্মস্বরূপানুভূতি বশতঃ আত্মভূত অতএব অতি প্রিয়—ইহাই আমার মত। যেহেতু সেই জ্ঞানী

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥১৯॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥

আমাকেই) অনুত্তমাং (সর্ব্বোত্তম) গতিম্ (প্রাপ্য বলিয়া) আস্থিতঃ (নিশ্চয় করিয়াছেন) ॥১৮॥

বহূনাং (বহু) জন্মনাম্ (জন্মের) অন্তে (পরে) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) সর্ব্বম্ বাসুদেবঃ (সমস্তই বাসুদেবময়) ইতি (এইরূপ জ্ঞান যুক্ত হইয়া) [ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গবশতঃ] মাং প্রপদ্যতে (আমাতে শরণাগত হন)। সঃ (সেই প্রকার) মহাত্মা (মহাত্মাও) সুদুর্ল্লভঃ (অত্যন্ত দুর্ল্লভ) ॥১৯॥

তৈঃ তৈঃ (ভোগ ত্যাগ বিষয়ক সেই সেই) কামৈঃ (কামনা সমূহ দ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (নষ্ট বুদ্ধি ব্যক্তিগণ) তং তং (সেই সেই প্রকার) নিয়মম্ (উপবাসাদি নিয়ম) আস্থায় (অবলম্বন পূর্ব্বক) স্বয়া প্রকৃত্যা (স্বীয় স্বভাব দ্বারা) নিয়তাঃ [সন্তঃ] (বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্য সূর্য্যাদি দেবতার) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে) ॥২০॥

ব্যক্তি আমাতে অর্পিতচিত্ত হইয়া শ্যামসুন্দরাকার আমাকেই সর্ব্বোত্তম প্রাপ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন ॥১৮॥

বহু বহু জন্মের পরে জ্ঞানী ব্যক্তি (যদৃচ্ছাক্রমে তাদৃশ কোনও সাধুসঙ্গের ফলে) সমগ্র চরাচর বিশ্বই বাসুদেবময় বা বাসুদেবাধীন এরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া আমাতে শরণাগত হন। সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ জানিবে ॥১৯॥

ভোগ-ত্যাগাদিবিষয়ক সেই সেই কামনাসমূহে নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, সেই সেই উপবাসাদি নিয়ম স্বীকার পূর্ব্বক স্বকীয়

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

যঃ যঃ (যে যে) ভক্তঃ (ভক্ত) যাং যাং (যেই যেই) তনুং (দেবতারূপ মদীয়া মূর্ত্তিকে) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অর্চ্চিতুম্ (পূজা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ (সেই মূর্ত্তি বিষয়িণী) অচলাং (দৃঢ়) শ্রদ্ধাং (শ্রদ্ধা) অহম্ এব (অন্তর্যামিস্বরূপ আমিই) বিদ-ধামি (বিধান করিয়া থাকি) ॥২১॥

সঃ (সেই ভক্ত) তয়া শ্রদ্ধয়া (সেই দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত) যুক্তঃ [সন্] (যুক্ত হইয়া) তস্যাঃ (সেই দেবতা মূর্ত্তির) আরাধনম্ (আরাধনা) ঈহতে (করিয়া থাকেন)। ততঃ চ (এবং সেই দেবমূর্ত্তি হইতে) ময়া এব (তত্তৎ দেবতান্তর্যামিরূপ আমা কর্ত্তৃকই) হি (নিশ্চিত) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ কামান্ (সেই সেই কাম্যফল) লভতে (লাভ করেন) ॥২২॥

প্রকৃতির বশীভূত হইয়া অন্যান্য সূর্য্যাদি নানা দেবতার ভজন করিয়া থাকে ॥২০॥

যে যে ভক্ত যেই যেই দেবতারূপ আমার মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়িণী দৃঢ়শ্রদ্ধাকে অন্তর্যামিস্বরূপ আমিই বিধান করিয়া থাকি ॥২১॥

সেই ভক্ত মৎপ্রদত্ত সেই দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হইয়া সেই দেবতা মূর্ত্তির আরাধনা করিতে থাকে, এবং সেই দেবতামূর্ত্তি হইতে তাঁহাদেরও অন্তর্যামিরূপ আমা কর্ত্তৃকই বিহিত সেই সেই কাম্যবিষয় সকল লাভ করিয়া থাকে ॥২২॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥২৪॥

তু (কিন্তু) অল্পমেধসাম্ (অল্প বুদ্ধি) তেষাং (সেই দেবতান্তর-যাজিগণের) তৎ ফলং (সেই ফল) অন্তবৎ (বিনাশী) ভবতি (হয়) । দেবযজঃ (দেব পূজকগণ) দেবান্ (সেই সেই দেবতাগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন), মদ্ভক্তাঃ অপি (এবং আমার ভক্তগণ) মাম্ (আমাকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥২৩॥

অবুদ্ধয়ঃ (অবোধ ব্যক্তিগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (নিত্য) অনুত্তমম্ (সর্ব্বোত্তম) পরং (মায়ার অতীত) ভাবম্ (স্বরূপ-জন্ম-গুণ-কর্ম্ম-লীলাদি) অজানন্তঃ (না জানিতে পারিয়া) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই) ব্যক্তিম্ (মায়িক আকারে বসুদেব গৃহে ইদানীং জন্ম) আপন্নং (প্রাপ্ত বলিয়া) মাম্ (আমাকে) মন্যন্তে (মনে করে) ॥২৪॥

কিন্তু পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি সেই সেই দেবতান্তর পূজকগণের সেই প্রাপ্ত ফল বিনাশশীল হয় এবং সেই দেবপূজকগণ সেই সেই দেবতাগণকেই প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হন ॥২৩॥

অবোধ মানবগণ আমার নিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মায়ার অতীত স্বরূপ-জন্ম-গুণ-কর্ম্ম ও লীলাদির তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই মায়িক আকারে বসুদেব গৃহে ইদানীং জন্মপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাকে মনে করে ॥২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥

অহম্ (আমি) যোগমায়া সমাবৃতঃ (যোগমায়া দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত থাকায়) সর্ব্বস্য (সকলের নিকট) প্রকাশঃ (প্রকাশিত) ন [ভবামি] (নহি) [অতঃ] (এইজন্য) অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ (মূঢ় লোকগণ) মাম্ (শ্যামসুন্দরাকার বসুদেবাত্মজ আমাকে) অজম্ (মায়িক জন্মাদি শূন্য) অব্যয়ম্ (ও নিত্য-স্বরূপ বলিয়া) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥২৫॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) অহং (আমি) সমতীতানি (সমস্ত অতীত) বর্ত্তমানানি (বর্ত্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্ত্তি) ভূতানি (স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণিবর্গকে) বেদ (জানি), তু (কিন্তু) কশ্চন (মায়া ও যোগমায়া দ্বারা জ্ঞানের আবরণ হেতু প্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত কেহই) মাম্ (আমাকে) ন চ বেদ (সমগ্র রূপে জানিতে পারে না) ॥২৬॥

আমি যোগমায়া দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকায় সকল লোকের নিকট প্রকাশিত হই না। সুতরাং এই সকল মূঢ়লোক শ্যাম-সুন্দরাকার বসুদেবাত্মজ আমাকে মায়িক জন্মাদি শূন্য ও সনাতন-স্বরূপ বলিয়া ঠিক্ জানিতে পারে না ॥২৫॥

হে অর্জ্জুন! আমি সমস্ত অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালস্থ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় বস্তুই জানি। কিন্তু আমার মায়াশক্তি ও যোগমায়া শক্তির দ্বারা তাহাদের জ্ঞান আচ্ছাদন-হেতু প্রাকৃত মানব বা প্রকৃতির অতীত কেহই আমাকে যথাযথ ভাবে জানিতে পারে না ॥২৬॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮॥

[হে] ভারত [হে] পরন্তপ (হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন!) সর্গে (জগৎ সৃষ্টির আরম্ভেই) সর্ব্বভূতানি (যাবতীয় প্রাণী) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইন্দ্রিয়ানুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইতে সম্যক্ জাত) দ্বন্দ্বমোহেন (সুখ দুঃখাদিদ্বন্দ্বজ অজ্ঞান দ্বারা) সম্মোহং (সম্যক্ রূপে মোহকে) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥২৭॥

তু (কিন্তু) যেষাং (যে সকল) পুণ্যকর্ম্মণাম্ (পুণ্যকর্ম্মের আচরণকারী) জনানাং (ব্যক্তিদিগের) পাপং (পাপ) অন্তগতং (যাদৃচ্ছিক মদ্ভক্ত সঙ্গবশতঃ সম্যক্ নষ্ট হইয়াছে), তে (সেই সকল) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (সুখ দুঃখাদির মোহশূন্য) দৃঢ়ব্রতাঃ (নিষ্ঠা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন) ॥২৮॥

হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভেই সমস্ত প্রাণিগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইতে সমুদ্ভূত সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজ অজ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত মোহ প্রাপ্ত হয় ॥২৭॥

কিন্তু যে সকল পুণ্যাচরণকারী ব্যক্তিগণের পাপ যদৃচ্ছাক্রমে আমার কোনও ভক্তসঙ্গের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সুখ দুঃখাদিদ্বন্দ্বজ মোহশূন্য নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আমার ভজন করেন ॥২৮॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

যে (যাঁহারা) জরামরণমোক্ষায় (জরামরণ হইতে মুক্তির কামনায়) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় পূর্ব্বক) যতন্তি (সাধন করেন), তে (তাঁহারা) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) কৃৎস্নম্ (সমস্ত) অধ্যাত্মং (জীবাত্মাকে) অখিলম্ কর্ম্ম চ (এবং নানাবিধ কর্ম্ম জন্য জীবের সংসারকে) বিদুঃ (অবগত হন) ॥২৯॥

যে চ (আর যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত) সাধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞের সহিত) মাম্ (আমাকে) বিদুঃ (জানেন), তে (সেই সকল) যুক্তচেতসঃ (আমাতে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণ) প্রয়াণ-কালে অপি (মৃত্যু কালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানিতে পারেন) ॥৩০॥

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

যাঁহারা জরামরণরূপ সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভার্থ আমাকে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, তাঁহারা সেই ব্রহ্মকে, সমগ্র জীবাত্মাকে এবং নানাবিধ কর্ম্মজন্য পুনঃ পুনঃ জীবের সংসার দুঃখকে জানিতে পারেন ॥২৯॥

আর যাঁহারা অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন আমাতে আসক্তচিত্ত সেই ব্যক্তিগণ মরণ সময়েও আমাকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না ॥৩০॥

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

তারকব্রহ্মযোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) কিং (কি?) অধ্যাত্মং কিম্ (অধ্যাত্ম কি?) কর্ম্ম কিং (কর্ম্ম কি?), অধিভূতং চ (এবং অধিভূত) কিং প্রোক্তম্ (কাহাকে বলে?) কিম্ চ (কাহাকেই বা) অধিদৈবং (অধিদৈব) উচ্যতে (বলা যায়?)। [হে] মধুসূদন (হে মধুসূদন!) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ কঃ (অধিযজ্ঞ কে?) অস্মিন্ [দেহে] (এবং এই দেহে) কথং (কি প্রকারে) [স্থিতঃ] (অবস্থান করেন?) প্রয়াণকালে চ (এবং মরণ কালে) নিয়তাত্মভিঃ (সমাহিত চিত্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক) [ত্বং] (তুমি) কথং (কিরূপে) জ্ঞেয়ঃ অসি (জ্ঞেয় হও?) ॥১-২॥

অর্জ্জুন বলিলেন—হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? এবং অধিভূত কাহাকে বলে? কাহাকেই বা অধিদৈব বলা যায়? হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? এবং এই দেহে কি প্রকারে অবস্থিত আছেন? এবং মরণকালে সংযতচিত্ত মানবগণ কর্ত্তৃক তুমি কি প্রকারে জ্ঞেয় হও? ॥১-২॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) পরমং অক্ষরং (পরম নিত্য-তত্ত্বই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), স্বভাবঃ (শুদ্ধজীব) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (স্থূলসূক্ষ্মভূতদ্বারা মনুষ্যাদি দেহের জনক) বিসর্গঃ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্ম শব্দে কথিত হয়) ॥৩॥

[হে] দেহভৃতাং বর (হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) ক্ষরঃ (বিনাশী) ভাবঃ (পদার্থ) অধিভূতং (অধিভূত শব্দে কথিত), পুরুষঃ (আদিত্যাদি দেবতার অধিষ্ঠাতা সমষ্টি বিরাট্ পুরুষ) অধিদৈবতম্ (সমস্ত দেবতার অধিপতি বলিয়া অধিদৈবত শব্দ বাচ্য), অহম্ এব চ (এবং আমিই) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ (অন্তর্যামিরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও তৎ ফল দাতা বলিয়া অধিযজ্ঞ) ॥৪॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—বিনাশ-রহিত এবং অবস্থান্তর-শূন্য তত্ত্বই ব্রহ্ম, শুদ্ধজীব অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়। স্থূলসূক্ষ্ম ভূতের দ্বারা মনুষ্যাদি দেহের জনক দেবতা উদ্দেশে ত্যাগ অর্থাৎ দান যজ্ঞাদিই কর্ম্মনামে অভিহিত হয় ॥৩॥

হে জীবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! ক্ষণভঙ্গুর দেহাদি পদার্থকে অধিভূত বলা যায়, আদিত্যাদি দেবতার অধিষ্ঠাতা সমষ্টি বিরাট্ পুরুষই সমস্ত দেবতার অধিপতি বলিয়া অধিদৈবত নামে অভিহিত হন। এবং আমিই এই সকল জীবদেহে অন্তর্যামিরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও তৎফলদাতা বলিয়া অধিযজ্ঞ নামে কথিত হই ॥৪॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥৭॥

অন্তকালে চ (মরণ সময়েও) যঃ (যিনি) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরন্ (চিন্তা করিয়া) কলেবরম্ (শরীর) মুক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) প্রয়াতি (প্রস্থান করেন), সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমার স্বভাব) যাতি (প্রাপ্ত হন)। অত্র (এই বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) নাস্তি (নাই) ॥৫॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) [যঃ] (যিনি) যং যং বা অপি (যেই যেই) ভাবং (পদার্থ) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) অন্তে (মৃত্যুকালে) কলেবরম্ (দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করেন), সদা (সর্ব্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (সেই সেই পদার্থের ভাবনায় তন্ময় চিত্ত হইয়া) তং তম্ এব (সেই সেই পদার্থই) এতি (প্রাপ্ত হন) ॥৬॥

তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বেষু কালেষু (সকল সময়ে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মর (নিরন্তর স্মরণ কর), যুধ্য চ (এবং স্বধর্ম্ম যুদ্ধ কর)। ময়ি

মৃত্যুকালেও আমাকেই চিন্তা করিতে করিতে শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি প্রয়াণ করেন, তিনিই আমার স্বভাব লাভ করেন। ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥৫॥

হে কুন্তীপুত্র! মরণকালে যে ব্যক্তি যেই যেই পদার্থকে চিন্তা করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করেন, সর্ব্বদা সেই পদার্থের ভাবনায় তন্ময়চিত্ত হেতু তিনি সেই সেই পদার্থকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৬॥

অতএব সর্ব্বকালে আমাকে স্মরণ কর, এবং স্বধর্ম্ম যুদ্ধ কর।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥

(আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (পাইবে) [অত্র] (এবিষয়ে) অসংশয়ঃ (কোনও সংশয় নাই) ॥৭॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত) ন অন্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (মনের দ্বারা) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়) পরমং পুরুষং (পরম পুরুষকে) অনুচিন্তয়ন্ (অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া) [যোগী] (যোগী) [তমেব] (সেই পরম পুরুষকেই) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥৮॥

যঃ (যিনি) কবিং (সর্ব্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (কৃপাপূর্ব্বক স্বভক্তিশিক্ষক) অণোঃ অণীয়াংসম্ (অণু হইতেও অতি সূক্ষ্ম) সর্ব্বস্য ধাতারম্ (সমস্ত বস্তুর ধারক অর্থাৎ পরমমহৎ পরিমাণ) অচিন্ত্যরূপম্ (অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ) আদিত্যবর্ণং

আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ পূর্ব্বক কার্য্য করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৭॥

হে পার্থ! অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত অনন্যগামী মনের দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে যোগী ব্যক্তি সেই পরম পুরুষকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥৮॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, কৃপাপূর্ব্বক নিজভক্তি শিক্ষাদান-কারী, অণুপরিমাণ হইতেও অতি সূক্ষ্ম, তৎসত্ত্বেও সমস্ত

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তোযোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

(সূর্য্যবৎ স্ব-পরপ্রকাশক স্বরূপবিশিষ্ট) তমসঃ পরস্তাৎ (প্রকৃতির অতীত) [পুরুষং] (পরম পুরুষকে) প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) যোগ-বলেন (যোগাভ্যাস বলে) অচলেন মনসা (অচঞ্চল মনের দ্বারা) ভক্ত্যা যুক্তঃ (নিরন্তর স্মরণরূপ ভক্তিযুক্ত হইয়া) ভ্রুবোঃ মধ্যে চ (এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) সম্যক্ আবেশ্য (স্থিরভাবে স্থাপন করিয়া) অনু-স্মরেৎ (চিন্তা করেন) সঃ (তিনি) তং (সেই) দিব্যম্ (জ্যোতির্ম্ময়) পরং (পরম) পুরুষম্ এব (পুরুষকেই) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥৯-১০॥

বেদবিদঃ (বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (ব্রহ্মের বাচক ওঁকার) বদন্তি (বলেন), বীতরাগাঃ (বিষয়বাসনাহীন) যতয়ঃ (যতিগণ)

পদার্থের ধারক অর্থাৎ সর্ব্ব বৃহৎ পরিমাণ; অপ্রাকৃত রূপশালী অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ, তাহা হইলেও আদিত্যের মত স্ব-পর-প্রকাশক স্বরূপবিশিষ্ট এবং মায়াতীত স্বরূপ সেই পরম-পুরুষকে মরণ সময়ে যোগাভ্যাস বলে নিশ্চল মনের দ্বারা নিরন্তর স্মরণরূপ ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) প্রাণকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন পূর্ব্বক অনুস্মরণ (চিন্তা) করেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় সেই পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৯-১০॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
য প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥

যৎ (অক্ষর বাচ্য যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন) যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (পাইবার জন্য) [ব্রহ্মচারিণঃ] (ব্রহ্মচারিগণ) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) চরন্তি (পালন করেন) তৎ (সেই) পদং (প্রাপ্য বস্তুর কথা) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (উপায়ের সহিত) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ॥১১॥

সর্ব্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারসমূহ) সংযম্য (বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া) মনঃ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিরোধ পূর্ব্বক) মূর্দ্ধ্নি (ভ্রূদ্বয়-মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগধারণাম্ আস্থিতঃ (সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক) ওম্ ইতি (ওম্ এই) একাক্ষরং (একাক্ষর) ব্রহ্ম (ব্রহ্মবাচক শব্দ) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মরন্ (অনুক্ষণ স্মরণ করতঃ) দেহং ত্যজন্ (দেহ ত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন) সঃ (তিনি) পরমাং গতিম্ (আমার সালোক্য) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥১২-১৩॥

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে ব্রহ্মের বাচক ওঙ্কার বলিয়া থাকেন, নিস্পৃহ যতি সকল অক্ষর বাচ্য যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন, সেই প্রাপ্য বস্তুর বিষয় তোমাকে উপায়ের সহিত বলিতেছি ॥১১॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার সকলকে বিষয় গ্রহণ হইতে সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ পূর্ব্বক, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে স্থাপন ও আত্মবিষয়ক সমাধি অবলম্বন করতঃ ওম্ এই

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥
মামুপেত্য পুনর্জন্মদুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) অনন্যচেতাঃ (কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধন বা স্বর্গাপবর্গাদি সাধ্যে নিস্পৃহচিত্ত হইয়া) যঃ (যিনি) সততং (দেশকালাদি শুদ্ধি নিরপেক্ষভাবে) নিত্যশঃ (সর্ব্বদা) মাং (আমাকে) স্মরতি (স্মরণ করেন) তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (নিত্যমদ্যোগাভিলাষী) যোগিনঃ (দাস্য সখ্যাদি সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুখ লভ্য হই) ॥১৪॥

পরমাং সংসিদ্ধিং (আমার লীলার পরিকরত্ব) গতাঃ (প্রাপ্ত) মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (লাভ করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) দুঃখালয়ম্ (দুঃখপূর্ণ) অশাশ্বতম্ (অনিত্য) জন্ম (জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (পরিগ্রহ করেন না) ॥১৫॥

একাক্ষর ব্রহ্ম বাচক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে, আমাকে অনুক্ষণ স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, তিনি আমার সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১২-১৩॥

হে পার্থ! কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধন বা স্বর্গাপবর্গাদি সাধ্যে স্পৃহাশূন্য চিত্ত হইয়া, যিনি দেশকালাদির শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচার-নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যমদ্যোগাভিলাষী দাস্য সখ্যাদি সম্বন্ধবিশিষ্ট ভক্তের পক্ষে আমি সুখলভ্যই হইয়া থাকি ॥১৪॥

আমার লীলার পরিকরত্ব প্রাপ্ত মহাত্মা ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার দুঃখের নিলয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম কখনও গ্রহণ করেন না ॥১৫॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন) লোকাঃ (সমস্ত লোক বা লোকবাসীই) পুনঃ আবর্ত্তিনঃ (পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল), তু (কিন্তু) [হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (আশ্রয় করিলে) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥১৬॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তম্ (চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহঃ (যে দিন) যুগসহস্রান্তাং (এবং চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত) রাত্রিং (রাত্রি) [যে] (যাঁহারা) বিদুঃ (অবগত আছেন) তে (সেই সকল) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) অহোরাত্রবিদঃ (দিবারাত্রিবিৎ) ॥১৭॥

অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন সমুপস্থিত হইলে) অব্যক্তাৎ (নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্রহ্মা হইতে) সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (শরীর-ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয়-

---

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন সমস্ত লোক অথবা লোকবাসী জীবগণই পুনরাবৃত্তিশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায় জন্ম হয় না ॥১৬॥

সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার একদিন এবং সেইরূপ সহস্র চতুর্যুগ পরিমিত কাল ব্রহ্মার রাত্রি বলিয়া যাঁহারা অবগত আছেন সেই সকল ব্যক্তিগণই প্রকৃত অহোরাত্রবেত্তা ॥১৭॥*

***মন্তব্য**— দেবমানে একযুগ = মানবগণের চতুর্যুগ জানিবেন ॥১৭॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

ভোগস্থান প্রভৃতির সহিত সমস্ত প্রজা) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়), [পুনঃ] (পুনরায়) রাত্র্যাগমে (রাত্রিকাল সমাগত হইলে) অব্যক্তসংজ্ঞকে (অব্যক্ত সংজ্ঞক) তত্র এব (সেই ব্রহ্মাতেই) প্রলীয়ন্তে (লয় পায়) ॥১৮॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূতগ্রামঃ (প্রাণিগণ) অবশঃ [সন্] (কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া) অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবসাগমনে) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রির আগমনে) প্রলীয়তে (লয় প্রাপ্ত হয়) [পুনঃ অহরাগমে] (পুনরায় দিবস আগত হইলে) প্রভবতি (উৎপন্ন হয়) ॥১৯॥

তু (পরন্তু) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ (সেই অব্যক্ত [হিরণ্যগর্ভ] হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) অন্যঃ (তদ্বিলক্ষণ) অব্যক্তঃ (চক্ষুরাদির অগোচর) সনাতনঃ (অনাদি) যঃ (যে) ভাবঃ (পদার্থ) [অস্তি] (আছেন), সঃ (তিনি) সর্ব্বেষু

ব্রহ্মার দিন সমুপস্থিত হইলে সুপ্তোত্থিত সেই ব্রহ্মা হইতে শরীর-ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয়-ভোগস্থান প্রভৃতির সহিত সমস্ত প্রজাগণ উৎপন্ন হয়, পুনরায় রাত্রিকাল সমাগত হইলে অব্যক্ত সংজ্ঞক সেই ব্রহ্মাতেই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয় ॥১৮॥

হে পার্থ! সেই এই প্রাণিসকলই কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া ব্রহ্মার দিবসাগমনে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয় আবার ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে প্রলীন হয়। আবার ব্রহ্মার দিবস উপস্থিত হইলে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১৯॥

কিন্তু সেই অব্যক্ত ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ অন্য, চক্ষু-কর্ণাদি জীবেন্দ্রিয়ের অগোচর সনাতন যে পদার্থ আছেন, তিনি—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২॥

ভূতেষু (হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী) নশ্যৎসু (নষ্ট হইলেও) ন বিনশ্যতি (নষ্ট হন না) ॥২০॥

[সঃ] (সেই) অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি [চ] উক্তঃ (অব্যক্ত অক্ষর শব্দে কথিত হন) তম্ (তাঁহাকে) পরমাং গতিম্ (পরম প্রাপ্য) আহুঃ (বলা হয়) । যং প্রাপ্য (যাঁহাকে পাইয়া) [জীবাঃ] (জীবগণ) ন নিবর্ত্তন্তে (সংসারে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তৎ (তাহাই) মম (আমার) পরমং ধাম (পরম ধাম বলিয়া) [বিদ্ধি] (জানিবে) ॥২১॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) ভূতানি (সমস্ত ভূতগণ) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (অভ্যন্তরে অবস্থিত) যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বম্ (সমস্ত জগৎ) ততম্ (পরিব্যাপ্ত), সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষ) [অহং] (আমি) অনন্যয়া (কর্ম্ম জ্ঞান যাগাদি সম্পর্ক রহিত ঐকান্তিকী) ভক্ত্যা তু (ভক্তি দ্বারাই) লভ্যঃ [ভবামি] (লভ্য হইয়া থাকি) ॥২২॥

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সমুদয় প্রাণী নষ্ট হইলেও বিনষ্ট হন না ॥২০॥

সেই অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া উক্ত হন, (বেদান্ত সকল) তাঁহাকে পরমগতি বলিয়া থাকেন । যাঁহাকে পাইলে সংসারে পুনরায় আসিতে হয় না তাহাই আমার পরমধাম জানিবে ॥২১॥

হে পার্থ! সমুদয় ভূতগণ যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে, এবং যাঁহার দ্বারা এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত,

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

[হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) যত্র কালে তু (যে কালোপ-লক্ষিত মার্গে) প্রয়াতাঃ (গমন করিলে অর্থাৎ মৃত্যু হইলে) যোগিনঃ (যোগিগণ ও কর্ম্মিগণ) অনাবৃত্তিম্ (অনাবৃত্তি) আবৃত্তিং চ (ও আবৃত্তি) যান্তি (লাভ করেন) [অহং] (আমি) তং কালং এব (সেই কালই) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥২৩॥

[যত্র] (যে মার্গে) অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (অগ্নি ও জ্যোতিঃ শব্দে অর্চ্চির অভিমানিনী দেবতা), অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা), শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা) উত্তরায়ণম্ ষণ্মাসাঃ (ছয়মাস পরিমিত উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা) [অবস্থিতঃ] (অবস্থান করেন) তত্র (সেই মার্গে) প্রয়াতাঃ (গমনকারী অর্থাৎ দেহত্যাগকারী) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥২৪॥

সেই পরম পুরুষ আমি কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির সম্পর্কশূন্য একমাত্র ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই লভ্য হইয়া থাকি ॥২২॥

হে ভরতর্ষভ! যে কালোপলক্ষিত মার্গে গমনকারী অর্থাৎ মৃত যোগিগণ বা কর্ম্মিগণ জন্ম নিবৃত্তি ও পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, আমি তোমাকে সেই কালদ্বারা উপলক্ষিত মার্গের কথা বলিতেছি ॥২৩॥

অগ্নি বা সূর্য্যাদি জ্যোতিযুক্ত দিবাভাগে শুক্লপক্ষে উত্তরায়ণকালে দেহত্যাগকারী জ্ঞানিগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৪॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

[যত্র] (যে মার্গে) ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) তথা (এবং) দক্ষিণায়নম্ ষণ্মাসাঃ (ছয়মাস পরিমিত দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা) [অবস্থিতঃ] (অবস্থিত) তত্র (সেইমার্গে) [প্রয়াতঃ] (গমনকারী অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগকারী) যোগী (কর্ম্মিপুরুষ) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (স্বর্গলোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) নিবর্ত্ততে (পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকেন) ॥২৫॥

জগতঃ (জগতের জ্ঞানকর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণের) এতে (এই) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) গতী (পথদ্বয়) শাশ্বতে হি (নিত্য বলিয়াই) মতে (প্রসিদ্ধ আছে) । একয়া (একটীর দ্বারা) অনাবৃত্তিম্ (মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হয়) অন্যয়া (অন্যটীর দ্বারা) পুনঃ আবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ সংসারে আসে) ॥২৬॥

অন্ধকারযুক্ত রাত্রিকালে, কৃষ্ণপক্ষে ও দক্ষিণায়নকালে দেহত্যাগকারী কর্ম্মযোগী স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবর্ত্তন করেন ॥২৫॥

জগতস্থ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে এই শুক্লমার্গ ও কৃষ্ণমার্গ নামক পথ দুইটী নিত্য বলিয়াই সর্ব্ববাদিসম্মত । শুক্লমার্গ দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ করেন, কৃষ্ণমার্গ দ্বারা পুনরায় সংসারে জন্ম হইয়া থাকে ॥২৬॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে তারকব্রহ্মযোগো
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) এতে (এই) সৃতী (মার্গদ্বয়) জানন্ (অবগত হইয়া) কশ্চন যোগী (কোনও ভক্তিযোগী) ন মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হন না)। তস্মাৎ (অতএব) [হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বদা) [ত্বং] (তুমি) যোগযুক্তঃ (সমাহিত চিত্ত) ভব (হও) ॥২৭॥

বেদেষু (বেদে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে) তপঃসু (তপস্যায়) দানেষু চ এব (এবং দানে) যৎ (যেই) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (উক্ত হইয়াছে), যোগী (ভক্তিমান্ ব্যক্তি) ইদং (আমার ও আমার ভক্তির মাহাত্ম্য) বিদিত্বা (অবগত হইয়া) তৎসর্ব্বম্ (সেই সকল ফল) অত্যেতি (অতিক্রম

হে পার্থ! এই শুক্ল-কৃষ্ণ-পথদ্বয় অবগত হইয়া কোনও ভক্তিযোগী মোহপ্রাপ্ত হন না। সুতরাং হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা সেই মার্গদ্বয়ের অতীত অনন্য ভক্তিযোগ অবলম্বন কর ॥২৭॥

বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে যে সকল পুণ্যফল উক্ত হইয়াছে, ভক্তিমান্ পুরুষ আমার ও আমার প্রতি ভক্তির

করেন) চ (এবং) পরং (উৎকৃষ্ট) আদ্যম্ (অপ্রাকৃত) স্থানম্ (স্থান) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥২৮॥

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

বৈশিষ্ট্য বিদিত হইয়া সেই সমস্ত ফল অতিক্রম করিয়া তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত আমার ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৮॥

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজগুহ্যযোগ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) ইদং (এই) গুহ্যতমং (অত্যন্ত গোপনীয়) জ্ঞানং (আমার কীর্ত্তনাদি শুদ্ধ ভক্তিরূপ জ্ঞান) অনসূয়বে (অমৎসর) তে (তোমাকে) বিজ্ঞানসহিতং তু (আমার সাক্ষাৎ অনুভব পর্য্যন্তই) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (সংসার বা ভক্তি প্রতিবন্ধক সমস্ত অমঙ্গল হইতে) ত্বং (তুমি) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥১॥

ইদম্ (এই জ্ঞান) রাজবিদ্যা (বিদ্যা সমূহের রাজা) রাজগুহ্যং (গোপনীয় জ্ঞান সমূহের রাজা) উত্তমম্ (অতিশয়) পবিত্রম্ (পবিত্র), প্রত্যক্ষাবগমং

শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই অতি গূঢ় আমার কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তিরূপ জ্ঞান অসূয়াশূন্য তোমাকে বিজ্ঞান অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎ অনুভবের সহিত বলিতেছি, যাহা অবগত হইলে সংসার বা ভক্তির প্রতিবন্ধক সকল অমঙ্গল হইতে মুক্তি লাভ করিবে ॥১॥

এই জ্ঞান বিদ্যাসমূহের রাজা, গোপনীয় জ্ঞান সমূহেরও রাজা, অতিশয় পবিত্র, অতীন্দ্রিয় হইলেও (সেবোন্মুখ-ইন্দ্রিয়ের)

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩॥
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪॥

(প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়) ধর্ম্ম্যং (সমস্ত ধর্ম্মসাধক) কর্ত্তুম্ সুসুখং (অতি সুখসাধ্য) অব্যয়ম্ [চ] (এবং অবিনশ্বর বলিয়া) [বিদ্ধি] (জানিবে) ॥২॥

[হে] পরন্তপ (হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন!) অস্য ধর্ম্মস্য (মদ্ভক্তিরূপ এই ধর্ম্মের প্রতি) অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাশূন্য) পুরুষাঃ (পুরুষগণ) মাং (আমাকে) অপ্রাপ্য (লাভ করিতে না পারিয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুময় সংসার পথে) নিবর্ত্তন্তে (সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করে) ॥৩॥

অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তিস্বরূপ) ময়া (আমার দ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বং জগৎ (সমুদয় জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত), সর্ব্বভূতানি (সমস্তভূতই) মৎস্থানি (পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ আমাতে অবস্থিত)। অহং চ (কিন্তু আমি) তেষু (সেই সমুদয়ে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি) ॥৪॥

প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়, সমস্ত ধর্ম্মসাধক, অতি সুখসাধ্য ও নির্গুণ বলিয়া জানিবে ॥২॥

হে পরন্তপ! আমার ভজনরূপ এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা-রহিত মানবগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় এই সংসারে পরিভ্রমণ করে ॥৩॥

আমি অপ্রকাশিত ভাবে এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত ও সমুদয় পদার্থ আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু আমি সেই সমুদয়ে অবস্থিত নহি ॥৪॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭॥

মে (আমার) ঐশ্বরম্ যোগম্ (অসাধারণ অঘটন-ঘটনা-চাতুর্য্য) পশ্য (দর্শন কর)। ভূতানি ন চ মৎস্থানি (ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে) মম (আমার) আত্মা (আত্মস্বরূপ) ভূতভৃৎ (ভূতগণের ধারক) ভূত-ভাবনঃ চ (এবং ভূতগণের পালক), [কিন্তু] ন ভূতস্থঃ (ভূতমধ্যে অব-স্থিত নহে) ॥৫॥

বায়ুঃ (বায়ু) সর্ব্বত্রগঃ (সর্ব্বত্র গমনশীল) মহান্ [অপি] (মহৎ পরিমাণ হইলেও) যথা (যেরূপ) নিত্যং (সর্ব্বদা) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত), তথা (সেরূপ) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূতগণ) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (নিশ্চয় কর) ॥৬॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব্বভূতানি (সমস্ত ভূতগণ) মামিকাম্ (আমার) প্রকৃতিং (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে)

অথবা তাহারাও আমাতে অবস্থিত নহে—আমার এই প্রকার অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপ ঐশ্বরিকভাব দর্শন কর। অর্থাৎ আমার আত্মস্বরূপই ভূতগণের ধারক ও ভূতগণের পালক হইয়াও তাহাতে আবদ্ধ নহে ॥৫॥

বায়ু সর্ব্বত্র গমনশীল ও মহান্ হইলেও যেরূপ সর্ব্বদা আকাশে অবস্থিত থাকিয়াও তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না এবং আকাশও বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইভাবে ভূতগণ আমাতে অবস্থিত ইহা জানিও ॥৬॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥১০॥

যান্তি (লয়প্রাপ্ত হয়), পুনঃ (পুনরায়) কল্পাদৌ (কল্পারম্ভে) তানি (সেই ভূত সকলকে) অহম্ (আমি) বিসৃজামি (বিশেষভাবে সৃষ্টি করি) ॥৭॥

[অহং] (আমি) স্বাম্‌প্রকৃতিং (নিজ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত স্বভাববশে) অবশং (কর্ম্মাদি পরবশ) ইমং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) ভূতগ্রামম্ (ভূত সমষ্টিকে) পুনঃ পুনঃ (বার বার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥৮॥

[হে] ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) তেষু কর্ম্মসু (সেই সকল সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে) অসক্তং (আসক্তিরহিত) উদাসীনবৎ আসীনং চ (এবং উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি কর্ম্মাণি (সেই সকল বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥৯॥

হে কুন্তীপুত্র! প্রলয় সময়ে এই সমুদয় ভূতগণ আমার মায়া নামক প্রকৃতিতে লীন হয়। পুনরায় কল্পারম্ভে সেইসব ভূত-গণকে আমি বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥৭॥

আমি স্বীয় মায়া নামক প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন-কল্পের কর্ম্মনিমিত্ত স্বভাববশতঃ কর্ম্মাদি পরবশ এই সমস্ত ভূতগণকে বারম্বার সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥৮॥

হে ধনঞ্জয়! সেই সমস্ত সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে আসক্তিশূন্য এবং উদাসীনের মত অবস্থিত আমাকে সেই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্যসকল বন্ধন করিতে পারে না ॥৯॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) ময়া অধ্যক্ষেণ (আমাকে অধ্যক্ষ অর্থাৎ নিমিত্ত স্বরূপে লাভ করিয়া) প্রকৃতিঃ (আমার মায়াশক্তি) সচরাচরম্ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক) [জগৎ] (ব্রহ্মাণ্ড) সূয়তে (প্রসব করে), অনেন হেতুনা (এই কারণে) জগৎ (জগৎ) বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়) ॥১০॥

মূঢ়াঃ (অবিবেকী মানবগণ) মম (আমার) মানুষীং তনুম্ (মনুষ্যাকৃতি শ্রীবিগ্রহ) আশ্রিতম্ (আশ্রিত) ভাবম্ (তত্ত্বই) পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ) [ইতি] (ইহা) অজানন্তঃ (জানিতে না পারিয়া) ভূতমহেশ্বরম্ (সর্ব্বভূতের মহান্ ঈশ্বর) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করে) ॥১১॥

[তে] (তাহারা) মোঘাশাঃ (নিষ্ফল কামনাবিশিষ্ট), মোঘকর্ম্মাণঃ (নিষ্ফল কর্ম্মা) মোঘজ্ঞানাঃ (বৃথা জ্ঞানী) বিচেতসঃ [চ] (ও বিক্ষিপ্তচিত্ত) [ভবন্তি] (হইয়া থাকে)। [এবং] মোহিনীং (মোহজনক) রাক্ষসীম্ (তামস) আসুরীং চ (ও রাজস) প্রকৃতিং এব (স্বভাবকেই) শ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া থাকে) ॥১২॥

হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় আমার মায়াশক্তিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব প্রসব করে, এবং এই হেতু অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু মাত্রই বিনাশশীল বলিয়া জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১০॥

অবিবেকী মনুষ্যগণ আমার যে মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ ইহা না বুঝিয়া সর্ব্বভূতের মহেশ্বররূপ আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥১১॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) তু (কিন্তু) মহাত্মানঃ (ভগবদ্ভক্তিনিরত মহাত্মাগণ) দৈবীং প্রকৃতিং (দেব স্বভাবকে) আশ্রিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) অনন্যমনসঃ (অনন্যচিত্তে) মাং (মনুষ্যাকৃতি আমাকেই) ভূতাদিম্ (ভূতগণের কারণ) অব্যয়ম্ [চ] (ও অবিনশ্বর) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজন করেন) ॥১৩॥

[তে] (তাঁহারা) সততং (দেশ, কাল ও পাত্রশুদ্ধি নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা) মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ (আমার নাম রূপাদি কীর্ত্তনকারী), যতন্তঃ (আমার স্বরূপগুণাদি নির্ণয়ে যত্নশীল) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (এবং অপতিত ভাবে একাদশ্যাদি ও নামগ্রহণাদি নিয়ম পালনকারী হইয়া) নমস্যন্তঃ চ (আমাকে নমস্কারাদি সর্ব্ববিধ ভক্তিপূর্ব্বক) নিত্যযুক্তাঃ (ভবিষ্যতে আমার নিত্য

সেই মূঢ়লোকগণ বিফল আশা, বৃথা কর্ম্মী, নিষ্ফল জ্ঞানী ও বিবেকবিহীন হইয়া মোহজনক তামসী বা রাজসী স্বভাবকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১২॥

হে পার্থ! কিন্তু মহাত্মাগণ দৈবী-প্রকৃতিকে আশ্রয়পূর্ব্বক আমাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া মনুষ্যাকৃতি আমাকেই সর্ব্বভূতের কারণ ও সনাতন-স্বরূপ জানিয়া সেবা করিয়া থাকেন ॥১৩॥

তাঁহারা কাল, দেশ ও পাত্রের শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচারশূন্য হইয়া সর্ব্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি কীর্ত্তনরত, আমার স্বরূপ গুণাদি নির্ণয়ে যত্নশীল এবং অপতিত ভাবে একাদশ্যাদি ও নাম গ্রহণাদি নিয়ম পালনকারী হইয়া আমার

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬॥

সংযোগ আকাঙ্ক্ষায়) ভক্ত্যা (ভক্তিযোগ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (ভজনা করেন) ॥১৪॥

অপি চ (আর) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা) যজন্তঃ (যজনকারী) অন্যে (অপর অহংগ্রহোপাসকগণ) একত্বেন (অভেদ চিন্তন দ্বারা), [অন্যে] (অন্য প্রতীকোপাসকগণ) পৃথক্ত্বেন (বিষ্ণুই আদিত্যাদি-রূপে অবস্থিত এইরূপ ভেদচিন্তা দ্বারা) [অন্যে চ] (এবং অন্য বিশ্বরূপো-পাসকগণ) বহুধা (বহু প্রকারে) বিশ্বতোমুখম্ (বিশ্বরূপ) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥১৫॥

অহং (আমি) ক্রতুঃ (অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ) অহং (আমি) যজ্ঞঃ (বৈশ্বদেবাদি স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞ) অহম্ (আমি) স্বধা (পিতৃলোক উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি) অহম্ (আমি) ঔষধম্ (ওষধিজাত অন্ন) অহম্ (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র), অহম্ (আমি) আজ্যম্ (ঘৃতাদি) অহং (আমি) অগ্নিঃ (অগ্নি) অহং এব (আমিই) হুতম্ (হোমক্রিয়া) ॥১৬॥

প্রতি নমস্কারাদি সর্ব্ববিধ ভক্তি আচরণ করতঃ ভবিষ্যতে আমার সহিত নিত্য সংযোগের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে উপাসনা করেন ॥১৪॥

আর জ্ঞানমার্গীয় উপাসকগণ কেহ কেহ আমার সহিত নিজের অভেদত্ব, কেহ বা আমার সহিত দেবতান্তরের অভেদত্ব, কেহ বা আমার সহিত আমার বিশ্ববিভূতির অভেদ ভাবনাপূর্ব্বক নানাপ্রকারে আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন ॥১৫॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥১৭॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥১৯॥

অহম্ (আমি) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) পিতা (পিতা), মাতা (মাতা), ধাতা (কর্ম্মফলপ্রদাতা), পিতামহঃ (পিতামহ), বেদ্যং (জ্ঞেয় বস্তু), পবিত্রম্ (শুদ্ধি সম্পাদক) ওঙ্কারঃ (প্রণব), ঋক্ (ঋগ্বেদ), সাম (সামবেদ) যজুঃ এব চ (এবং যজুর্ব্বেদও আমিই) ॥১৭॥

[অহং] (আমি) গতিঃ (কর্ম্মফল) ভর্ত্তা (পতি) প্রভুঃ (নিয়ন্তা) সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা) নিবাসঃ (আশ্রয়স্থান) শরণং (রক্ষক) সুহৃৎ (নিরুপাধি-হিতকারী) প্রভবঃ (সৃষ্টি) প্রলয়ঃ (প্রলয়) স্থানং (ও স্থিতিক্রিয়া) নিধানং (আকর) অব্যয়ম্ বীজম্ (অবিনাশিকারণ) ॥১৮॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) অহম্ (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি) অহং (আমি) বর্ষং (বারিবর্ষণ) উৎসৃজামি (করিয়া থাকি) নিগৃহ্লামি চ

আমি অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌতযজ্ঞ, আমি বৈশ্বদেবাদি স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞ, আমি পিতৃগণ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃতাদি, আমি অগ্নি এবং আমিই হোমক্রিয়া ॥১৬॥

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফলবিধাতা, পিতামহ, জ্ঞেয় বস্তু, শুদ্ধি-সম্পাদক প্রণব, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ—এই সবই আমি ॥১৭॥

এবং আমিই সকলের গতি, পতি, নিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা, আশ্রয়স্থান, রক্ষক, নিরুপাধি-হিতকারী, সৃষ্টি, সংহার ও স্থিতিক্রিয়া, আকর বীজস্বরূপ অব্যয়-পুরুষ ॥১৮॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥

(এবং কখনও তাহা আকর্ষণ করিয়া থাকি) অহম্ এব (আমিই) অমৃতং (মোক্ষ) মৃত্যুঃ চ (এবং মৃত্যু), সৎ (স্থূল) অসৎ চ (ও সূক্ষ্ম সমুদয় বস্তু)॥১৯॥

ত্রৈবিদ্যাঃ (বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান পরায়ণ) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষ সোমপানকারী) পূতপাপাঃ (নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ) মাং (ইন্দ্রাদিরূপ আমাকে) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞ দ্বারা) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গলোক) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন) তে (তাঁহারা) পুণ্যম্ (পুণ্যফল-স্বরূপ) সুরেন্দ্রলোকম্ (ইন্দ্রলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তম) দেবভোগান্ (দেবোচিতসুখ) অশ্নন্তি (ভোগ করেন) ॥২০॥

হে অর্জ্জুন! আমি সূর্য্যস্বরূপে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ দান করি, বর্ষাকালে আমি বারিবর্ষণ করিয়া থাকি, আবার কখনও কখনও বর্ষণকে আকর্ষণ করিয়া থাকি। আমিই মোক্ষ এবং মৃত্যু, স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদয় বস্তু ॥১৯॥

বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ বেদবিহিত যজ্ঞসমূহ দ্বারা ইন্দ্রাদিরূপে আমাকেই পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমপান পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোক প্রার্থনা করেন; তাঁহারা তখন পুণ্যফল স্বরূপ দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্যভোগসকল ভোগ করিয়া থাকেন ॥২০॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

তে (তাঁহারা) তং (সেই) বিশালং (বিপুল) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোকের সুখ) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্যক্ষয়ে) মর্ত্ত্যলোকং (মর্ত্ত্যলোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন); এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্ম্মম্ (বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানে তৎপর) কামকামাঃ (ভোগেচ্ছু মানবগণ) গতাগতং (সংসারে যাতায়াত) লভন্তে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥২১॥

অনন্যাঃ (অন্য কামনা-রহিত) মাং চিন্তয়ন্তঃ (আমার চিন্তা-নিরত) যে জনাঃ (যে সকল ব্যক্তিগণ) পর্য্যুপাসতে (সর্ব্বতোভাবে আমারই উপাসনা করেন), তেষাং (সেই) নিত্যাভিযুক্তানাং (নিত্য সংযোগকামিগণের) যোগক্ষেমং (যোগ অপ্রাপ্য ধনাদি লাভ, ক্ষেম সেইসব রক্ষা এই উভয় কার্য্যই) অহং (আমি) বহামি (বহন করিয়া থাকি) ॥২২॥

তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোকের সুখ ভোগ করিয়া পুণ্য-ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন; এইরূপে বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুসরণকারী কামকামী ব্যক্তিগণ সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত বা জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২১॥

অনন্যভাবযুক্ত আমার চিন্তানিরত যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বতো-ভাবে একমাত্র আমারই উপাসনা করেন, সেই সকল মদেক-নিষ্ঠ ভক্তগণের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ভার আমিই বহন করিয়া থাকি ॥২২॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) যে (যে সকল ব্যক্তি) অন্যদেবতা-ভক্তাঃ অপি (অন্য দেবতার ভক্ত হইয়াও) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধা সহকারে) যজন্তে (পূজা করেন), তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্ব্বকম্ (মৎ-প্রাপকবিধি ব্যতিরেকে) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করেন) ॥২৩॥

হি (যেহেতু) অহং এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সমস্ত যজ্ঞের) ভোক্তা চ (ভোক্তা) প্রভুঃ চ (এবং ফলদাতা) তু (কিন্তু) তে (তাহারা) মাম্ (আমাকে) তত্ত্বেন (যথার্থরূপে) ন অভিজানন্তি (জানিতে পারে না), অতঃ (এইজন্য) [পুনঃ] (পুনরায়) চ্যবন্তি (জন্মগ্রহণ করে) ॥২৪॥

দেবব্রতাঃ (দেবপূজকগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃকার্য্যনিরতগণ) পিতৃন্ (পিতৃগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন), ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকগণ) ভূতানি (ভূতগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন),

---

হে কৌন্তেয়! যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাহারাও আমারই পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা অবিধিপূর্ব্বক ॥২৩॥

যেহেতু আমিই যজ্ঞ সমূহের ভোক্তা এবং ফলদাতা। কিন্তু তাহারা আমাকে উক্ত স্বরূপে জানিতে পারে না সুতরাং পুনরায় জন্মাদি লাভ করিয়া থাকে ॥২৪॥

অন্যদেব পূজকগণ সেই সেই দেবতাকে লাভ করেন, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণগণ পিতৃলোক গমন করেন, ভূতপূজক-

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭॥

মদ্‌যাজিনঃ (এবং আমার পূজকগণ) মাম্ অপি (আমাকেই) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥২৫॥

যঃ (যিনি) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত) মে (আমাকে) পত্রং (পত্র) পুষ্পং (পুষ্প) ফলং (ফল) তোয়ং (ও জল) প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন), অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (আমার ভক্তিপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত) [তস্য] (সেই ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতম্ (ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত) তৎ (সেই পত্রাদি) অশ্নামি (সমস্তই ভক্ষণ করি অর্থাৎ অতি প্রীতির সহিত যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ করি) ॥২৬॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) [ত্বং] (তুমি) যৎ (লৌকিক বা বৈদিক যে কর্ম্ম) করোষি (কর), যৎ (যাহা কিছু) অশ্নাসি (ভোজন কর), যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর), যৎ (যাহা কিছু) দদাসি (দান

গণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন, এবং আমার পূজকগণ আমাকেই লাভ করেন ॥২৫॥

যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি, আমার প্রতি ভক্তিপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত সেই ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত সেই পত্রাদি সমস্তই ভক্ষণ করিয়া থাকি অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া যথাযোগ্য ভাবে গ্রহণ করি ॥২৬॥

হে কৌন্তেয়! তুমি লৌকিক বা বৈদিক যে সকল কর্ম্ম কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা কিছু দান কর,

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

কর), যৎ (যে) তপস্যসি (ব্রতাদি কর); তৎ (তাহা সমস্তই) মদর্পণম্ (আমাতে যে প্রকারে অর্পিত হয় সেইরূপ ভাবে) কুরুষ্ব (কর) ॥২৭॥

এবং (এইরূপে) [কর্ম্ম কুর্ব্বন্] (সমস্ত কর্ম্ম করিলে) শুভাশুভফলৈঃ (শুভ বা অশুভ ফলরূপ) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মবন্ধন সমূহ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে)। সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (কর্ম্মফল ত্যাগরূপ যোগযুক্তমনা তুমি) বিমুক্তঃ [সন্] (মুক্তগণের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হইয়া) মাম্ উপৈষ্যসি (আমার নিকট গমন করিবে) ॥২৮॥

অহং (আমি) সর্ব্বভূতেষু (সমস্ত ভূতের প্রতি) সমঃ (তুল্য ভাবাপন্ন) [অতএব] মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (শত্রু) ন অস্তি (নাই), প্রিয়ঃ [চ] ন [অস্তি] (এবং প্রিয়ও নাই); তু (কিন্তু) যে (যাঁহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) ভজন্তি (ভজনা করেন), তে (তাঁহারা) ময়ি

যে ব্রতাদি কর; সে সমুদয়ই আমাতে যেভাবে অর্পিত হয় সেরূপে কর ॥২৭॥

এইরূপে লৌকিক বা বৈদিক সমস্ত কর্ম্ম করিলেও তজ্জন্য শুভাশুভ ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন সকল হইতে তুমি মুক্ত হইবে এবং মনে কর্ম্মফলের আসক্তি না থাকা হেতু তুমি মুক্তগণের মধ্যেও বিশিষ্টতা লাভ করিয়া আমার নিকট গমন করিবে ॥২৮॥

আমি সকল জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন, সুতরাং আমার কোনও শত্রু নাই অথবা প্রিয়ও নাই। তথাপি যাঁহারা আমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে যেমন

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

(আমাতে) [যথা আসক্তাঃ] (যেরূপ আসক্ত), অহম্ অপি চ (আমিও) তেষু (তাঁহাদিগের প্রতি) [তথা আসক্তঃ] (সেইরূপ আসক্ত থাকি) ॥২৯॥

চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (অতি কুৎসিত আচার ব্যক্তিও) অনন্যভাক্ [সন্] (কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-গত অন্য ভজন পরিত্যাগ করিয়া) মাম্ (কেবলমাত্র আমাকেই) ভজতে (ভজন করেন), সঃ (তিনি) সাধুঃ এব (সাধু বলিয়াই) মন্তব্যঃ (মান্য হন) হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (উত্তম নিশ্চয় বিশিষ্ট) ॥৩০॥

[সঃ] (মদ্ভজনকারী সেই ব্যক্তি) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্ম্মাত্মা (সদাচার-ভূষিত) ভবতি (হন), শশ্বৎ (সর্ব্বদাই) শান্তিং (অনর্থোপশম জনিত সুখ) নিগচ্ছতি (সুষ্ঠুরূপে প্রাপ্ত হন)। [হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (কখনও বিনষ্ট হয় না) [ইতি] (ইহা) প্রতিজানীহি (প্রতিজ্ঞা কর—ঘোষণা কর) ॥৩১॥

সর্ব্বদা আসক্ত থাকেন, আমিও তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ আসক্ত থাকি ॥২৯॥

যদি অত্যন্ত দুরাচার সম্পন্ন ব্যক্তিও কর্ম্ম-জ্ঞানাদিগত অন্য পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পুমর্থবোধে অনন্যচিত্তে আমাকেই ভজনা করেন, তবে তিনি সাধু বলিয়াই মাননীয় হন, যেহেতু তিনি উত্তম নিশ্চয় করিয়াছেন ॥৩০॥

তিনি শীঘ্রই সদাচারভূষিত হইয়া নিত্যা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! তুমি ঘোষণা পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে আমার ভক্তের কখনও বিনাশ নাই ॥৩১॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) যে অপি (যাহারা) পাপ-যোনয়ঃ (অন্ত্যজাদি যোনিতে উৎপন্ন) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী) বৈশ্যাঃ (বৈশ্য) তথা শূদ্রাঃ (এবং শূদ্র) স্যুঃ (হইয়াছে) তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া) হি (নিশ্চয়ই) পরাং গতিম্ (পরমাগতি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥৩২॥

পুণ্যাঃ (পবিত্র) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) তথা (এবং) রাজর্ষয়ঃ (ক্ষত্রিয়-গণ) ভক্তাঃ [সন্তঃ] (ভক্ত হইয়া) [পরাং গতিং যান্তি] (পরম গতি লাভ করিবেন) কিং পুনঃ (তাহাতে আর কথা কি?) [অতএব] অনিত্যম্ (অনিত্য) অসুখং (দুঃখপূর্ণ) ইমং (এই) লোকম্ (মনুষ্যদেহ) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) মাম্ (আমাকে) ভজস্ব (ভজনা কর) ॥৩৩॥

হে পার্থ! যাহারা অন্ত্যজাদির বংশে উৎপন্ন, স্ত্রীজাতি, বৈশ্যজাতি বা শূদ্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও আমাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া উত্তমগতি লাভ করে ॥৩২॥

সুতরাং পবিত্র ব্রাহ্মণগণ বা ক্ষত্রিয়গণ ভক্ত হইয়া যে পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন সে সম্বন্ধে আর কথা কি আছে?

মন্মনাঃ (মদ্‌গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার সেবক) মদ্‌যাজী [চ] (ও আমার পূজা পরায়ণ) ভব (হও)। মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর)। এবম্ (এইরূপে) আত্মানং (মন ও দেহ) যুক্ত্বা (আমাতে অর্পণপূর্ব্বক) মৎপরায়ণঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৩৪॥

ইতি নবম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

অতএব অনিত্য ও দুঃখকর এই মনুষ্যদেহ—বহু যোনি ভ্রমণের পর প্রাপ্ত হইয়া—আমাকেই আরাধনা কর ॥৩৩॥

আমাতে দত্ত-চিত্ত, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও আমার অর্চ্চনে নিরত হও এবং আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে মন ও দেহ আমাতে অর্পণ পূর্ব্বক আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥৩৪॥

ইতি নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগ

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [হে] মহাবাহো (হে মহাবীর অর্জ্জুন!) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে (আমার) পরমং (উৎকৃষ্ট) বচঃ (বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর) । যৎ (যেহেতু) প্রীয়মাণায় (প্রেমবান্) তে (তোমাকে) অহম্ (আমি) হিতকাম্যয়া (হিতকামনায়) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥১॥

সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মে (আমার) প্রভবং (সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্ববিলক্ষণ জন্ম) ন বিদুঃ (জানেন না), মহর্ষয়ঃ ন (মহর্ষিগণও জানেন না) । হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) দেবানাং (দেবতাদিগের) মহর্ষীণাং চ (ও মহর্ষিগণের) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেই) আদিঃ (আদি কারণস্বরূপ) ॥২॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো! পুনর্ব্বার আমার উত্তম বাক্য শ্রবণ কর । যেহেতু প্রিয়পাত্র তোমাকে আমি তোমার মঙ্গল কামনা করিয়াই ইহা বলিব ॥১॥

সমস্ত দেবতাগণ আমার প্রকৃষ্ট বা সর্ব্ববিলক্ষণ জন্ম জানেন না, মহর্ষিগণও জানেন না । যেহেতু আমি দেবতাদিগের ও মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকারেই আদি কারণ ॥২॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥

যঃ (যিনি) মাম্ (দেবকীপুত্র আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অনাদিং (কারণ রহিত) লোকমহেশ্বরম্ চ (ও ভূত সকলের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া) বেত্তি (জানেন); সঃ (তিনি) মর্ত্ত্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহ বর্জ্জিত হইয়া) সর্ব্বপাপৈঃ (ভক্তিবিরোধী সমস্ত পাপ হইতে) প্রমুচ্যতে (মুক্ত হন) ॥৩॥

বুদ্ধিঃ (সূক্ষ্মার্থনিশ্চয় সামর্থ্য), জ্ঞানম্ (আত্ম অনাত্ম বিবেক), অসংমোহঃ (ব্যগ্রতার অভাব), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), সত্যং (যথার্থ ভাষণ), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম), শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় সংযম), সুখং (সুখ), দুঃখং (দুঃখ), ভবঃ (জন্ম), অভাবঃ (মৃত্যু), ভয়ং চ (ভয়), অভয়ং এব চ (এবং অভয়); অহিংসা (অহিংসা) সমতা (নিজের তুলনায় সর্ব্বত্র সুখ দুঃখ দর্শন), তুষ্টিঃ (সন্তোষ), তপঃ (বেদোক্ত কায়ক্লেশ), দানং (দান),

---

যিনি দেবকীপুত্ররূপে জাত আমাকে, জন্মরহিত সর্ব্বাদি ও ভূতসকলের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনিই সমস্ত মনুষ্যলোকের মধ্যে সম্যক্ মোহরহিত হইয়া পাপ সমুদয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥৩॥

বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্যভাষণ, বাহ্য ইন্দ্রিয়-গণের নিগ্রহ, অন্তরস্থ ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয় ও অভয়, অহিংসা, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, তুষ্টি, তপস্যা,

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

যশঃ (সুখ্যাতি) অযশঃ [চ] (ও অখ্যাতি) ভূতানাং (প্রাণিবর্গের) [এতে] (এই সমস্ত) পৃথগ্বিধাঃ (নানাপ্রকার) ভাবাঃ (ভাব) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥৪-৫॥

সপ্ত মহর্ষয়ঃ (মরীচ্যাদি সপ্ত মহর্ষিগণ) পূর্ব্বে (তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী) চত্বারঃ (সনকাদি চারিজন) তথা মনবঃ (এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনুগণ) [এতে] (ইঁহারা সকলেই) মদ্ভাবাঃ (আমার প্রভাব সম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (এবং হিরণ্যগর্ভরূপী আমার মন হইতে উৎপন্ন), লোকে (এই পৃথিবীতে) ইমাঃ প্রজাঃ (এই দৃশ্যমান ব্রাহ্মণাদি প্রজাসমূহ) যেষাং (যাঁহাদের অর্থাৎ তাঁহাদেরই বংশজাত পুত্রাদি ক্রমে এই পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে) ॥৬॥

যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই) বিভূতিং (বিভূতি) যোগং চ (ও ভক্তিযোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (জ্ঞাত আছেন), সঃ (তিনি) অবিকল্পেন (নিশ্চল) যোগেন (তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হন); অত্র (এই বিষয়ে) ন সংশয়ঃ [অস্তি] (সন্দেহ নাই) ॥৭॥

দান, যশ ও অযশ, প্রাণিমাত্রের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪-৫॥

মরীচ্যাদি সপ্ত মহর্ষি, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি ব্রহ্মর্ষি চতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু ইঁহারা সকলেই আমার প্রভাব সম্পন্ন এবং হিরণ্যগর্ভরূপী আমার মন হইতে উৎপন্ন। এই ব্রহ্মাণ্ডে এই সকল দৃশ্যমান ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি প্রজাসমূহই তাঁহাদের বংশজাত ॥৬॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

অহং (আমি) সর্ব্বস্য (ব্রহ্ম, পরমাত্ম, ভগবদাদি সর্ব্ব কারণেরও) প্রভবঃ (উৎপত্তি অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ং ভগবান্), মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (চিদচিৎ জগচ্চেষ্টা ও বেদাদি শাস্ত্র প্রভৃতি) প্রবর্ত্ততে (প্রবর্ত্তিত হয়), ইতি (এই রহস্য) মত্বা (উপলব্ধি করিয়া) বুধাঃ (সুমেধগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (দাস্যসখ্যাদিভাবযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করেন) ॥৮॥

[তে] (তাঁহারা) মচ্চিত্তাঃ (আমাতে নিবেদিতাত্মা) মদ্‌গতপ্রাণাঃ (মদাত্মভূতা) পরস্পরম্ (পরস্পর) বোধয়ন্তঃ (স্বরূপগত ভাব বিনিময় করিতে করিতে) মাং কথয়ন্তঃ চ [সন্তঃ] (আমার কথা আলোচনা করিতে করিতে) নিত্যং (সর্ব্বদা) তুষ্যন্তি চ (তুষ্ট হন) রমন্তি চ (এবং মধুর রস আস্বাদন করেন) ॥৯॥

যিনি আমার এই বিভূতি ও ভক্তিযোগ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তিনি নিশ্চল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৭॥

আমি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও নারায়ণেরও আকরতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ কৃষ্ণ, আমা হইতেই চিদচিদ্ বিলাসময় বিশ্ব, তচ্চেষ্টা ও উদ্দেশ্য সাধ্য-সাধনময় বেদাদি শাস্ত্র সমস্তই প্রবর্ত্তিত—এই রহস্য বিচারপর সুমেধগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদয় উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাগভক্তি অবলম্বনে আমার ভজন করিয়া থাকেন ॥৮॥

আমাতে নিবেদিতাত্মা ও মদাত্মভূত ভক্তগণ পরস্পর আমার কথা আলোচনা ও আমার সম্বন্ধীয়-ভাবের আদান প্রদান

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

[অহং] (আমি) সততযুক্তানাং (নিত্য আমার সংযোগ কামনাশীল) প্রীতিপূর্ব্বকম্ (ও স্নেহ পূর্ব্বক) ভজতাং (ভজনকারী) তেষাং (তাঁহা-দিগকে) তং (সেই) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) দদামি (দান করি) যেন (যদ্দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (নিকটে পাইতে পারেন) ॥১০॥

তেষাম্ এব (তাঁহাদেরই) অনুকম্পার্থম্ (প্রেমাধীন হইয়াই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ [সন্] (তাঁদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া) ভাস্বতা (উজ্জ্বল) জ্ঞানদীপেন (মৎসাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞান দ্বারা) অজ্ঞানজং (অদর্শন জন্য) তমঃ (মোহরূপ অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি) ॥১১॥

করিতে করিতে সর্ব্বদা স্বরূপগত বাৎসল্য মাধুর্য্যাদি রস আস্বাদন করিয়া পরিতোষ লাভ করেন ॥৯॥

আমি সেই সর্ব্বদা আমার আত্মভূত ও প্রেমপূর্ব্বক ভজন-শীল ভক্তগণকে এইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাতে উপগত হন বা বিবিধ অন্তরঙ্গ সেবাপ্রাপ্ত হন ॥১০॥

তাঁহারা জ্ঞানশূন্য প্রেমভক্তির পরমাবস্থায় ইষ্টবিরহজনিত ভ্রম-মোহাদি তমোভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িলে আমি প্রেমাধীন হইয়া তাঁহাদের অন্তরে স্বরূপসাক্ষাৎকাররূপ উজ্জ্বল জ্ঞানদ্বারা বিরহদুঃখরূপ তমোনাশ করিয়া থাকি ॥১১॥

অথবা

তাঁহাদেরই অনুকম্পার্থ আমি জীবজগতের হৃদয়স্থ হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি ॥১১॥

অর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) ভবান্ (আপনি) পরমং (পরম) পবিত্রং (অবিদ্যামালিন্যনাশক) পরং ধাম (সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্যামসুন্দর বপুই) পরং ব্রহ্ম (পরমব্রহ্ম অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্) [অহং মন্যে] (আমি মনে করি), সর্ব্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষিগণ) দেবর্ষিঃ নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) অসিতঃ (অসিত) দেবলঃ (দেবল) তথা ব্যাসঃ (এবং মহর্ষি ব্যাস সকলেই) ত্বাম্ (আপনাকে) শাশ্বতং পুরুষং (সনাতন পুরুষ) দিব্যম্ (স্বয়ং প্রকাশ) আদিদেবম্ (আদিদেব) অজং (জন্মরহিত) বিভুম্ (ও সর্ব্বব্যাপক) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), স্বয়ং চ এব (এবং আপনি নিজেই) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছেন) ॥১২-১৩॥

[হে] কেশব (হে কেশব!) মাং (আমাকে) যৎ ('ন মে বিদুঃ' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা যাহা) বদসি (বলিতেছেন) এতৎ সর্ব্বম্ (এ সমস্তই) ঋতং

অর্জ্জুন কহিলেন—হে ভগবন্ আপনি পরব্রহ্ম, পরমাশ্রয় ও পরমপাবন! দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাসাদি প্রধান প্রধান মহর্ষিগণ সকলেই আপনাকে স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ম্ভু, সমগ্র ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত লীলাময় সর্ব্বাদি সনাতন পুরুষোত্তম-রূপে বর্ণন করিয়াছেন, এবং আপনি নিজেও তাহাই বলিতেছেন ॥১২-১৩॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥

(যথার্থ বলিয়া) মন্যে (মানি)। হি (ইহা নিশ্চয় যে) [হে] ভগবন্ (হে ভগবন্!) তে (আপনার) ব্যক্তিং (পরিচয়) ন দেবাঃ দানবাঃ (কি দেবগণ, কি দানবগণ কেহই) ন বিদুঃ (জানেন না) ॥১৪॥

[হে] পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) [হে] ভূতভাবন (হে জগৎপিতঃ!) [হে] ভূতেশ (হে ভূতনাথ!) [হে] দেবদেব (হে দেবারাধ্য!) [হে] জগৎপতে (হে জগন্নাথ!) ত্বং (আপনি) স্বয়ম্ এব (নিজেই) আত্মনা (চিচ্ছক্তি দ্বারা) আত্মানং (আপনাকে) বেত্থ (জানিতেছেন) ॥১৫॥

ত্বং (আপনি) যাভিঃ (যে যে) বিভূতিভিঃ (ঐশ্বর্য্য দ্বারা) ইমান্ (এই) লোকান্ (লোক সমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠসি (রহিয়াছেন), [তাঃ] (সেই) দিব্যাঃ (উৎকৃষ্ট) আত্মবিভূতয়ঃ (স্বকীয় ঐশ্বর্য্য সকল) অশেষেণ (সবিশেষ ভাবে) [ত্বং] হি বক্তুং অর্হসি (একমাত্র আপনিই বলিতে সমর্থ) ॥১৬॥

হে কেশব! 'ন মে বিদুঃ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আমাকে যাহা বলিতেছেন সে সমুদয়ই আমি যথার্থ বলিয়া মানি। হে ভগবন্! ইহা নিশ্চিত যে দেবগণ বা দানবগণের মধ্যে কেহই আপনার পরিচয় জানেন না ॥১৪॥

হে পুরুষোত্তম! হে জগৎপিতা! হে ভূতনাথ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! আপনি স্বয়ংই নিজ চিচ্ছক্তি দ্বারা আপনাকে জানিতেছেন ॥১৫॥

আপনি যে যে বিভূতি দ্বারা এই লোক সকল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই সমুদয় অলৌকিক আত্ম-বিভূতিগুলি সম্পূর্ণরূপে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন ॥১৬॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥

[হে] যোগিন্ (হে যোগমায়াধিপতে!) সদা (সর্ব্বদা) কথং (কিরূপে) পরিচিন্তয়ন্ (সর্ব্ব প্রকারে চিন্তা করিয়া) অহং (আমি) ত্বাং (আপনাকে) বিদ্যাম্ (জানিতে পারিব?) [হে] ভগবন্ (হে ভগবন্!) কেষু কেষু চ (এবং কোন্ কোন্) ভাবেষু (পদার্থ সমূহে) [ত্বং] (আপনি) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) চিন্ত্যঃ অসি (চিন্তনীয়) ॥১৭॥

[হে] জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) আত্মনঃ (আপনার) যোগং (ভক্তি-যোগ) বিভূতিং চ (ও বিভূতি) ভূয়ঃ (পুনরায়) বিস্তরেণ (বিস্তৃতভাবে) কথয় (বলুন)। হি (যেহেতু) অমৃতম্ (আপনার অমৃতময় বাক্য) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ (তৃপ্তি) ন অস্তি (হইতেছে না) ॥১৮॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ (ওহে কুরুশ্রেষ্ঠ!) দিব্যাঃ (অলৌকিক) আত্মবিভূতয়ঃ (প্রপঞ্চ চিচ্ছক্তিজাত প্রকটিত নিজ ঐশ্বর্য্য সমূহ) প্রাধান্যতঃ (প্রধান প্রধান রূপে) তে

হে যোগমায়াপতে ভগবন্! কিরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে চিন্তা করিয়া আমি আপনাকে জানিব এবং কোন্ কোন্ পদার্থ সকলে আমি আপনার চিন্তনরূপ ভক্তি আচরণ করিব? ॥১৭॥

হে জনার্দ্দন! আপনার যোগ ও বিভূতি সকল পুনর্ব্বার সবিস্তারে বলুন। যেহেতু আপনার এই সকল উপদেশরূপ অমৃতময়বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥১৮॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১॥

(তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব) । হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিস্তৃত বিভূতির) অন্তঃ (শেষ) ন অস্তি (নাই) ॥১৯॥

[হে] গুড়াকেশ (হে জিতনিদ্র!) অহম্ (আমি) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সমস্ত জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত) আত্মা (পরমাত্মা) । অহম্ এব চ (এবং আমিই) ভূতানাম্ (প্রাণিগণের) আদিঃ (জন্ম), মধ্যং চ (ও স্থিতি) অন্তঃ চ (এবং নাশের হেতু) ॥২০॥

আদিত্যানাম্ (দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে) অহং (আমি) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু নামক আদিত্য), জ্যোতিষাং (প্রকাশগণের মধ্যে) অংশুমান্ (মহা-কিরণশালী) রবিঃ (সূর্য্য), মরুতাম্ (বায়ুগণের মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচি নামক বায়ু) নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্র) অস্মি (হই) ॥২১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—ওহে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! আমার অলৌকিক চিচ্ছক্তিজাত প্রপঞ্চ প্রকটিত ঐশ্বর্য্যসকল প্রধান প্রধান রূপেই তোমার নিকট বলিতেছি; যেহেতু আমার বিস্তৃত বিভূতি সমূহের সীমা নাই ॥১৯॥

হে গুড়াকেশ! আমি সমস্ত জীবের অন্তঃকরণে নিয়ামকরূপে অবস্থিত পরমাত্মা এবং আমিই ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের কারণ ॥২০॥

আমি দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণুনামক আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে প্রচুর কিরণশালী সূর্য্য, বায়ুগণের মধ্যে

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪॥

[অহং] (আমি) বেদানাং (বেদগণের মধ্যে) সামবেদঃ (সামবেদ) অস্মি (হই), দেবানাম্ (দেবতাগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই), ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ (মন) অস্মি (হই), ভূতানাম্ চ (এবং ভূতগণের মধ্যে) চেতনা (জ্ঞানশক্তি) অস্মি (হই) ॥২২॥

[অহং] (আমি) রুদ্রাণাং (একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ (শিব) যক্ষরক্ষসাম্ চ (এবং যক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের) অস্মি (হই)। বসূনাং (অষ্টবসু মধ্যে) পাবকঃ (অগ্নি), শিখরিণাম্ চ (এবং পর্ব্বত সমূহ মধ্যে) অহম্ (আমি) মেরুঃ (সুমেরু) অস্মি (হই) ॥২৩॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) পুরোধসাং (পুরোহিতগণের মধ্যে) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিম্ (বৃহস্পতি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে)।

মরীচি নামক বায়ু, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র-রূপে আছি ॥২১॥

আমি বেদগণের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, এবং প্রাণিগণের মধ্যে জ্ঞান শক্তি ॥২২॥

আমি একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, এবং যক্ষ ও রক্ষো-গণের মধ্যে কুবের। আমি অষ্টবসু মধ্যে অগ্নি, এবং পর্ব্বত-সমূহ মধ্যে সুমেরু পর্ব্বত ॥২৩॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥

অহম্ (আমি) সেনানীনাম্ (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়) সরসাম্ চ (এবং জলাশয়গণ মধ্যে) সাগরঃ (সমুদ্র) অস্মি (হই) ॥২৪॥

অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু), গিরাম্ (শব্দ সমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (এক অক্ষর প্রণব) অস্মি (হই)। যজ্ঞানাং (যজ্ঞ সকলের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ (জপরূপ যজ্ঞ) স্থাবরাণাং [চ] (এবং স্থাবরগণের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয় পর্ব্বত) অস্মি (হই) ॥২৫॥

[অহং] (আমি) সর্ব্ববৃক্ষাণাং (বৃক্ষ সকলের মধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থ), দেবর্ষীণাং (দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ (নারদ), গন্ধর্ব্বাণাং (গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথ), সিদ্ধানাং চ (এবং সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিল মুনি) ॥২৬॥

হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান—বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, এবং জলাশয় সমূহ মধ্যে সমুদ্র ॥২৪॥

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সমুদয়ের মধ্যে একাক্ষর প্রণব, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত ॥২৫॥

আমি বৃক্ষ সমূহ মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি ॥২৬॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯॥

মাম্ (আমাকে) অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃত-নিমিত্ত মন্থন হইতে জাত) উচ্চৈঃশ্রবসম্ (উচ্চৈঃশ্রবা), গজেন্দ্রাণাং (হস্তিগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত), নরাণাং চ (এবং মনুষ্যগণের মধ্যে) নরাধিপম্ (রাজা বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥২৭॥

অহং (আমি) আয়ুধানাম্ (অস্ত্রগণের মধ্যে) বজ্রং (বজ্র), ধেনূনাম্ (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ অস্মি (কামধেনু), [কন্দর্পাণাং] (কন্দর্প-গণের মধ্যে) প্রজনঃ (সন্তান উৎপত্তি হেতু) কন্দর্পঃ অস্মি (কামদেব), সর্পাণাম্ চ (এবং একমস্তকবিশিষ্ট সবিষ সর্পগণের মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি (সর্পরাজ বাসুকি) ॥২৮॥

অহম্ (আমি) নাগানাং (অনেক মস্তকবিশিষ্ট বিষহীন নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ (অনন্ত নাগ), যাদসাম্ চ (এবং জলচারিগণের মধ্যে) বরুণঃ অস্মি (বরুণদেব) । পিতৃণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) অহম্ (আমি)

আমাকে অশ্বগণ মধ্যে অমৃত মন্থন সময়ে উত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তিসমূহের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যসমূহের মধ্যে রাজা বলিয়া জানিবে ॥২৭॥

আমি অস্ত্রগণের মধ্যে বজ্র ও গাভীগণের মধ্যে কামধেনু । কন্দর্পগণের মধ্যে সন্তান উৎপাদক কামদেব এবং এক মস্তকবিশিষ্ট সবিষ সর্পসমূহ মধ্যে সর্পরাজ বাসুকি ॥২৮॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥

অর্য্যমা (অর্য্যমা), সংযমতাম্ চ (এবং দণ্ডকারিগণের মধ্যে) যমঃ অস্মি (যমরাজ) ॥২৯॥

অহম্ (আমি) দৈত্যানাং (দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ (প্রহ্লাদ), কলয়তাম্ চ (এবং বশীকারকদিগের মধ্যে) কালঃ অস্মি (কাল)। অহং (আমি) মৃগাণাং চ (পশু সমূহের মধ্যে) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ), পক্ষিণাম্ চ (এবং পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ (গরুড়) ॥৩০॥

অহম্ (আমি) পবতাম্ (পবিত্রকারী বা বেগবান্ বস্তুগণের মধ্যে) পবনঃ (পবন), শস্ত্রভৃতাম্ (শস্ত্রধারিবীরগণ মধ্যে) রামঃ অস্মি (পরশুরাম)। ঝষাণাং (মৎস্যসমূহ মধ্যে) মকরঃ অস্মি (আমি মকর), স্রোতসাম্ চ (এবং নদীগণের মধ্যে) জাহ্নবী অস্মি (আমি জাহ্নবী) ॥৩১॥

আমি অনেক মস্তকবিশিষ্ট বিষহীন নাগগণের মধ্যে অনন্ত নাগ, এবং জলচারিগণের মধ্যে বরুণদেব। আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, এবং দণ্ডবিধানকারিগণের মধ্যে যমরাজ ॥২৯॥

আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, এবং বশকারিগণের মধ্যে কাল। আমি পশু সকলের মধ্যে সিংহ, এবং পক্ষি সকলের মধ্যে গরুড় ॥৩০॥

আমি পবিত্রকারী বা বেগবান্ বস্তুগণের মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারী বীরগণ মধ্যে পরশুরাম, মৎস্য সমূহের মধ্যে মকর এবং নদী সমূহের মধ্যে গঙ্গা ॥৩১॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) সর্গাণাম্ (আকাশাদি স্থষ্টবস্তুসমূহের) আদিঃ (স্থষ্টি), অন্তঃ (সংহার) মধ্যং চ (ও স্থিতি) অহম্ এব (আমিই), বিদ্যানাং (সমস্ত বিদ্যার মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মবিদ্যা), প্রবদতাম্ চ (এবং তর্ক বা বিচারকারিগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) বাদঃ (তত্ত্ব-নির্ণায়ক বিচার) ॥৩২॥

অহং (আমি) অক্ষরাণাম্ (বর্ণ সকলের মধ্যে) অকারঃ (অকার), সামাসিকস্য চ (এবং সমাস সমূহ মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ অস্মি (দ্বন্দ্বসমাস), অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ (প্রবাহস্বরূপ অনন্ত) কালঃ (কাল), [স্রষ্টৄণাং চ] (এবং স্থষ্টিকারিগণের মধ্যে) বিশ্বতোমুখঃ (চতুর্ম্মুখ) ধাতা (ব্রহ্মা) ॥৩৩॥

অহম্ (আমি) [হরণকারিণাং] (হরণকারিদিগের মধ্যে) সর্ব্বহরঃ (সর্ব্বস্মৃতি নাশকারী) মৃত্যুঃ (মৃত্যু), ভবিষ্যতাম্ চ (ও ভাবি ষড়্বিধ

হে অর্জ্জুন! আকাশাদি স্থষ্ট বস্তুগণের স্থষ্টি, প্রলয় ও স্থিতি আমিই। সমুদয় বিদ্যার মধ্যে আত্মজ্ঞান, এবং তর্ক বা বিচারকারিগণের বাদ বা জল্প ও বিতণ্ডা মধ্যে আমি বাদ স্বরূপ ॥৩২॥

আমি অকারাদি বর্ণ সকলের মধ্যে অকার এবং সমাসগণের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস। আমিই প্রবাহস্বরূপ অনন্তকাল, এবং স্থষ্টিকারিসকলের মধ্যে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ॥৩৩॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬॥

প্রাণি-বিকার মধ্যে) উদ্ভবঃ (জন্মরূপ আদিবিকার), নারীণাং চ (এবং নারীগণের মধ্যে) কীর্ত্তিঃ (কীর্ত্তি) শ্রীঃ (কান্তি) বাক্ (সংস্কৃত বাণী) স্মৃতিঃ (স্মৃতিশক্তি) মেধা (শাস্ত্রার্থাবধারণশক্তি) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যশক্তি) ক্ষমা চ (এবং ক্ষমারূপিনী সপ্ত ধর্ম্মপত্নী) ॥৩৪॥

অহম্ (আমি) সাম্নাং (সামবেদীয় মন্ত্র সকলের মধ্যে) বৃহৎসাম (ইন্দ্রস্তুতিরূপ মন্ত্র বিশেষ) তথা ছন্দসাম্ (এবং ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগণের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী মন্ত্র) । মাসানাং (মাসসমূহের মধ্যে) অহম্ (আমি) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ মাস) ঋতূনাং [চ] (এবং ঋতুগণের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত) ॥৩৫॥

অহম্ (আমি) ছলয়তাম্ (পরস্পর বঞ্চনাকারিগণের সম্বন্ধে) দ্যূতং (দ্যূতক্রীড়া), তেজস্বিনাম্ (তেজস্বিগণের সম্বন্ধে) তেজঃ অস্মি (প্রভাব), অহম্ (আমি) [জেতৃণাং] (বিজয়িগণের সম্বন্ধে) জয়ঃ অস্মি (জয়-স্বরূপ), [অহং ব্যবসায়িনাং] (আমি উদ্যমশীলগণের সম্বন্ধে) ব্যবসায়ঃ

আমি হরণকারিগণের মধ্যে সর্ব্বস্মৃতি নাশকারী মৃত্যু, ও ভাবি ষড়্বিধ প্রাণি-বিকার মধ্যে জন্মরূপ প্রথমবিকার, এবং নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা রূপিণী সপ্ত ধর্ম্মপত্নী ॥৩৪॥

আমি সামবেদীয় মন্ত্র সকলের মধ্যে ইন্দ্রস্তুতিরূপ বৃহৎসাম, এবং ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগণের মধ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দ । মাস সমূহের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত ঋতু ॥৩৫॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥

(অধ্যবসায়), সত্ত্ববতাম্ [চ] (এবং বলবান্‌গণের সম্বন্ধে) সত্ত্বং অস্মি (বলস্বরূপ) ॥৩৬॥

অহং (আমি) বৃষ্ণীনাং (যাদবগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ (শ্রীবাসুদেব) পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) মুনীনাম্ (মুনিগণের মধ্যে) ব্যাসঃ (ব্যাসদেব) কবীনাম্ অপি (এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ মধ্যে) উশনাঃ কবিঃ অস্মি (পণ্ডিত শুক্রাচার্য্য) ॥৩৭॥

[অহং] (আমি) দময়তাম্ (দণ্ডকারিগণের সম্বন্ধে) দণ্ডঃ অস্মি (দণ্ড), জিগীষতাম্ (এবং জয়েচ্ছুগণের সম্বন্ধে) নীতিঃ অস্মি (সামাদি উপায়রূপা নীতি) । অহম্ (আমি) গুহ্যানাং (গোপ্য সকলের মধ্যে) মৌনং (মৌনভাব) জ্ঞানবতাম্ এব চ (এবং জ্ঞানবান্‌গণের সম্বন্ধে) জ্ঞানং অস্মি (জ্ঞান) ॥৩৮॥

আমি পরস্পর বঞ্চনাকারিগণের সম্বন্ধে পাশা খেলা ও তেজস্বিগণের সম্বন্ধে প্রভাব । আমি বিজয়িগণের সম্বন্ধে জয়স্বরূপ, উদ্যমশীলগণের সম্বন্ধে অধ্যবসায়, এবং বলবান্‌গণের সম্বন্ধে বলস্বরূপ ॥৩৬॥

আমি যাদবগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন, মুনিগণের মধ্যে ব্যাসদেব, এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে পণ্ডিত শুক্রাচার্য্য ॥৩৭॥

আমি দণ্ডকারিগণের সম্বন্ধে দণ্ড, এবং জয়েচ্ছুগণের সম্বন্ধে সামাদি উপায়রূপা নীতি । আমি গোপনীয় সকলের মধ্যে মৌনীভাব, এবং জ্ঞানিদের সম্বন্ধে জ্ঞান ॥৩৮॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) যৎ চ (আর যাহা) সর্ব্বভূতানাং (ভূত সকলের) বীজং (মূল কারণ) তৎ অপি (তাহাও) অহম্ (আমি) ময়া বিনা (আমাকে পরিত্যাগ করিয়া) যৎ স্যাৎ (যাহা হইতে পারে) তৎ (সেরূপ) চরাচরম্ (স্থাবর ও জঙ্গম) ভূতং (কোনও বস্তু বা জীব) ন অস্তি (নাই) ॥৩৯॥

[হে] পরন্তপ (হে শত্রুতাপন!) মম (আমার) দিব্যানাং (অলৌকিক) বিভূতীনাং (বিভূতি সমূহের) অন্তঃ (সীমা) ন অস্তি (নাই)। এষঃ তু (কিন্তু এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বাহুল্য) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপেই) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) ॥৪০॥

যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং এব (বস্তুই) বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), শ্রীমৎ (সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট), ঊর্জ্জিতম্ বা (অথবা বল প্রভাবাদির আধিক্য-

---

হে অর্জ্জুন! আর যাহা যাহা সকল ভূতগণের উৎপত্তির কারণ বলিয়া কথিত হয় সে সকলই আমি। আমাভিন্ন যাহা হইতে পারে তাদৃশ স্থাবর বা জঙ্গম কোন বস্তু বা জীব নাই ॥৩৯॥

হে পরন্তপ! আমার উৎকৃষ্ট বিভূতি সকলের অন্ত নাই; কেবলমাত্র তোমার অবগতির জন্যই বিভূতিগণের এই বিস্তার নামমাত্র আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ॥৪০॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

বিশিষ্ট) তৎ তৎ এব (সেই সমস্ত বস্তুই) মম (আমার) তেজোঽংশ-সম্ভবম্ (প্রভাবের অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া) ত্বং (তুমি) অবগচ্ছ (জানিবে) ॥৪১॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) অথবা (অথবা) এতেন (এই) বহুনা (পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্ট) জ্ঞাতেন (জ্ঞানের দ্বারা) তব (তোমার) কিং (কি প্রয়োজন?) অহম্ (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নম্ (চিৎ অচিৎ সমস্ত) জগৎ (বিশ্ব) একাংশেন (প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষরূপ এক অংশ দ্বারা) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত) [অস্মি] রহিয়াছি) ॥৪২॥

ইতি দশম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

যে যে বস্তুই ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট অথবা বল-প্রভাবাদির আধিক্যবিশিষ্ট সেই সমুদয় বস্তুই আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তুমি জানিবে ॥৪১॥

অথবা হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতির এই বিস্তৃত জ্ঞানে তোমার কি প্রয়োজন? আমি প্রকৃতির অন্তর্যামী কারণার্ণব-শায়ী পুরুষরূপ আমার এক অংশ দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি ॥৪২॥

ইতি দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া) পরমং (অতীব) গুহ্যম্ (গোপনীয়) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ (আত্মবিভূতিবিষয়ক) যৎ বচঃ (যে বাক্য) ত্বয়া (আপনা কর্ত্তৃক) উক্তং (কথিত হইল), তেন (তদ্দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (আপনার ঐশ্বর্য্য বিষয়ক অজ্ঞান) বিগতঃ (দূর হইল) ॥১॥

[হে] কমলপত্রাক্ষ (হে পদ্মপলাশলোচন!) হি (নিশ্চিতভাবে) ত্বত্তঃ (আপনার নিকট হইতে) ভূতানাং (ভূত সকলের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয়) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল) অব্যয়ম্ চ (এবং অবিনশ্বর) [তব] (তোমার) মাহাত্ম্যম্ অপি (মহিমাও) [শ্রুতম্] (শ্রুত হইল) ॥২॥

অর্জ্জুন কহিলেন—আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পরম গোপ্য আপনার নিজ বিভূতি বিষয়ক যে বাক্য আপনি বলিয়াছেন—তাহাতে আমার এই মোহ অর্থাৎ ভবদীয় ঐশ্বর্য্য বিষয়ক অজ্ঞান সম্যক্ দূর হইল ॥১॥

হে পদ্মপলাশলোচন! আপনার নিকট হইতে জীবগণের উৎপত্তি ও প্রলয় বিষয়ক তথ্য আমি নিশ্চিত সবিস্তারে শ্রবণ

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

[হে] পরমেশ্বর (হে পরমেশ্বর!) ত্বম্ (আপনি) আত্মানং (নিজের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে) যথা (যেরূপ) আত্থ (বলিলেন) এতৎ (ইহা) এবম্ (এই-রূপই) [তথাপি] [হে] পুরুত্তোম (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) তে (আপনার) ঐশ্বরং (সেই ঐশ্বর্য্যময়) রূপম্ (রূপ) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥৩॥

[হে] প্রভো (হে প্রভো!) যদি (যদি) তৎ (সেই ঐশ্বররূপ) ময়া (আমি) দ্রষ্টুম্ (দর্শন করিতে) শক্যং (সমর্থ হইব) ইতি (ইহা) মন্যসে (মনে করেন), ততঃ (তাহা হইলে) [হে] যোগেশ্বর (হে যোগেশ্বর!) ত্বং (আপনি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) আত্মানম্ (নিজের স্বরূপ) দর্শয় (প্রদর্শন করান) ॥৪॥

করিলাম, এবং আপনার নিত্য অবিনশ্বর মাহাত্ম্যের কথাও শুনিলাম ॥২॥

হে পরমেশ্বর! আপনি নিজ ঐশ্বর্য্যবিষয় যেরূপ বলিলেন ইহা এইরূপই বটে, হে পুরুষোত্তম! তথাপি আপনার সেই ঐশ্বর রূপটী আমি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥৩॥

হে প্রভো! যদি সেই ঐশ্বর্য্যময় রূপটী আমি দর্শন করিতে সক্ষম হইব ইহা মনে হয়, হে যোগেশ্বর! তবে আপনি আমাকে সেই অবিনাশী নিজের স্বরূপটী দেখান ॥৪॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [হে] পার্থ (হে পার্থ!) মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানাবিধানি (নানাপ্রকার) নানাবর্ণাকৃতীনি চ (এবং বিবিধ বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ (এবং সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপসকল) [ত্বং] (তুমি) পশ্য (দর্শন কর) ॥৫॥

[হে] ভারত (হে ভরতবংশীয়!) আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য), বসূন্ (অষ্টবসু), রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্র), অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়), তথা মরুতঃ (এবং ঊনপঞ্চাশ বায়ু সকলকে) পশ্য (দর্শন কর); অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (পূর্ব্বে অদৃষ্ট) বহূনি (বহুবিধ) আশ্চর্য্যাণি (অদ্ভুত রূপ সকল) [ত্বং] (তুমি) পশ্য (দর্শন কর) ॥৬॥

[হে] গুড়াকেশ (হে জিতনিদ্র!) ইহ (এই) মম (আমার) দেহে (দেহ মধ্যে) একস্থং (একস্থানেই অবস্থিত) সচরাচরম্ (স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ (বিশ্ব), অন্যৎ চ (এবং অন্য) যৎ

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! আমার দিব্য নানাপ্রকার এবং নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র রূপসমূহ তুমি দর্শন কর ॥৫॥

হে ভারত! আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং ঊনপঞ্চাশ বায়ু প্রভৃতি দেবতা সকলকে দেখ, এবং বহুবিধ পূর্ব্বে অদৃষ্ট আশ্চর্য্যজনকরূপ সকলও তুমি দর্শন কর ॥৬॥

হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন! আমার এই দেহমধ্যে একস্থানেই অবস্থিত স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত সমগ্র জগৎ এবং অপর নিজের

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

(স্বজয়পরাজয়াদির যাহা) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) [তদপি] (তাহাও) অদ্য (আজই) পশ্য (দর্শন কর) ॥৭॥

তু (কিন্তু) অনেন (এই) স্বচক্ষুষা এব (তোমার বর্ত্তমান চক্ষু দ্বারা) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না), [অতএব] তে (তোমাকে) দিব্যং (অতিলৌকিক) চক্ষুঃ (চক্ষু) দদামি (দিতেছি), মে (আমার) ঐশ্বরম্ (ঐশ্বরিক) যোগম্ (যোগশক্তি) পশ্য (দর্শন কর) ॥৮॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন) [হে] রাজন্ (হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র!) মহাযোগেশ্বরঃ (সর্ব্বশক্তিমান্) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ততঃ (তারপর) পার্থায় (অর্জ্জুনকে) পরমং (উৎকৃষ্ট) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয়) রূপম্ (রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥৯॥

জয়পরাজয়াদিরও যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর সে সমস্তই দর্শন কর ॥৭॥

তোমার নিজের এই বর্ত্তমান চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তোমাকে অতিলৌকিক দৃষ্টি প্রদান করিতেছি তদ্দ্বারা আমার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধীয় যোগশক্তি দর্শন কর ॥৮॥

সঞ্জয় কহিলেন—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া তৎপর তাঁহাকে নিজের উত্তম ঐশ্বর্য্যময় রূপ দেখাইলেন ॥৯॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥

অনেকবক্ত্রনয়নম্ (বহুমুখ ও বহুনেত্র বিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ (অনেক আশ্চর্য্য সমাবেশযুক্ত), অনেকদিব্যাভরণং (বহু দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ (বহু দিব্য অস্ত্রধারী)। দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্যমাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত) দিব্যগন্ধানুলেপনম্ (দিব্য গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ) দেবম্ (দ্যুতিশীল) অনন্তং (অসংখ্য) বিশ্বতোমুখম্ (সর্ব্বত্র মুখ বিশিষ্ট) [রূপং দর্শয়ামাস] (রূপ দেখাইলেন) ॥১০-১১॥

যদি (যদি) দিবি (আকাশে) সূর্য্যসহস্রস্য (সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (একই সময়ে) উত্থিতা (উদিত) ভবেৎ (হয়) [তর্হি] (তাহা হইলে) সা (সেই প্রভা) তস্য (সেই) মহাত্মনঃ (বিশ্বরূপী পুরুষের) ভাসঃ (দীপ্তির) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইতে পারে) ॥১২॥

অনেক মুখ ও অনেক চক্ষুযুক্ত, বহু আশ্চর্য্য দর্শনীয় সমাবেশবিশিষ্ট, অনেক দিব্যভূষণে ভূষিত, অনেক দিব্য অস্ত্র-যুক্ত, দিব্যমাল্য ও বস্ত্রে শোভিত, দিব্যগন্ধের দ্বারা অনুলিপ্ত, সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যের সমাবেশপূর্ণ, উজ্জ্বল, অসীম ও সর্ব্বত্রমুখ-বিশিষ্ট রূপ দেখাইলেন ॥১০-১১॥

যদি আকাশে সহস্র সহস্র সূর্য্যের প্রভা একই কালে উদিত হয়, তবে সেই প্রভা উক্ত বিশ্বরূপধারী ভগবানের প্রভার কতক পরিমাণে তুল্য হইতে পারে ॥১২॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

অর্জ্জুন উবাচ—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥

তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুন) তত্র (সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই) দেবদেবস্য (দেবগণের ও দেবতা শ্রীকৃষ্ণের) শরীরে (দেহে) অনেকধা (নানাভাবে) প্রবিভক্তম্ (পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (ব্রহ্মাণ্ড) একস্থং (একদেশে অবস্থিত) অপশ্যৎ (দেখিতে পাইলেন) ॥১৩॥

ততঃ (তদনন্তর) সঃ ধনঞ্জয়ঃ (সেই অর্জ্জুন) বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ে অভিভূত) হৃষ্টরোমাঃ [সন্] (ও রোমাঞ্চিত দেহ হইয়া) শিরসা (অবনত মস্তকে) [তং] দেবং (সেই দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (করযোড়ে) অভাষত (বলিতে লাগিলেন) ॥১৪॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] দেব (হে দেব!) তব (আপনার) দেহে (শরীরে) সর্ব্বান্ (সকল) দেবান্ (দেবতাগণকে) তথা

তখন অর্জ্জুন সেই যুদ্ধস্থলেই দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের দেহে অনেকপ্রকারে ও পৃথক্‌রূপে অবস্থিত সমস্ত বিশ্বকে একস্থানেই দেখিতে পাইলেন ॥১৩॥

এবম্প্রকার রূপ দর্শন করিয়া সেই অর্জ্জুন বিস্ময়ান্বিত ও পুলকিত দেহ হইয়া সেই দেবদেব শ্রীকৃষ্ণকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥১৪॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥

(এবং) ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ (জরায়ুজাদি জীবসমূহকে), দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ (ঋষিগণকে), সর্ব্বান্ (সকল) উরগান্ চ (সর্পসমূহকে) ঈশং চ (এবং মহাদেবকে) কমলাসনস্থম্ (পদ্মাসন) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাকেও) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥১৫॥

[হে] বিশ্বেশ্বর (হে বিশ্বপতি!) [হে] বিশ্বরূপ (হে বিরাট্‌পুরুষ!) অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং (বহুবাহু, বহু-উদর, বহুমুখ, ও বহুনয়নবিশিষ্ট) অনন্তরূপম্ (অনন্ত রূপধারী) ত্বাং (আপনাকে) সর্ব্বতঃ (সকল দিকেই) পশ্যামি (দেখিতেছি), পুনঃ (কিন্তু) তব (আপনার) ন আদিং (না আদি), ন মধ্যং (না মধ্য) ন অন্তং (না অন্ত) পশ্যামি (দেখিতেছি, অর্থাৎ আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না) ॥১৬॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে বিরাট্‌রূপিন্! আপনার শরীরে দেবতাগণকে, জরায়ুজাদি জীবগণকে, দিব্য ঋষি ও উরগগণকে, এবং মহাদেব ও পদ্মাসন সেই ব্রহ্মাকেও দেখিতেছি ॥১৫॥

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপী আপনাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, কিন্তু আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥১৬॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮॥

কিরীটিনং (মুকুটধারী) গদিনং (গদাহস্ত) চক্রিণং চ (ও চক্রধারী), সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) দীপ্তিমন্তম্ (প্রকাশমান) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট) [অতঃ] (অতএব) দুর্নিরীক্ষ্যং (দুর্দ্দর্শ) অপ্রমেয়ম্ (ও অনিরূপণীয় স্বরূপ) ত্বাং (আপনাকে) সমন্তাৎ (সকলদিকেই) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥১৭॥

ত্বম্ (আপনি) বেদিতব্যং (বেদবেদ্য) পরমং অক্ষরং (পরব্রহ্মস্বরূপ) ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানম্ (আকর), ত্বম্ (আপনি) অব্যয়ঃ (অবিনাশী) শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (বেদোক্ত নিত্য ধর্ম্মের পালক) ত্বং (আপনি) সনাতনঃ (সনাতন) পুরুষঃ (পুরুষ) [ইতি] (ইহা) মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥১৮॥

মুকুটশোভিত, গদাধারী ও চক্রধারী, সকলদিকেই প্রকাশমান তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত অতএব দুর্দ্দর্শনীয় ও কল্পনাতীত স্বরূপ আপনাকে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি ॥১৭॥

আপনি বেদবেদ্য পরমব্রহ্মস্বরূপ, আপনি এই জগতের এক-মাত্র আকর, আপনিই অবিনাশী বেদোক্ত সনাতনধর্ম্মের পালক এবং আপনিই সনাতন পুরুষ, ইহাই আমার অভিমত ॥১৮॥

অনাদি-মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০॥

অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্তরহিত), অনন্তবীর্য্যং (অসীম শক্তিশালী), অনন্তবাহুং (অসংখ্য হস্তবিশিষ্ট), শশি-সূর্য্যনেত্রম্ (চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ নয়নযুক্ত), দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য মুখবিশিষ্ট), স্বতেজসা (নিজ তেজের দ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বম্ (বিশ্বকে) তপন্তম্ (সন্তাপনকারী) ত্বাং (আপনাকে) [অহং] (আমি) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥১৯॥

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) ইদম্ (এই) অন্তরং (মধ্যস্থল অন্তরীক্ষকে) সর্ব্বাঃ দিশঃ চ (ও দিকসমূহকে) একেন হি (একাই) ত্বয়া (আপনি) ব্যাপ্তং (পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন) । [হে] মহাত্মন্ (হে বিরাট্-পুরুষ!) তব (আপনার) ইদং (এই) অদ্ভুতং (আশ্চর্য্য) উগ্রং (ও

আদি, মধ্য ও অন্তহীন, অসীম শক্তিশালী, অসংখ্যহস্তযুক্ত, চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য চক্ষুবিশিষ্ট, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনসদৃশ বদনমণ্ডিত এবং নিজের তেজের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে সন্তপ্তকারী স্বরূপে আমি আপনাকে দেখিতে পাইতেছি ॥১৯॥

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এই মধ্যবর্ত্তীস্থান অন্তরীক্ষ ও দিক্ সমূহকে আপনি একাই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, হে বিশ্বরূপ! আপনার

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২॥

ভয়ানক) রূপম্ (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (ত্রিলোকস্থ জীবমাত্রেই) প্রব্যথিতং (অতিশয় ভীত হইতেছে তাহাই দেখিতেছি) ॥২০॥

হি (যেহেতু) অমী (এই সকল) সুরসঙ্ঘাঃ (দেবতাগণ) ত্বাং (আপনাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন), কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ [সন্তঃ] (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটে) গৃণন্তি (স্তুতি করিতেছেন), মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা ('বিশ্বের মঙ্গল হউক' এই বলিয়া) পুষ্কলাভিঃ (উত্তম) স্তুতিভিঃ (স্তুতিবাক্য সমূহের দ্বারা) ত্বাং (আপনাকে) স্তুবন্তি (স্তুতি করিতেছেন) ॥২১॥

রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ), বসবঃ (বসুগণ) যে চ (আর যাঁহারা) সাধ্যাঃ (সাধ্যগণ), বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনী-

---

আশ্চর্য্যজনক ও ভয়ানক এই রূপ দেখিয়া ত্রিলোকস্থিত সকলেই অত্যন্ত ভীত হইতেছে ॥২০॥

যেহেতু এই সকল দেবতাগণ আপনাতে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতেছেন । মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ 'বিশ্বের মঙ্গল হউক' এইরূপ বলিয়া উত্তম স্তুতিপূর্ণ বাক্য সমূহের দ্বারা আপনাকে স্তুতি করিতেছেন ॥২১॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪॥

কুমারদ্বয়), মরুতঃ (বায়ু দেবতাগণ) উষ্মপাঃ চ (ও পিতৃদেবতাগণ) গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ (এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) [তে] (তাঁহারা) সর্ব্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] (বিস্মিত হইয়া) ত্বাং (আপনাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন) ॥২২॥

[হে] মহাবাহো (হে মহাবীর কৃষ্ণ!) তে (আপনার) বহুবক্ত্রনেত্রং (বহুমুখ ও বহুনয়ন যুক্ত), বহুবাহূরুপাদম্ (বহু বাহু, বহু উরু ও বহুচরণবিশিষ্ট), বহূদরং (অনেক উদর বিশিষ্ট) বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহুদশনদ্বারা অতিভীষণ), মহৎ (বিশাল) রূপং (মূর্ত্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (লোক সকল) তথা অহম্ (এবং আমি) প্রব্যথিতাঃ (সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়াছি) ॥২৩॥

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, এবং যাঁহারা সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, পবনদেব ও পিতৃদেব, এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ তাঁহারা সকলেই আপনাকে বিস্মিত হইয়া দর্শন করিতেছেন ॥২২॥

হে মহাবাহো! আপনার বহু মুখ ও বহু নেত্রযুক্ত, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর ও বহু দংষ্ট্রাবিশিষ্ট এই ভয়ানক বিশাল-রূপ দেখিয়া লোকসমূহ ও আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি ॥২৩॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥

[হে] বিষ্ণো (হে বিশ্বব্যাপিন্!) নভঃস্পৃশং (আকাশস্পর্শী) দীপ্তম্ (তেজোযুক্ত) অনেকবর্ণং (নানা বর্ণ বিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (ব্যাত্তমুখ) দীপ্তবিশালনেত্রম্ (এবং জ্বলন্ত ও প্রকাণ্ড চক্ষুবিশিষ্ট) ত্বাং (আপনাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাত্মা (অতীব ভয়কাতর চিত্ত) [অহং] (আমি) হি (কোনক্রমে) ধৃতিং (ধৈর্য্য) শমং চ (ও শান্তি) ন বিন্দামি (লাভ করিতে পারিতেছি না) ॥২৪॥

তে (আপনার) দংষ্ট্রাকরালানি (দশন সমূহের দ্বারা ভীষণ) কালানলসন্নিভানি চ (এবং প্রলয়কালীন হুতাশন সদৃশ) মুখানি (মুখ সকল) দৃষ্ট্বা এব (দেখিয়াই) [অহং] (আমি) দিশঃ (দিক্‌সকল) ন জানে (জানিতে পারিতেছি না) শর্ম্ম চ (এবং সুখও) ন লভে (পাইতেছি না), [হে] দেবেশ (হে দেবদেব!) [হে] জগন্নিবাস (হে জগদাশ্রয়!) [ত্বং] (তুমি) প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ॥২৫॥

হে বিশ্বরূপ! আকাশস্পর্শী, তেজময়, বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট বিস্ফারিতবদন ও জ্বলন্ত বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট—আপনাকে দর্শন করিয়া আমার অন্তরাত্মা অতিশয় ভয়বিহ্বল, আমি কোনক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥২৪॥

দশন-ভীষণ ও প্রলয় হুতাশন তুল্য আপনার বদনমণ্ডল সমূহ দর্শন করিয়াই আমি দিক্-বিভ্রান্ত হইয়াছি, হে সর্ব্বদেবেশ্বর! হে জগদাশ্রয়! আপনি প্রসন্ন হউন ॥২৫॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥

অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ এব (নৃপতিগণের সহিতই) অমী চ সর্ব্বে (এই সমস্ত) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) তথা (এবং) ভীষ্মঃ (ভীষ্ম), দ্রোণঃ (দ্রোণ), অসৌ সূতপুত্রঃ (এই কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের পক্ষীয়) যোধমুখ্যৈঃ (প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগের) সহ অপি (সহিতই) ত্বরমাণাঃ (ধাবিত হইয়া) তে (আপনার) দংষ্ট্রাকরালানি (দশন সমূহের দ্বারা বিকট) ভয়ানকানি (ও ভয়ঙ্কর) বক্ত্রাণি (মুখ সমূহের মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন) । কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ (চূর্ণিত) উত্তমাঙ্গৈঃ (মস্তক সহিত) দশনান্তরেষু (দন্তসমূহের সন্ধিস্থলে) বিলগ্নাঃ (লীনরূপে) সংদৃশ্যন্তে (সম্যক্ দেখা যাইতেছে) ॥২৬-২৭॥

ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, সমস্ত রাজগণের সহিত এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—আমাদেরও প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণকে সঙ্গে করিয়া মহাবেগে আপনার দন্ত-বিকট ও ভয়ানক মুখমণ্ডল মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; কেহ কেহ চূর্ণিত মস্তকের সহিত আপনার দন্তের অন্তরে লগ্ন হইয়া লক্ষিত হইতেছেন ॥২৬-২৭॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥২৮॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

যথা (যেরূপ) নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ (বহু) অম্বুবেগাঃ (জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ [সন্তঃ] সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে), তথা (তদ্রূপ) অমী (এই সকল) নরলোকবীরাঃ (নরলোকের বীর পুরুষগণ) তব (আপনার) অভিতঃ (চতুর্দ্দিকে) জ্বলন্তি (দীপ্যমান) বক্ত্রাণি (মুখ সমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন) ॥২৮॥

যথা (যেমন) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গসমূহ) সমৃদ্ধবেগাঃ (প্রবল বেগে) নাশায় (মরণের জন্য) প্রদীপ্তং (প্রজ্জ্বলিত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে), তথা (সেই প্রকার) লোকাঃ অপি (লোক সকলও) নাশায় এব (মরণের জন্যই) সমৃদ্ধবেগাঃ [সন্তঃ] (অতি বেগবান্

যেমন নদী সমূহের পৃথক্ পৃথক্ বহু জলপ্রবাহ সমূহ সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়া সেই সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই মর্ত্ত্যবাসী বীরপুরুষগণ সর্ব্বতো দীপ্তিমান্ আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে ॥২৮॥

যেরূপ পতঙ্গগণ প্রবলবেগে মরণের জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসমূহও মরণের

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

হইয়া) তব (আপনার) বক্ত্রাণি (মুখ সমূহের মধ্যে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হইতেছে) ॥২৯॥

[হে] বিষ্ণো (হে বিশ্বব্যাপিন্!) [ত্বং] (আপনি) গ্রসমানঃ [সন্] (গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া) সমগ্রান্ (এই সমস্ত) লোকান্ (লোক-দিগকে) জ্বলদ্ভিঃ (দীপ্তিমান) বদনৈঃ (মুখ সমূহ দ্বারা) সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিকে) লেলিহ্যসে (সর্ব্বতোভাবে ভক্ষণ করিতেছেন); তব (আপ-নার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (দীপ্তিসমূহ) তেজোভিঃ (তেজোবিস্ফুরণসমূহ দ্বারা) সমগ্রং (সমস্ত) জগৎ (বিশ্বকে) আপূর্য্য (পরিপূরিত করিয়া) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে) ॥৩০॥

উগ্ররূপঃ (ভীষণ মূর্ত্তি) ভবান্ (আপনি) কঃ (কে) [তৎ] (তাহা) মে (আমাকে) আখ্যাহি (বলুন); তে (আপনাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি)

জন্যই অত্যন্ত বেগবান্ হইয়া আপনার মুখগহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥২৯॥

হে বিরাট্‌পুরুষ! আপনি এই সমস্ত লোকদিগকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়া প্রদীপ্ত মুখ সমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভক্ষণ করিতেছেন; আর আপনার ভীষণ অঙ্গকান্তি সমূহ তেজো-রাশি দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া সন্তাপিত করিতেছে ॥৩০॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

[হে] দেববর (হে দেবশ্রেষ্ঠ!) [ত্বং] (আপনি) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন)। আদ্যং (আদি পুরুষ) ভবন্তম্ (আপনাকে) বিজ্ঞাতুম্ (বিশেষভাবে জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি), হি (যেহেতু) তব (আপনার) প্রবৃত্তিম্ (চেষ্টা) ন প্রজানামি (সম্যক্ জানিতে পারিতেছি না) ॥৩১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [অহং] (আমি) লোকক্ষয়-কৃৎ (লোক সংহারক) প্রবৃদ্ধঃ (অত্যুগ্র) কালঃ অস্মি (কাল); ইহ (এই জগতে) লোকান্ (জীব সকলকে) সমাহর্ত্তুম্ (সংহার করিতে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি)। ত্বাং ঋতে অপি (তুমি বধ না করিলেও) প্রত্যনীকেষু (প্রতিপক্ষীয় সৈন্য মধ্যে) যে যোধাঃ (যে সকল যুদ্ধার্থী বীরগণ) অবস্থিতাঃ (অবস্থান করিতেছেন), [তে] (তাহারা) সর্ব্বে অপি (সকলেই) ন ভবিষ্যন্তি (বাঁচিবে না) ॥৩২॥

ভীষণমূর্ত্তি আপনি কে, তাহা আমাকে বলুন; আপনাকে নমস্কার করি, হে দেববর! আপনি প্রসন্ন হউন। আদি পুরুষ আপনাকে বিশেষভাবে জানিবার জন্য ইচ্ছা করি, যেহেতু আপনার কার্য্যের উদ্দেশ্য ভাল বুঝিতেছি না ॥৩১॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবল কাল; এখানে লোকসমূহকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে যে সকল যোদ্ধা রহিয়াছেন, তুমি বধ না করিলেও তাহারা কেহই বাঁচিবে না ॥৩২॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থে উত্থিত হও) যশঃ (কীর্ত্তি) লভস্ব (লাভ কর) শত্রূন্ (শত্রুদিগকে) জিত্বা (জয় করিয়া) সমৃদ্ধম্ (নিষ্কণ্টক) রাজ্যং (রাজ্য) ভুঙ্ক্ষ্ব (ভোগ কর)। এতে (এই সকল বীরগণ) ময়া এব (আমা কর্ত্তৃকই) পূর্ব্বম্ এব (বহু পূর্ব্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে), [হে] সব্যসাচিন্ (হে বাম হস্তদ্বারা শরসন্ধানকারী অর্জ্জুন!) [ত্বং] (তুমি) নিমিত্তমাত্রং (নিমিত্তমাত্র) ভব (হও) ॥৩৩॥

ময়া (আমা কর্ত্তৃক) হতান্ (পূর্ব্বনিহত) দ্রোণং চ (দ্রোণ) ভীষ্মং চ (ভীষ্ম) জয়দ্রথং (জয়দ্রথ) কর্ণং চ (ও কর্ণ) তথা (এবং) অন্যান্ (অন্যান্য) যোধবীরান্ অপি (যুদ্ধার্থী বীরগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (বধ কর); মা ব্যথিষ্ঠাঃ (কাতর হইও না) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর), রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুগণকে) জেতা অসি (জয় করিতে পারিবে) ॥৩৪॥

অতএব তুমি যুদ্ধনিমিত্ত দণ্ডায়মান হও, যশঃ লাভ কর, শত্রু সকলকে জয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। এই সকল বীরগণকে পূর্ব্বেই আমি বধ করিয়া রাখিয়াছি। হে সব্যসাচিন্! তুমি কেবল নিমিত্তভাগী হও ॥৩৩॥

আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ, এবং অন্যান্য যোদ্ধগণকেও তুমি (আবার) বধ কর; কাতর হইও না, যুদ্ধ কর, যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিবে ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) কেশবস্য (শ্রীকৃষ্ণের) এতৎ (এই) বচনং (বাক্য) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অর্জ্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] (কৃতাঞ্জলি হইয়া) নমস্কৃত্বা (নমস্কার পূর্ব্বক) ভীতভীতঃ এব (অতি ভীত চিত্তেই) ভূয়ঃ (পুনরায়) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) সগদ্গদং (গদ্গদস্বরে) কৃষ্ণং (শ্রীকৃষ্ণকে) আহ (বলিলেন) ॥৩৫॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) [হে] হৃষীকেশ (হে ইন্দ্রিয়াধিপতে!) তব (আপনার) প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্য সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা) জগৎ (বিশ্ব) প্রহৃষ্যতি (প্রহৃষ্ট হইতেছে) অনুরজ্যতে চ (এবং অনুরক্ত

সঞ্জয় কহিলেন—কেশবের এইসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত শরীরে অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া অতি ভীত চিত্তেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় প্রণতিপূর্ব্বক গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

অর্জ্জুন বলিলেন—হে হৃষীকেশ! আপনার যশঃকীর্ত্তন দ্বারা জগৎ পরমানন্দ লাভ করে ও আপনাতে অনুরাগ প্রাপ্ত হয়।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥৩৭॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮॥

হইতেছে), রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি [সন্তঃ] (ভীত হইয়া) দিশঃ (চতুর্দ্দিকে) দ্রবন্তি (পলায়ন করিতেছে) সর্ব্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ (এবং সমস্ত সিদ্ধগণ) নমস্যন্তি (নমস্কার করিতেছেন) [এতচ্চ] (এই সমস্তই) স্থানে (যুক্তিযুক্ত) ॥৩৬॥

[হে] মহাত্মন্ (হে বিরাট্ পুরুষ!) [হে] অনন্ত (হে সর্ব্বস্বরূপ!) [হে] দেবেশ (হে দেবদেব!) [হে] জগন্নিবাস (হে জগদাধার!) ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মারও) গরীয়সে (পূজ্য) আদিকর্ত্রে চ (আদি কর্ত্তা অর্থাৎ স্রষ্টা) তে (আপনাকে) [সর্ব্বে] (সকলে) কস্মাৎ (কেন) ন নমেরন্ (নমস্কার করিবেন না?) সৎ (কার্য্য) অসৎ (কারণ) অক্ষরং (ব্রহ্ম) তৎপরম্ (এবং তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট) যৎ (যাহা) [তদপি] (তাহাও) ত্বম্ (আপনি) ॥৩৭॥

ত্বম্ (আপনি) আদিদেবঃ (আদি দেবতা), পুরাণঃ পুরুষঃ (সনাতন

রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধ সকল প্রণত হইয়া থাকেন, এই সমস্তই যুক্তিযুক্ত ॥৩৬॥

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মারও পূজ্য এবং স্রষ্টা আপনাকে তাঁহারা সকলে কেনই বা নমস্কার না করিবেন? কার্য্য বা কারণ যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ আপনি ॥৩৭॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০॥

পুরুষ), ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানম্ (আকর স্থান), [ত্বং] (আপনি) বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়) পরং ধাম চ অসি (এবং গুণাতীত স্বরূপ) [হে] অনন্তরূপ (হে অনন্তরূপ!) ত্বয়া (আপনা কর্ত্তৃকই) বিশ্বম্ (জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) ॥৩৮॥

ত্বং (আপনি) বায়ুঃ (বায়ু), যমঃ (যম), অগ্নিঃ (অগ্নি), বরুণঃ (বরুণ), শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা), প্রপিতামহঃ চ (এবং ব্রহ্মারও পিতা) । তে (আপনাকে) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্র সহস্রবার) নমঃ অস্তু (নমস্কার) পুনঃ চ নমঃ (পুনরায় নমস্কার) ভূয়ঃ অপি (আবারও) তে (আপনাকে) নমঃ নমঃ (নমস্কার নমস্কার) ॥৩৯॥

আপনি সর্ব্বদেবের আদি চিরন্তন পুরুষ, আপনিই এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয় স্থান, আপনিই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং গুণাতীত স্বরূপ । হে অনন্তরূপ! আপনা কর্ত্তৃকই এই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥৩৮॥

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মারও জনক । আপনাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় নমস্কার, আবারও আপনাকে নমস্কার ॥৩৯॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

[হে] সর্ব্ব (হে সর্ব্ব-স্বরূপ!) তে (আপনাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (ও) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎদিকে) নমঃ (নমস্কার), তে (আপনাকে) সর্ব্বতঃ এব (সকলদিকেই) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি)। [হে] অনন্তবীর্য্য (হে অসীম শক্তিশালিন্!) ত্বং (আপনি) অমিতবিক্রমঃ (অপরিমিত পরাক্রমশালী) সর্ব্বং (সমস্ত জগৎ) সমাপ্নোষি (সম্যক্ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন) ততঃ (সেইহেতু) সর্ব্বঃ অসি (সর্ব্বস্বরূপ) ॥৪০॥

তব (আপনার) মহিমানং (মহিমা) ইদং চ (ও এই বিশ্বরূপের বিষয়) অজানতা (না জানিয়া) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) প্রমাদাৎ (মোহ বশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (তুমি সখা ইহা মনে

হে সর্ব্ব-স্বরূপ! আপনার সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাৎভাগে নমস্কার, আপনার সকলদিকেই নমস্কার। হে অনন্ত-বিক্রম! আপনি অসীম-শক্তিমান্—সমগ্র জগৎকে সম্যক্রূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই সর্ব্ব-স্বরূপ ॥৪০॥

আপনার মহিমা ও এই বিশ্বরূপের বিষয় না জানিয়া আমি মোহবশে বা প্রণয়পূর্ব্বক সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদি হঠকারিভাবে যাহা বলিয়াছি—হে অচ্যুত!

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

করিয়া) হে কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) হে যাদব (হে যাদব!) হে সখে (হে সখে!) ইতি (এইরূপ) প্রসভং (হঠাৎ তিরস্কার পূর্ব্বক) যৎ (যাহা) উক্তং (বলা হইয়াছে), [হে] অচ্যুত (হে অচ্যুত!) বিহারশয্যাসনভোজনেষু (বিহার, শয়ন, উপবেশন ও আহারাদি সময়ে) একঃ (একাকী) অথবা (কিম্বা) তৎসমক্ষং (সেই বন্ধুগণের সাক্ষাতেই) অবহাসার্থম্ (পরিহাস নিমিত্ত) যৎ (যে) অসৎকৃতঃ (অসম্মানিত) অসি (হইয়াছেন), অহম্ (আমি) অপ্রমেয়ম্ (অচিন্ত্য প্রভাব বিশিষ্ট) ত্বাম্ (আপনার নিকট) তৎ (সেই সমস্ত) ক্ষাময়ে (ক্ষমা চাহিতেছি) ॥৪১-৪২॥

[হে] অপ্রতিমপ্রভাব (হে অতুলনীয় মহিমা শালিন্!) ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই) চরাচরস্য (স্থাবর জঙ্গমাত্মক) লোকস্য (বিশ্বের) পিতা (জনক) পূজ্যঃ (পূজনীয়) গুরুঃ (গুরু) গরীয়ান্ চ অসি (এবং তদপেক্ষাও পূজ্যতর); [অতঃ] (অতএব) লোকত্রয়ে (ত্রিজগতের মধ্যে) ত্বৎসমঃ অপি (আপনার সমানই) ন অস্তি (নাই) অভ্যধিকঃ (আপনা

বিবিধ ক্রীড়া, শয়ন, উপবেশন ও আহারাদি সময়ে একাকী অথবা বন্ধুগণের সাক্ষাতেই পরিহাস নিমিত্ত যে অনাদৃত হইয়াছেন—অচিন্ত্যমহিমাশালী আপনার নিকট আমি তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি ॥৪১-৪২॥

হে অদ্বিতীয়প্রভাব! আপনি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজনীয়, গুরু এবং তাহা হইতেও অধিক পূজ্যতর, সুতরাং ত্রিলোকের মধ্যে আপনার সমানই কেহ নাই, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কেহ কোথা হইতে থাকিবে? ॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥৪৪॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥

হইতে শ্রেষ্ঠ) অন্যঃ (অপর) কুতঃ (কোথা হইতে হইবে?) ॥৪৩॥

[হে] দেব (হে দেব!) তস্মাৎ (অতএব) অহম্ (আমি) কায়ং (দেহকে) প্রণিধায় (দণ্ডবৎ ভূতলে স্থাপন করিয়া) প্রণম্য (প্রণাম পূর্ব্বক) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশম্ (ঈশ্বর) ত্বাম্ (আপনাকে) প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করিতেছি)। পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য (পুত্রের), সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যুঃ (সখার), প্রিয়ঃ [ইব] (প্রিয়জন যেমন) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) [অপরাধং সহতে] (অপরাধ ক্ষমা করেন) [তথা] (সেইরূপ) [ত্বং] (আপনি) [মম] (আমার) [অপরাধং] (অপরাধ) সোঢুম্ (ক্ষমা করিতে) অর্হসি (অনুগ্রহ করুন) ॥৪৪॥

[হে] দেব (হে দেব!) অদৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বে অদৃষ্ট) [ইদং] (তোমার এই বিশ্বরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ অস্মি (আমি তুষ্ট হইয়াছি), মে

হে দেব! সেই হেতু আমি (দণ্ডের মত) আমার দেহকে ভূতলে পাতিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক পূজ্য প্রভু আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার ও প্রিয়জন যেমন নিজ প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তদ্রূপ আপনি আমার অপরাধ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করুন ॥৪৪॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭॥

(আমার) মনঃ (মন) ভয়েন (ভয়ে) প্রব্যথিতং চ (আবার ব্যাকুলিত হইতেছে)। [হে] দেবেশ (হে দেবদেব!) [হে] জগন্নিবাস (হে জগদাধার!) তৎ (সেই) রূপং এব (চতুর্ভুজ রূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দেখান) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) ॥৪৫॥

অহং (আমি) ত্বাং (আপনাকে) তথা এব (পূর্ব্বের মতই) কিরীটিনং (মুকুটধারী) গদিনং (গদাহস্ত) চক্রহস্তম্ (ও চক্রধারীরূপে) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)। [হে] সহস্রবাহো (হে সহস্রহস্তদেব!) [হে] বিশ্বমূর্ত্তে (হে বিশ্বরূপ!) তেন (সেই) চতুর্ভুজেন (চতুর্ভুজ) রূপেণ এব (মূর্ত্তিতেই) ভব (প্রকাশিত হউন) ॥৪৬॥

হে দেব! পূর্ব্বে অদৃষ্ট আপনার এই বিশ্বরূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। অতএব হে দেবেশ! আপনার সেই পূর্ব্ব চতুর্ভুজ রূপই আমাকে দেখান। হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হউন ॥৪৫॥

আমি আপনাকে পূর্ব্বের মতই মুকুটমস্তক, গদাধারী ও চক্রধারিরূপে দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্র বাহো! হে বিশ্বরূপ! সেই চতুর্ভুজ রূপেই প্রকাশিত হউন ॥৪৬॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) ময়া (আমি) প্রসন্নেন (সন্তুষ্ট হইয়া) আত্মযোগাৎ (নিজ যোগমায়া বলে) তব (তোমাকে) ইদং (এই) তেজোময়ং (তেজঃপূর্ণ) অনন্তম্ (অনন্ত) আদ্যং (আদিভূত) মে (আমার) পরং (শ্রেষ্ঠ) বিশ্বম্ (বিশ্বাত্মক) রূপং (বিরাট্‌রূপ) দর্শিতম্ (দেখাইয়াছি), যৎ (যে রূপ) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অপর কেহ) ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ (পূর্ব্বে দেখিতে পায় নাই) ॥৪৭॥

[হে] কুরুপ্রবীর (হে কৌরববীরশ্রেষ্ঠ!) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন ভক্তিহীন অপর কেহ) ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (কি বেদবিদ্যা যজ্ঞবিদ্যার অধ্যয়ন) ন দানৈঃ (কি ভূম্যাদিদান) ন চ ক্রিয়াভিঃ উগ্রৈঃ তপোভিঃ (কি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং উগ্র চান্দ্রায়ণাদিব্রত ইহাদের কোনটির দ্বারাই) এবং রূপঃ (এবম্বিধ বিশ্বরূপী) অহং

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার যোগমায়া শক্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক তেজোময়, বিশ্বব্যাপী, অনন্ত ও আদিভূত আমার এই প্রধান বিরাট্‌রূপ অদ্য তোমাকে দেখাইলাম। তুমি ব্যতীত অপর কেহই পূর্ব্বে এই রূপ কখনও দেখিতে পায় নাই ॥৪৭॥

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! এই নরলোকে বৈদিক যজ্ঞ, দান, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম এবং উগ্র তপস্যা প্রভৃতি—ইহাদের কোনটির দ্বারাই দর্শনাতীত বিরাট্‌রূপী আমাকে তুমি ভিন্ন অপর কেহ দর্শন করিতে পারে না ॥৪৮॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০॥

(আমাকে) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) ন শক্যঃ (সমর্থ হয় না) ॥৪৮॥

ঈদৃক্ (এই প্রকার) মম (আমার) ঘোরম্ (ভয়ানক) ইদম্ রূপং (এই বিশ্বরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) মা [অস্তু] (না হউক), বিমূঢ়ভাবঃ চ (এবং মোহভাবও যেন) মা [অস্তু] (না হয়) । ব্যপেতভীঃ (ভয় শূন্য) প্রীতমনাঃ [সন্] (ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া) ত্বং (তুমি) পুনঃ (পুনর্ব্বার) মে (আমার) ইদং (এই) তৎরূপং এব (সেই চতুর্ভুজ রূপই) প্রপশ্য (প্রকৃষ্টভাবে দেখ) ॥৪৯॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন) বাসুদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনং

এইপ্রকার আমার ভীষণ এই বিশ্বরূপ দেখিয়া তোমার ভয় বা বিমূঢ়ভাব না থাকুক্ । ভীতি রহিত ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তুমি পুনরায় আমার পূর্ব্বদৃষ্ট সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই দর্শন কর ॥৪৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইপ্রকার বলিয়া পুনরায় (অর্জ্জুনের প্রার্থনানুযায়ী চতুর্ভুজ) নিজ মূর্ত্তি দেখাইলেন ও তৎপর আবার উদার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ (স্বীয় পীতাম্বরাদিযুক্ত দ্বিভুজ) সৌম্যমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ভীতচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন ॥৫০॥

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥

(অর্জ্জুনকে) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) তথা (সেই প্রকার) স্বকং রূপং (স্বীয় চতুর্ভুজরূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন), পুনঃ (পুনর্ব্বার) মহাত্মা (পরম কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ) সৌম্যবপুঃ (পীতাম্বরাদিযুক্ত দ্বিভুজ স্বরূপ) ভূত্বা (হইয়া) ভীতম্ (ভীত) এনং (এই অর্জ্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বাস প্রদান করিলেন) ॥৫০॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] জনার্দ্দন (হে শ্রীকৃষ্ণ!) তব (আপনার) ইদং (এই) সৌম্যং (মনোহর) মানুষং (মনুষ্যাকার দ্বিভুজ) রূপং (মূর্ত্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইদানীম্ (এখন) সচেতাঃ সংবৃত্তঃ (প্রসন্নচিত্ত হইলাম) প্রকৃতিং গতঃ অস্মি (এবং স্বাস্থ্যলাভ করিলাম) ॥৫১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [ত্বং] (তুমি) যৎ (যে দ্বিভুজ মনুষ্যাকার রূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিতেছ), মম (আমার) ইদং (এই) রূপং (সচ্চিদানন্দময় নরমূর্ত্তি) সুদুর্দ্দর্শম্ (অতীব দুর্ল্লভ দর্শন)। দেবাঃ অপি (দেবতাগণও) অস্য (এই) রূপস্য (রূপের) নিত্যং (সর্ব্বদা)

অর্জ্জুন কহিলেন—হে জনার্দ্দন! আপনার এই মনোহর (দ্বিভুজ) মানব রূপ দর্শন করিয়া এখন আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল এবং ভয়াদি দূর হওয়ায় প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করিলাম ॥৫১॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! তুমি এই যে নরাকৃতি দ্বিভুজ রূপ দর্শন করিতেছ, আমার এই সচ্চিদানন্দময় নর-

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।
শক্য এবংবিধোর্দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥৫৩॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪॥

দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাভিলাষী) ॥৫২॥

[ত্বং] (তুমি) মম (আমার) যৎ (যে এই নিত্য নরাকার রূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দর্শন করিতেছ), এবংবিধঃ (এতাদৃশ রূপবিশিষ্ট) অহং (আমাকে) ন বেদৈঃ (কি বেদাধ্যয়ন) ন তপসা (কি চান্দ্রায়ণাদি কঠোর ব্রত) ন দানেন (কি ভূম্যাদিদান) ইজ্যয়া চ (এবং কি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ ইহাদের কোনটির দ্বারাই) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) [কৈশ্চিৎ] (কেহই) ন শক্যঃ (সমর্থ হন না) ॥৫৩॥

[হে] পরন্তপ (হে শত্রুতাপন!) [হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) এবংবিধঃ (এতাদৃশ রূপবিশিষ্ট) অহম্ (আমি) তু (কিন্তু সুদুর্দ্দর্শ হইলেও) অনন্যয়া (ঐকান্তিকী বা কেবলা) ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বারা) [ভক্তেন] (শুদ্ধভক্তকর্ত্তৃক) তত্ত্বেন (যথার্থরূপে) জ্ঞাতুং (জানিতে) দ্রষ্টুং চ (ও দেখিতে) প্রবেষ্টুং চ

মূর্ত্তির দর্শন অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ । দেবতারাও এই রূপের নিত্য দর্শনাভিলাষী ॥৫২॥

তুমি আমার যে নিত্য নরাকার পরব্রহ্মরূপটি দর্শন করিতেছ এতাদৃশ রূপবিশিষ্ট আমাকে কেহই বেদপাঠ, তপস্যা, দান, বা বিবিধ যজ্ঞ, কোনটির দ্বারাই দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥৫৩॥

হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! এতাদৃশ রূপবিশিষ্ট আমি কিন্তু অন্য প্রকারে দুর্ল্লভ-দর্শন হইলেও ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা শুদ্ধভক্তগণ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে ও দেখিতে এবং আমার লীলাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ ॥৫৪॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

(এবং লীলায় প্রবেশ করিতে) শক্যঃ [অস্মি] (যোগ্য হই) ॥৫৪॥

[হে] পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র!) যঃ (যিনি) মৎকর্ম্মকৃৎ (আমার নিমিত্তই কর্ম্মানুষ্ঠানকারী) মৎ পরমঃ (আমিই যাহার পরম পুরুষার্থ) মদ্ভক্তঃ (আমাতে শ্রবণাদি ভক্তিযুক্ত) সঙ্গবর্জ্জিতঃ (বিষয়াসক্তিশূন্য) সর্ব্বভূতেষু (সকল জীবের প্রতি) নির্ব্বৈরঃ (শত্রুভাবরহিত) সঃ (তিনি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হন) ॥৫৫॥

ইতি একাদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমারই সেবাকার্য্যে নিরত, আমিই যাহার পরম আশ্রয়, আমাতেই ভক্তিযুক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাবশূন্য তিনিই আমাকে লাভ করেন ॥৫৫॥

ইতি একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) এবং (এই প্রকারে) সততযুক্তাঃ (সর্ব্বদা আপনার প্রতি অনন্য ভক্তিযুক্ত) [সন্তঃ] (হইয়া) ত্বাং (শ্যামসুন্দরাকার সাক্ষাৎ আপনাকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), যে চ অপি (এবং যে সকলভক্ত) অব্যক্তং (নির্ব্বিশেষ) অক্ষরম্ (ব্রহ্মকে) [পর্য্যুপাসতে] (উপাসনা করেন) তেষাং (এই দুই প্রকার যোগীর মধ্যে) কে (কাহারা) যোগবিত্তমাঃ (শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ) ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) যে (যাহারা) পরয়া (নির্গুণ) শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) ময়ি (আমার শ্যামসুন্দরাকারে) মনঃ

অর্জ্জুন বলিলেন—যে সকল ভক্ত উক্ত প্রকারে সর্ব্বদা আপনাতে অনন্যভক্তি হইয়া (দ্বিভুজ শ্যামসুন্দরাকার) আপনাকে উপাসনা করেন, এবং যাহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভাবনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ অর্থাৎ জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যাহারা নির্গুণ শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই শ্যামসুন্দরাকারে মনকে অভিনিবিষ্ট করিয়া নিত্য

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪॥

(মন) আবেশ্য (নিবিষ্ট করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ [সন্তঃ] (নিত্য অনন্য-ভক্তিযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাহারা) যুক্ততমাঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী), [ইতি] (ইহা) মে (আমার) মতাঃ (অভিমত) ॥২॥

যে তু (কিন্তু যাহারা) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয় সকলকে) সংনিয়ম্য (সম্যক্‌রূপে নিরোধ করিয়া) সর্ব্বত্র (সকলের প্রতি) সমবুদ্ধয়ঃ (সমদৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক) সর্ব্বভূতহিতে (সমস্ত প্রাণীর হিতকার্য্য সাধনে) রতাঃ [সন্তঃ] (চেষ্টাশীল হইয়া) [মে] (আমার) অনির্দ্দেশ্যম্ (অনির্ব্বচনীয়) অব্যক্তং (প্রাকৃত রূপাদিহীন) সর্ব্বত্রগম্ (সর্ব্বব্যাপী) অচিন্ত্যং (চিন্তাতীত) কূটস্থম্ (সর্ব্বদা একরূপ) অচলং (চাঞ্চল্যশূন্য) ধ্রুবম্ (নিত্য) অক্ষরম্ চ (ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্মকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তে (তাহারাও) মাম্ এব (আমারই অঙ্গকান্তিকে) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥৩-৪॥

অনন্যভক্তিদ্বারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, ইহাই আমার অভিমত ॥২॥

কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত ভূতের হিতসাধনে চেষ্টাযুক্ত হইয়া আমার অনির্দ্দেশ্য প্রাকৃত রূপাদি-রহিত, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধি-শূন্য, নিত্য ও নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই অর্থাৎ আমার তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন ॥৩-৪॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭॥

অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে আকৃষ্টচিত্ত) তেষাম্ (সেই সকল ব্যক্তির) অধিকতরঃ (অত্যন্ত অধিক) ক্লেশঃ (কষ্টকর) [ভবতি] (হয়)। হি·(যেহেতু) দেহবদ্ভিঃ (দেহবান্ জীব কর্ত্তৃক) অব্যক্তা (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক) গতিঃ (সাধ্যসাধন) দুঃখং (দুঃখময় রূপে) অবাপ্যতে (লব্ধ হয়) ॥৫॥

যে তু (কিন্তু যাহারা) সর্ব্বাণি (সমস্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ পূর্ব্বক) মৎপরাঃ [সন্তঃ] (একমাত্র আমাতে আশ্রিত হইয়া) অনন্যেন এব (জ্ঞানকর্ম্মাদির সম্পর্কশূন্য) যোগেন (ভক্তিযোগ দ্বারা) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (চিন্তা পূর্ব্বক) উপাসতে (উপাসনা করেন), [হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাম্ (আবিষ্টচিত্ত) তেষাম্ (তাহাদিগকে) অহং (আমি) মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে) ন চিরাৎ (অচিরে) সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি (উদ্ধার করিয়া থাকি) ॥৬-৭॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিদের অত্যধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। যেহেতু দেহবান্ জীবের পক্ষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক সাধ্য-সাধন দুঃখময় রূপেই লাভ হইয়া থাকে ॥৫॥

কিন্তু যাঁহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানকর্ম্মাদি সম্বন্ধ শূন্য শুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা আমার অনুধ্যান পূর্ব্বক আরাধনা করেন, হে

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯॥

ময়ি এব (শ্যামসুন্দরাকার আমাতেই) মনঃ (মনকে) আধৎস্ব (স্থির কর), ময়ি [এব] (আমাতেই) বুদ্ধিং (বিবেকবতী বুদ্ধিকে) নিবেশয় (নিযুক্ত কর); অতঃ ঊর্দ্ধং (এই জীবনের পর) ময়ি এব (আমার সমীপেই) নিবসিষ্যসি (অবস্থান করিবে), [অত্র] (ইহাতে) ন সংশয়ঃ (সংশয় নাই) ॥৮॥

[হে] ধনঞ্জয় (হে অর্জ্জুন!) অথ (তবে যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্ত) স্থিরম্ (দৃঢ়ভাবে) সমাধাতুং (সম্যক্ স্থাপন করিতে) ন শক্নোষি (না পার), ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাস-যোগেন (অভ্যাস যোগের দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুং (প্রাপ্ত হইতে) ইচ্ছ (চেষ্টা কর) ॥৯॥

পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত তাহাদিগকে আমি অচিরাৎ মৃত্যুময় সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করি ॥৬-৭॥

অতএব শ্যামসুন্দরাকার আমাতেই তোমার মনকে স্থির করিয়া নিত্য আমার স্মরণ কর, এবং তোমার বিচার বুদ্ধিকেও আমাতেই নিবিষ্ট কর, তাহার ফলে এই দেহান্তের পরই আমার নিকটে বাস করিবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৮॥

হে ধনঞ্জয়! আর যদি চিত্তকে দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত আমাতে স্থাপন করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস রূপ যোগের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর ॥৯॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২॥

অভ্যাসে অপি (অভ্যাস যোগেও) [যদি] অসমর্থঃ (অক্ষম) অসি (হও), [তর্হি] (তাহা হইলে) মৎ কর্ম্মপরমঃ (আমার কর্ম্মপরায়ণ) ভব (হও)। মদর্থম্ (আমার প্রীত্যর্থে) কর্ম্মাণি (শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ অপি (করিয়াও) সিদ্ধিম্ (সিদ্ধি) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥১০॥

অথ (আর যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্ত্তুং (করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) অসি (হও), ততঃ (তাহা হইলে) মদ্‌যোগম্ (আমাতে সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপ যোগ) আশ্রিতঃ [সন্] (আশ্রয় করিয়া) যতাত্মবান্ [ভূত্বা] (সংযতচিত্ত হইয়া) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর) ॥১১॥

হি (যেহেতু) অভ্যাসাৎ (আত্মনিয়োগ চেষ্টা অপেক্ষা) জ্ঞানম্ (সাক্ষাৎ অনুভূতি) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ (উক্ত জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং (আমাতে অভিনিবেশ) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) ধ্যানাৎ (ধ্যান হইতে) কর্ম্ম-

---

অভ্যাস-যোগেও যদি তুমি অসমর্থ হও, তবে মৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মপরায়ণ হও। আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে কোন কর্ম্মের আচরণ করিলেও সিদ্ধি লাভ করিবে ॥১০॥

আর যদি ঐরূপও করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি আমাতে সমস্ত কর্ম্মার্পণরূপ যোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সংযত চিত্ত হইয়া সকল কর্ম্মফলের চিন্তা পরিত্যাগ কর ॥১১॥

যেহেতু আত্মনিয়োগ চেষ্টা অপেক্ষা আমার চিদনুভূতি শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা হইতে আমার অভিনিবেশরূপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ;

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥

ফলত্যাগঃ [স্যাৎ] (স্বর্গাদি সুখ বা মোক্ষের স্পৃহা থাকে না) ত্যাগাৎ অনন্তরম্ (কর্ম্মফলেবিতৃষ্ণার পরেই) শান্তিঃ (আমাভিন্ন সমস্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের উপরতি) [ভবতি] (হইয়া থাকে) ॥১২॥

যঃ মদ্ভক্তঃ (আমার যে ভক্ত) সর্ব্বভূতানাং (সকল প্রাণীর প্রতি) অদ্বেষ্টা (দ্বেষশূন্য), মৈত্রঃ (বরং মিত্রভাবাপন্ন), করুণঃ (দীনের প্রতি কৃপালু), নির্ম্মমঃ (পুত্র কলত্রাদির প্রতি মমতা শূন্য), নিরহঙ্কারঃ (দেহে অহঙ্কার রহিত), সমদুঃখসুখঃ (সুখে ও দুঃখে নিজের প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভাবনা দ্বারা সমদর্শী), ক্ষমী (সহিষ্ণু) সততং (সর্ব্বদা) সন্তুষ্টঃ (যথা লাভে সন্তোষযুক্ত), যোগী (ভক্তিযোগযুক্ত), যতাত্মা (অলাভেও সংযত চিত্ত), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (অনন্যভক্তিতে স্থির সংকল্প), ময়ি (আমাতে) অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি সমর্পণকারী), সঃ (তিনিই) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রীতির পাত্র) ॥১৩-১৪॥

ধ্যান হইতে স্বর্গসুখ বা মোক্ষের কামনা দূর হয়, এবং নিষ্কাম হইলেই বিষয়বিতৃষ্ণারূপ শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয় ॥১২॥

আমার যে ভক্ত, সমস্ত জীবের প্রতি হিংসা বর্জ্জিত, বরং মিত্রতা সম্পন্ন, হীনজনের প্রতিও কৃপালু, পুত্রকলত্রাদিতে মমতা শূন্য, দেহাদিতে অহঙ্কার রহিত, সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, ভক্তিযোগযুক্ত, সংযতচিত্ত, অনন্যভক্তিতে দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতে যাহার মন ও বুদ্ধি সমর্পিত তিনিই আমার প্রিয় ॥১৩-১৪॥

**যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥**

যস্মাৎ (যাহা হইতে) লোকঃ (কোন লোক) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না), যঃ চ (ও যিনি) লোকাৎ (কোন লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না), যঃ চ (ও যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (প্রাকৃত হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে) মুক্তঃ (মুক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥১৫॥

যঃ মদ্ভক্তঃ (আমার যে ভক্ত) অনপেক্ষঃ (ব্যবহারিক কার্য্যে অপেক্ষা শূন্য) শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন) দক্ষঃ (নিপুণ) উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্য) গতব্যথঃ (উদ্বেগশূন্য) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (ভক্তিপ্রতিকূল নিখিলোদ্যমরহিত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥১৬॥

যঃ (যিনি) ন হৃষ্যতি (লৌকিক প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না) ন দ্বেষ্টি (অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতেও দ্বেষ করেন না), ন শোচতি (লৌকিক প্রিয়বস্তু নাশে শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষাও

যাহা হইতে লোক সকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, ও যিনি কোন লোক হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, এবং যিনি প্রাকৃত হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয় ॥১৫॥

আমার যে ভক্ত ব্যবহারিক কার্য্যে অপেক্ষাশূন্য ও অনাসক্ত, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন, নিপুণ, উদ্বেগশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার সকাম উদ্যম রহিত, তিনিই আমার প্রিয় ॥১৬॥

যিনি জাগতিক লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় সংযোগে দ্বেষ করেন না, যিনি জাগতিক প্রিয় বস্তু নাশে শোক করেন না,

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-যোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) [হে] কেশব (হে কেশব!) [অহং] (আমি) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষং চ এব (ও পুরুষ) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ (এবং ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সমস্ত) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) [হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) ইদং (এই) শরীরং (শরীর) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) ইতি (এই নাম) অভিধীয়তে (কথিত হয়), যঃ (যিনি) এতৎ (এই দেহকে ক্ষেত্র বলিয়া) বেত্তি (জানেন), তং (তাঁহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি ('ক্ষেত্রজ্ঞ' এই নামে) প্রাহুঃ (অভিহিত করেন) ॥২॥

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কেশব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সমস্তের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! এই (স্থূল-সূক্ষ্ম) শরীর 'ক্ষেত্র' বলিয়া অভিহিত হয় । আর যিনি এই দেহ সত্তার

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥৩॥
তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৪॥

[হে] ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব!) অপি (আর) সর্ব্বক্ষেত্রেষু (সমস্ত দেহে) মাং চ (নিয়ন্তারূপে অবস্থিত আমাকেও) ক্ষেত্রজ্ঞং (ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে), ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্রের সহিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার) যৎ (যে) জ্ঞানং (এবম্বিধ স্বরূপ-জ্ঞান) তৎ (তাহাই) জ্ঞানং (জ্ঞান বলিয়া) মম (আমার) মতং (অভিমত) ॥৩॥

তৎ (সেই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা) যাদৃক্ চ (যেরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট) যৎ বিকারি (যাদৃশ বিকারযুক্ত) যতঃ চ (যাহা হইতে) যৎ (যেরূপ উৎপন্ন) সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যৎস্বরূপ) যৎ প্রভাবঃ চ (ও যেরূপ প্রভাববিশিষ্ট) তৎ (তাহা) মে (আমার নিকট হইতে) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥৪॥

অনুভবকারী চেতন তাঁহাকেই (জীবাত্মাকেই) তত্ত্বজ্ঞগণ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকেন ॥২॥

হে ভারত! আর আমাকেও (অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে) সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জড় ও জীবাত্মা-পরমাত্মার) যে এই প্রকার যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান, তাহাকেই আমি জ্ঞান বলিয়া মনে করি ॥৩॥

সেই ক্ষেত্র—যে বস্তু, যাদৃশ ধর্ম্মবিশিষ্ট, যেরূপ বিকারযুক্ত, যাহা হইতে যেরূপে উৎপন্ন, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যে স্বরূপ-বিশিষ্ট ও যেরূপ প্রভাবযুক্ত, সেই সমস্ত সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৪॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৫॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৬॥
ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৭॥

[তৎ] (সেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্ত্তৃক), বিবিধৈঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ছন্দোভিঃ (বেদের দ্বারা) হেতুমদ্ভিঃ চ (যুক্তিযুক্ত) বিনিশ্চিতৈঃ (সিদ্ধান্তপূর্ণ) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ (বেদান্ত বাক্যসকল দ্বারা) পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে) বহুধা এব (বহু প্রকারেই) গীতং (কীর্ত্তিত হইয়াছে) ॥৫॥

মহাভূতানি (আকাশাদি পঞ্চমহাভূত) অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার) বুদ্ধিঃ (মহত্তত্ত্ব) অব্যক্তম্ এব চ (ও প্রকৃতি) দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়) একং চ (ও এক মন) পঞ্চ (পাঁচটি) ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়); ইচ্ছা (ইচ্ছা), দ্বেষঃ (দ্বেষ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) সংঘাতঃ (দেহ) চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) সবিকারম্ (জন্মাদি ষড়্‌বিকার সহিত) এতৎ (এই সমস্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র বলিয়া) সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥৬-৭॥

সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব—ঋষিগণ, বিভিন্ন বেদবাক্য সমূহ এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তবিশিষ্ট ব্রহ্মসূত্রনামক বেদান্ত-বাক্য সমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহু প্রকারেই বর্ণন করিয়াছেন ॥৫॥

আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মুখ হস্তাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় মন, শব্দস্পর্শাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ,

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৮॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৯॥

অমানিত্বম্ (মানশূন্যতা), অদম্ভিত্বম্ (গর্ব্বহীনতা), অহিংসা (অহিংসা), ক্ষান্তিঃ (অপমানাদি সহিষ্ণুতা), আর্জ্জবম্ (সরলতা), আচার্য্যোপাসনং (অকৈতবে সদ্গুরুর সেবা), শৌচং (বাহ্য ও অভ্যন্তরের পবিত্রতা), স্থৈর্য্যম্ (সন্মার্গে অবিচলিত নিষ্ঠা), আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীর সংযম), ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে) বৈরাগ্যম্ (রুচির অভাব), অনহঙ্কারঃ এব চ (ও অহঙ্কার শূন্যতা), জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষের চিন্তন), পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদিতে) অসক্তিঃ (প্রীতিত্যাগ), অনভিষঙ্গঃ (অপরের সুখে ব দুঃখে অভিনিবেশ রাহিত্য), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু (অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয়ের উপস্থিতিতে) নিত্যং (সর্ব্বদা) সমচিত্তত্বম্ চ (হর্ষবিষাদশূন্যতা), ময়ি চ (এবং আমাতে) অনন্যযোগেন (জ্ঞান, কর্ম্ম, তপস্যা ও যোগ প্রভৃতির অমিশ্রণে) অব্যভিচারিণী (ঐকান্তিকী) ভক্তিঃ (ভক্তি), বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ (নির্জ্জন স্থানপ্রিয়তা), জনসংসদি

শরীর, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য,—জন্মাদি ছয়টি বিকারের সহিত—এ সকলই ক্ষেত্র বলিয়া সংক্ষেপে কথিত হয় ॥৬-৭॥

অমানিত্ব, গর্ব্বহীনত্ব, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরু-সেবা, পবিত্রতা, স্থিরতা, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার শূন্যতা, জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধি প্রভৃতির দুঃখরূপ দোষদর্শন, স্ত্রী-পুত্র ও গৃহাদিতে আসক্তিশূন্যতা, অন্যের সুখে ও দুঃখে ঔদাসীন্য, ইষ্ট ও অনিষ্ট বস্তু সংযোগে সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, আমাতে অচঞ্চলা ও অবিমিশ্রা ভক্তি, নির্জ্জন প্রিয়তা, লোক-

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥১০॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১১॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১২॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥১৩॥

(প্রাকৃত লোকসঙ্ঘে) অরতিঃ (অরুচি), অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মাদি-বিষয়ক জ্ঞানের নিত্য অনুশীলন), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে মোক্ষ তৎসম্বন্ধে আলোচনা), এতৎ (এই বিংশতি সংখ্যক) জ্ঞানম্ (জ্ঞানের সাধন) ইতি (ইহা) [ঋষিভিঃ] (ঋষিগণ কর্ত্তৃক) প্রোক্তম্ (কথিত হইয়াছে), অতঃ (ইহা হইতে) যৎ (যাহা) অন্যথা (বিপরীত) [তৎ] (তাহাই) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) ॥৮-১২॥

যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জ্ঞানের বিষয়), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অমৃতং (আমার ভক্তি রূপ অমৃত) অশ্নুতে (লাভ হয়) তৎ (তাহা) প্রবক্ষ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে বলিব) তৎ (তাহা) অনাদি (নিত্য) মৎপরং (আমার আশ্রিত তত্ত্ব) ব্রহ্ম ('ব্রহ্ম' শব্দ বাচ্য) ন সৎ (কার্য্যাতীত) ন অসৎ (ও কারণাতীত) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন) ॥১৩॥

সংঘট্টে অরুচি, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের নিত্যত্ব-বোধ ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন উপলব্ধি—ইহাই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এতদতিরিক্ত সমস্তই অজ্ঞান জানিবে ॥৮-১২॥

যাহা 'জ্ঞেয়' অর্থাৎ জ্ঞাতব্য, যাহা অবগত হইলে আত্মা-রামত্বরূপ অমৃতাস্বাদন অনুভূত হয়—তাহা বলিতেছি । সেই

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৪॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৫॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৬॥

সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পাণিপাদং (হস্তপদবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) অক্ষিশিরোমুখম্ (চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্ব্বত্র কর্ণ বিশিষ্ট) তৎ (তিনি) লোকে (জগতে) সর্ব্বম্ (সমস্ত বস্তুকে) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থিত রহিয়াছেন) ॥১৪॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং (সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ শব্দাদির সহিত বিরাজমান) [তদপি] (তাহা হইলেও) সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্ (প্রাকৃত ইন্দ্রিয়রহিত), অসক্তং (আসক্তিশূন্য) সর্ব্বভৃৎ চ (শ্রীবিষ্ণুস্বরূপে সকলের পালক), নির্গুণং (সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণাতীত) গুণভোক্তৃ চ এব (এবং ত্রিগুণাতীত 'ভগ' শব্দবাচ্য ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণেরই আস্বাদক) ॥১৫॥

তৎ (সেই তত্ত্ব) ভূতানাং (সর্ব্বভূতের) বহিঃ (বাহিরে) অন্তঃ চ (ও অন্তরে অবস্থিত), অচরং (স্থাবর) চরম্ এব চ (এবং জঙ্গম), তৎ (তিনি)

জ্ঞেয় বস্তু অনাদি অর্থাৎ সনাতন, মৎপর অর্থাৎ আমার আশ্রিত ও সদসদনির্ব্বচনীয় 'ব্রহ্ম'—এই নামে অভিহিত হন ॥১৩॥

সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখসংযুক্ত এবং সর্ব্বত্র কর্ণাদি বিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত বস্তুকে সম্যক্ ব্যাপিয়া (পরমাত্মারূপে) তিনি বিরাজমান ॥১৪॥

সেই বৃহত্তত্ত্ব সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তৎবিষয় প্রকাশক হইলেও জড়েন্দ্রিয় রহিত, অনাসক্ত হইয়াও (শ্রীবিষ্ণুরূপে) সকলের পালক এবং ত্রিগুণাতীত হইয়াও গুণাত্মিকা প্রকৃতির সেব্য ॥১৫॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৭॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥১৮॥

সূক্ষ্মত্বাৎ (প্রাকৃত রূপাদি শূন্যত্ব হেতু) অবিজ্ঞেয়ং (ইহাই সেই বস্তু এইরূপ স্পষ্ট জ্ঞানের অযোগ্য) দূরস্থং (অজ্ঞজনের পক্ষে দূরস্থিত) অন্তিকে চ (বিদ্বান্‌গণের সম্বন্ধে নিকটে অবস্থিত) ॥১৬॥

তৎ (তিনি) ভূতেষু (পরস্পর ভিন্ন জীব সমূহে) অবিভক্তং চ (এক হইয়াও) বিভক্তম্ ইব চ (ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া) স্থিতম্ (প্রতীত হন), [তৎ এব] (তিনিই) ভূতভর্ত্তৃ (শ্রীনারায়ণ স্বরূপে প্রাণি সমূহের পালক) গ্রসিষ্ণু চ (প্রলয়কালে সংহারক) প্রভবিষ্ণু চ (এবং স্থিতিকালে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া) জ্ঞেয়ম্ (জ্ঞাতব্য) ॥১৭॥

তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিষ্কগণের) জ্যোতিঃ (প্রকাশক) তমসঃ (অজ্ঞানের) পরম্ (অতীত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন)। [তৎ এব]

সেই তত্ত্ব সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান, উহাই (শক্তি পরিণামে) চরাচর জগৎ, উহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রাকৃত বিজ্ঞানের অগোচর এবং বহু দূরবর্ত্তী অথচ অতি নিকটেই অবস্থিত ॥১৬॥

তিনি এক অখণ্ডতত্ত্ব হইয়াও সর্ব্বভূতে খণ্ডের ন্যায় অবস্থিত অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত ব্যষ্টিপুরুষরূপে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী এক অখণ্ড বিরাট্ সমষ্টিস্বরূপ পরমেশ্বর। তিনিই (শ্রীনারায়ণ স্বরূপে) জীবগণের পালক ও প্রলয়োৎপত্তিকারক বলিয়া কথিত হন ॥১৭॥

তিনি জ্যোতিষ্কগণেরও প্রকাশক এবং অন্ধকারেরও অতীত অব্যক্ত বলিয়া কথিত হন। তিনিই জ্ঞান ও জ্ঞেয়তত্ত্ব, এবং

**ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৯॥
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥২০॥**

(তিনিই) জ্ঞানং (বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান), জ্ঞেয়ং (রূপাদির আকারে পরিণত জ্ঞয়), জ্ঞানগম্যং (অমানিত্বাদি জ্ঞানের সাধন দ্বারা প্রাপ্য), সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতম্ (পরমাত্মাস্বরূপে অবস্থিত) ॥১৮॥

ইতি (এই) ক্ষেত্রং (মহাভূতাদি ধৃতি পর্য্যন্ত ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং (এবং অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও অনাদি হইতে ধিষ্ঠিত পর্য্যন্ত ব্রহ্ম, ভগবান্ ও পরমাত্মা শব্দবাচ্য জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য তত্ত্ব) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (কথিত হইল)। মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (ইহা) বিজ্ঞায় (বিদিত হইয়া) মদ্ভাবায় (আমার প্রতি প্রেম ভক্তি লাভের) উপপদ্যতে (যোগ্য হন) ॥১৯॥

প্রকৃতিং (প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া) পুরুষং চ (ও ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দবাচ্য জীবাত্মা) উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী এব (অনাদি বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিবে), বিকারান্ চ (এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি-বিকার সকল) গুণান্ চ (ও গুণ পরিণাম সুখ, দুঃখ, শোক, মোহাদিকে) প্রকৃতি সম্ভবান্ এব (প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিবে) ॥২০॥

অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধ্য, তিনিই সকলের হৃদয়ে পরমাত্মাস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥১৮॥

এইরূপে 'ক্ষেত্র', 'জ্ঞান' ও (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দবাচ্য) 'জ্ঞেয়' তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হইল। আমার ভক্তগণ এই সমস্ত বিশেষভাবে অবগত হইয়া আমার (প্রতি নিরুপাধিক) ভাবময় ভজনের যোগ্য হন ॥১৯॥

প্রকৃতি (মায়া) ও পুরুষ (জীবাত্মা) উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও, এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার সকল ও গুণ পরিণাম

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২১॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥২২॥

কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে (কার্য্য শরীর, কারণ ইন্দ্রিয়গণ এবং কর্ত্তা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা সমূহের তদাকারে পরিণতি বিষয়ে) প্রকৃতিঃ (পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিই) হেতুঃ (কর্ত্তা বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) । পুরুষঃ (জীব) সুখদুঃখানাং (সুখ ও দুঃখের) ভোক্তৃত্বে (ভোগবিষয়ে) হেতুঃ (কর্ত্তা বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥২১॥

পুরুষঃ (জীব) প্রকৃতিস্থঃ হি (প্রকৃতির কার্য্যরূপ দেহে অধিষ্ঠিত বলিয়াই) প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতিজাত) গুণান্ (সুখ দুঃখাদি বিষয় সমূহ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) । গুণসঙ্গঃ (গুণময় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আসক্তিই) অস্য (এই পুরুষের) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (দেবাদি ও পশ্বাদি যোনিতে জন্মের) কারণং (কারণ) [ভবতি] (হইয়া থাকে) ॥২২॥

সুখদুঃখ শোকমোহাদিকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়াই জানিবে ॥২০॥

কার্য্য—শরীর; কারণ—ইন্দ্রিয়গণ; ইহাদের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয়ে (বদ্ধ) জীবকেই হেতু বলা হইয়াছে ॥২১॥

পুরুষ প্রকৃতির বশীভূত হইয়াই প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদি ভোগ করে । প্রাকৃত গুণে আসক্তিই তাহার উত্তমাধম যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভের কারণ ॥২২॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২৩॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৪॥
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৫॥

অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) পরঃ (জীব ভিন্ন) পুরুষঃ (পরম পুরুষ) উপদ্রষ্টা (জীবের সমীপে পৃথক্ অবস্থান পূর্ব্বক সাক্ষী) অনুমন্তা (অনুমোদনকারী) ভর্ত্তা (ধারক) ভোক্তা (পালক) মহেশ্বরঃ (অধিপতি) পরমাত্মা (অন্তর্যামী পরমাত্মা) ইতি চ অপি (এইরূপও) উক্তঃ (কথিত হন) ॥২৩॥

যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (পুরুষ ও পুরুষোত্তম) গুণৈঃ সহ (এবং সুখ দুঃখাদি পরিণামের সহিত) প্রকৃতিং চ (মায়াশক্তি ও জীবশক্তিকে) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) সর্ব্বথা (যে কোন অবস্থায়) বর্ত্তমানঃ অপি (বর্ত্তমান থাকিয়াও) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) ॥২৪॥

কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (চিদনুভূতিতে) আত্মনি [স্থিতং] (স্বহৃদয়ে অবস্থিত) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) আত্মনা (স্বয়ংই) পশ্যন্তি

এই দেহে (জীব হইতে পৃথক্তত্ত্ব) পরম পুরুষ—জীবের সমীপে সাক্ষী, অনুমোদনকারী, ধারক, পালক ও মহেশ্বর স্বরূপে অবস্থিত হইয়া পরমাত্মা প্রভৃতি নামেও কথিত হইয়া থাকেন ॥২৩॥

যিনি এই প্রকারে গুণময়ী প্রকৃতি ও পুরুষ-পুরুষোত্তম (জীবাত্মা-পরমাত্মা) তত্ত্ব অবগত হন, তিনি যে কোন অবস্থায় থাকিয়াও পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ॥২৪॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৬॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৭॥

(দর্শন করেন), অন্যে (অপর কেহ কেহ) সাংখ্যেন (আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা), অপরে (অন্য কেহ কেহ) যোগেন (অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা), কর্ম্মযোগেন চ (অথবা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা), অন্যে তু (আবার অপর কেহ কেহ) এবম্ (এই সকল উপায়) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অন্যে নিকট) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (অনুরূপ উপাসনা করেন), তে অপি (তাহারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ [সন্তঃ] (তাদৃশ উপদেশ শ্রবণে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া) মৃত্যুং (মৃত্যুময় সংসারকে) অতিতরন্তি এব (নিশ্চয়ই অতিক্রম করিয়া থাকেন) ॥২৫-২৬॥

[হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) স্থাবরজঙ্গমম্ (স্থাবর ও জঙ্গম) সত্ত্বং (প্রাণী) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়), তৎ (সেই সমস্তই) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে জাত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥২৭॥

কেহ কেহ স্বহৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মাকে স্বয়ংই শুদ্ধচিদনুভূতিতে দর্শন করেন, কেহ কেহ আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা এবং কেহ অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা অথবা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা, আবার অপর কেহ এই সমস্ত উপায় না জানিয়া অন্যের নিকট শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুরূপ উপাসনা করেন; তাহারা সকলেই শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রৌত উপদেশ শ্রবণে মৃত্যুময় এই সংসারকে সুনিশ্চিত অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥২৫-২৬॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৮॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৯॥

সর্ব্বেষু ভূতেষু (ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকল প্রাণীতে) সমং (সমান ভাবে) তিষ্ঠন্তং (অবস্থিত), বিনশ্যৎসু (এবং বিনাশশীল বস্তুর মধ্যে) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরম্ (পরমাত্মা রূপ পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দেখেন), সঃ (তিনিই) পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করেন) ॥২৮॥

হি (যেহেতু) [সঃ] (তিনি) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) সমং (সমভাবে) সমবস্থিতম্ (ও পূর্ণভাবে বিরাজমান) ঈশ্বরম্ (পরমেশ্বরকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (দুষ্ট স্বভাব দ্বারা) আত্মানং (জীবাত্মাকে) ন হিনস্তি (অধঃপাতিত করেন না), ততঃ (অতএব) পরাং গতিম্ (উত্তমাগতি) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥২৯॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! জগতে স্থাবর ও জঙ্গম যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে জাত জানিও ॥২৭॥

ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীতে সমভাবে অবস্থিত—বিনশ্বর বস্তুর মধ্যে থাকিয়াও অবিনশ্বর-স্বরূপ (পরমাত্মারূপ) পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন করেন তিনিই (যথার্থ) দর্শন করেন ॥২৮॥

এইরূপে সর্ব্বত্র (পক্ষপাত শূন্য) সমভাব ও পূর্ণাধিকারে ঐশ্বরিক অধিষ্ঠান দর্শনকারী—দুষ্ট স্বভাব দ্বারা নিজ অধঃপাত না ঘটাইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥২৯॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥৩০॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩১॥

যঃ (যিনি) সর্ব্বশঃ (সমুদয়) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) প্রকৃত্যা এব (দেহেন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণতা প্রকৃতি কর্ত্তৃকই) ক্রিয়মাণানি (অনুষ্ঠিত হইতেছে), তথা (এইরূপ) পশ্যতি (দেখেন), সঃ (তিনি) আত্মানম্ (শুদ্ধাত্মাস্বরূপ নিজেকে—জীবাত্মাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা) পশ্যতি (দর্শন করেন) ॥৩০॥

যদা (যখন) [সঃ] (তাদৃশ দ্রষ্টা) ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমূহের সেই সেই পার্থক্য) একস্থম্ (একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত) ততঃ এব চ (এবং সেই প্রকৃতি হইতেই) [ভূতানাং] বিস্তারং (ভূতগণের বিস্তৃতি) অনুপশ্যতি (জানিতে পারেন), তদা (তখন) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করেন) ॥৩১॥

যিনি (দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত) প্রকৃতি কর্ত্তৃকই সর্ব্ব-প্রকারে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই শুদ্ধাত্ম-স্বরূপ নিজেকে অকর্ত্তা দর্শন করেন অর্থাৎ শুদ্ধাত্মা জড়ধর্ম্মী নহেন—ইহা অনুভব করেন ॥৩০॥

যখন বিবেকী পুরুষ, প্রাণিমাত্রের তত্তৎ জড়ীয় পার্থক্য মূলতঃ একমাত্র প্রকৃতিতেই (ক্ষেত্রত্বে) অবস্থিত ও (সৃষ্টি সময়ে) সেই প্রকৃতি হইতেই আবার তাহাদের বিস্তৃতি—ইহা বুঝিতে পারেন, তখন তিনি (প্রকৃতির আপেক্ষিকতায়) ক্ষেত্রজ্ঞসাম্য দর্শনে ব্রহ্ম-স্বরূপতা অনুভব করেন ॥৩১॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩২॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩৩॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৪॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) অনাদিত্বাৎ (অনাদিত্ব) নির্গুণত্বাৎ (ও গুণ সম্বন্ধ রাহিত্য হেতু) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (নিত্যপূর্ণ) পরমাত্মা (পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (দেহ মধ্যে থাকিয়াও) [জীববৎ] ন করোতি (কোন কর্ম্ম করেন না) ন লিপ্যতে (এবং ক্ষেত্রধর্ম্মে লিপ্ত হন না) ॥৩২॥

যথা (যেমন) সর্ব্বগতং (সর্ব্বত্র অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতাহেতু) ন উপলিপ্যতে (উপলিপ্ত হয় না) তথা (সেই-রূপ) সর্ব্বত্র (সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া) দেহে (দেহ মধ্যে) অবস্থিতঃ (অবস্থিত) আত্মা (জীবাত্মাও) ন উপলিপ্যতে (দেহ ধর্ম্মে লিপ্ত হন না) ॥৩৩॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) যথা (যেমন) একঃ (এক) রবিঃ (সূর্য্য) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) লোকম্ (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ

হে অর্জ্জুন! অনাদি, গুণাতীত ও নিত্যপূর্ণ স্বভাবহেতু এই পরমাত্মা দেহমধ্যে (জীবাত্মার সহিত) অবস্থিত থাকিয়াও (বদ্ধজীবের মত) কোন কর্ম্ম করেন না বা ক্ষেত্রধর্ম্মে লিপ্তও হন না ॥৩২॥

যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ (পঙ্কাদি) সর্ব্ববিধ বস্তুতে থাকিয়াও সূক্ষ্মত্বহেতু কাহারও সহিত লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ দেহের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত বিবেকী জীবাত্মাও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥৩৩॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-যোগো
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩॥

করেন), তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (পরমাত্মা ও জীবাত্মা) কৃৎস্নং (সমস্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশিত করেন) ॥৩৪॥

যে (যাঁহারা) এবং (উক্ত প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্রসহ ক্ষেত্রজ্ঞ-দ্বয়ের) অন্তরং (ভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা) বিদুঃ (জানিতে পারেন), তে (তাঁহারা) পরম্ (পরমপদ) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥৩৫॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

হে ভারত! এক সূর্য্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা সমগ্র জগৎকে (জীবাত্মাদিকেও) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা সমস্ত দেহাদিকে প্রকাশিত করেন ॥৩৪॥

যাঁহারা এইরূপে ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের পার্থক্য এবং জীবগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় — জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা অবগত হন, তাঁহারাই পরমপদ লাভ করেন ॥৩৫॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ

শ্রীভগবানুবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) জ্ঞানানাং (জ্ঞান সাধন সমূহের মধ্যে) পরং (অতি) উত্তমম্ (উত্তম) জ্ঞানম্ (উপদেশ) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) সর্ব্বে (সকল) মুনয়ঃ (মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং (পরম) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) গতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥১॥

ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) [জীবঃ] (জীব) মম (আমার) সাধর্ম্ম্যম্ (সারূপ্য ধর্ম্ম) আগতাঃ [সন্তঃ] (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (বিশ্ব স্থষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (উৎপন্ন হয় না) প্রলয়ে চ (এবং প্রলয়কালেও) ন ব্যথন্তি (বিনাশ ব্যথা অনুভব করে না) ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—অতঃপর জ্ঞানসাধন সমূহের মধ্যে অতি উত্তম জ্ঞান পুনরায় তোমাকে বলিব, যাহা জানিয়া মুনি-সমূহ এই জগৎ হইতে পরমসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥১॥

এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া (বহুলাংশে) আমার সহিত সমধর্ম্মী জীব বিশ্বস্থষ্টিকালেও উৎপন্ন হয় না এবং প্রলয়েও বিনাশ ব্যথা অনুভব করে না ॥২॥

মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) মহৎ ব্রহ্ম (দেশ বা কালের দ্বারা অবিভক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) মম (আমার) যোনিঃ (গর্ভাধানের স্থান), তস্মিন্ (তাহাতেই) গর্ভং [তটস্থাশক্তি জাত] (জীবরূপ বীজ) অহং (আমি) দধামি (অর্পণ করি), ততঃ (তাহা হইতে) সর্ব্বভূতানাং (সকল জীবের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি (হয়) ॥৩॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) সর্ব্বযোনিষু (দেব মনুষ্যাদি সকল যোনিতে) যাঃ (যে সকল) মূর্ত্তয়ঃ (শরীর) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), তাসাং (তাহাদিগের) মহৎ ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপা প্রকৃতিই) যোনিঃ (প্রসূতি) অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভাধান কর্ত্তা) পিতা (পিতা) ॥৪॥

[হে] মহাবাহো (হে মহাবীর!) প্রকৃতি সম্ভবাঃ (প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী) গুণাঃ

হে ভারত! প্রধান সংজ্ঞক প্রকৃতি আমার গর্ভাধানের স্থান, তাহাতেই আমি (তটস্থাশক্তিজাত জীবরূপ) বীজ নিক্ষেপ করি। তাহা হইতে ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের জন্ম হয় ॥৩॥

হে কৌন্তেয়! দেব মনুষ্যাদি সমস্ত যোনিতে যে সকল দেহ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মরূপা প্রকৃতিই তাহাদের প্রসূতি এবং আমিই (কারণ-চৈতন্য) গর্ভাধানকারী পিতা ॥৪॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥

(গুণ) দেহে (জড়দেহ মধ্যে) অব্যয়ম্ (নির্ব্বিকার) দেহিনম্ (জীবাত্মাকে) নিবধ্নন্তি (সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা সংযুক্ত করে) ॥৫॥

[হে] অনঘ (হে নিষ্পাপ!) তত্র (সেই গুণত্রয়ের মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (স্বচ্ছতা হেতু) প্রকাশকম্ (বস্তুর স্বরূপ প্রকাশকারী) অনাময়ম্ (ও শান্ত স্বভাব) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণই) সুখসঙ্গেন (সুখাসক্তি) জ্ঞানসঙ্গেন চ (ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা) [জীবং] (জীবাত্মাকে) বধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥৬॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) রজঃ (রজোগুণকে) রাগাত্মকং (ভোগানুরাগস্বরূপ) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ (অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিবে), তৎ (সেই রজোগুণ) দেহিনম্ (জীবকে) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্তি দ্বারা) নিবধ্নাতি (নিবদ্ধ করে) ॥৭॥

হে মহাবীর অর্জ্জুন! প্রকৃতি হইতে প্রকটিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গ্রণত্রয় জড়দেহমধ্যে অবস্থিত অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখ মোহাদি দ্বারা বন্ধন করে ॥৫॥

হে নিষ্পাপ! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নির্ম্মলতা প্রযুক্ত বস্তুর স্বরূপ প্রকাশক ও শান্ত স্বভাব সত্ত্বগুণই সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা দেহমধ্যে জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে ॥৬॥

হে কুন্তীপুত্র! রজোগুণকে ভোগানুরাগস্বরূপ জানিবে । অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও প্রাপ্তবিষয়ে আসক্তির উৎপাদক সেই রজোগুণ কর্ম্মাসক্তি দ্বারা জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে ॥৭॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) তমঃ তু (আর তমোগুণ) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত) সর্ব্বদেহিনাম্ (সকল জীবের) মোহনং (ভ্রান্তির জনক) বিদ্ধি (জানিবে), তৎ (সেই তমোগুণ) [জীবং] (জীবাত্মাকে) প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিঃ (অনবধান, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥৮॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখে (সুখে) রজঃ (রজোগুণ) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) [জীবং] (জীবাত্মাকে) সঞ্জয়তি (আবদ্ধ করে), তমঃ তু (তমোগুণ কিন্তু) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়া) প্রমাদে (প্রমাদ) উত (এবং আলস্যাদিতে) সঞ্জয়তি (আবদ্ধ করে) ॥৯॥

[হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয়), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ এব (সত্ত্ব ও তমোগুণকেও) তথা (তদ্রূপ) তমঃ

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত ও সমস্ত জীবের মুগ্ধকারী বলিয়া জানিবে। এই তমোগুণ দেহীকে অনবধান, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা আবদ্ধ করে ॥৮॥

হে অর্জ্জুন! সত্ত্বগুণ সুখে ও রজোগুণ কর্ম্মে জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে। তমোগুণ কিন্তু জীবের জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদ এবং আলস্যাদিতে আবদ্ধ করে ॥৯॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ—রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া, রজোগুণ—সত্ত্ব ও তমোগুণকে এবং তমোগুণ—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥

(তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূয় ভবতি] (পরাজিত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে) ॥১০॥

যদা (যে কালে) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্ব্বদ্বারেষু (সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ে) প্রকাশঃ (শব্দাদির স্বরূপ প্রকাশরূপ) জ্ঞানং (জ্ঞান) উপজায়তে (সম্যক্ উৎপন্ন হয়), তদা (তখনই) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধং (বর্দ্ধিত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে), উত (এবং সুখলক্ষণ দ্বারাও বুঝিবে) ॥১১॥

[হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) লোভঃ (লোভ) প্রবৃত্তিঃ (নানা কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা) কর্ম্মণাম্ (বিবিধ কর্ম্মের) আরম্ভঃ (উদ্যম) অশমঃ (বিষয়ভোগে অনিবৃত্তি) স্পৃহা (বিষয়াভিলাষ) এতানি (এই সকল) রজসি (রজোগুণ) বিবৃদ্ধে [সতি] (বর্দ্ধিত হইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥১২॥

সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাজিত করিয়া নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে ॥১০॥

যখন এই দেহে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বিষয়ের যাথার্থ্য প্রকাশরূপ জ্ঞান সমধিক উৎপন্ন হয়, তখনই সত্ত্বগুণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত সুখলক্ষণ দ্বারাও বুঝিবে ॥১১॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! রজোগুণ বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে লোভ, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, নানা কর্ম্মারম্ভ, ভোগে অনিবৃত্তি ও স্পৃহা এই সমস্ত উৎপত্তি লাভ করে ॥১২॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥

[হে] কুরুনন্দন (হে কুরুবংশীয়!) অপ্রকাশঃ (বিবেক রাহিত্য) অপ্রবৃত্তিঃ চ (প্রযত্নহীনতা) প্রমাদঃ (অনবধানতা) মোহঃ এব চ (ও মিথ্যা অভিনিবেশ) এতানি (এই সকল চিহ্ন) তমসি (তমোগুণ) বিবৃদ্ধে [সতি] (প্রবল হইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ॥১৩॥

যদা (যখন) সত্ত্বে (সত্ত্বগুণ) প্রবৃদ্ধে [সতি] (বৃদ্ধি পাইলে) দেহভৃৎ (দেহী-জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়), তদা (তখন) উত্তমবিদাং (হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের) অমলান্ (পবিত্র) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥১৪॥

[জীবঃ] (জীব) রজসি [প্রবৃদ্ধে] (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যু হইলে) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য মধ্যে) জায়তে (জন্মলাভ করে); তথা (তদ্রূপ) তমসি [বিবৃদ্ধে] (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ প্রবল হইলে বিবেকাভাব, উদ্যমাভাব, অনবধানতা ও মিথ্যাভিনিবেশ এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥১৩॥

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি সময়ে যদি জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের পবিত্র লোকসমূহে সে গমন করে ॥১৪॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬॥
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥১৭॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥

[সন্] (মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া) মূঢ়যোনিষু (পশু প্রভৃতির মধ্যে) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে) ॥১৫॥

[পণ্ডিতাঃ] (পণ্ডিতগণ) সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ (সাত্ত্বিক কর্ম্মের) নির্ম্মলং (নিরুপদ্রব) সাত্ত্বিকং (সুখকর) ফলং (ফল), রজসঃ তু (ও রাজসিক কর্ম্মের) দুঃখম্ (দুঃখময়) ফলম্ (ফল) [এবং] তমসঃ (তামসিক কর্ম্মের) অজ্ঞানং (অচেতনত্ব) ফলম্ (ফল) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥১৬॥

সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং (জ্ঞান), রজসঃ চ (ও রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব (লোভই) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়)। [এবং] তমসঃ (তমোগুণ হইতে) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ ও মোহ) ভবতঃ (উৎপন্ন হয়), অজ্ঞানং এব চ (এবং অজ্ঞানও) [ভবতি] (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥১৭॥

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে জীব কর্ম্মাসক্ত লোক-মধ্যে এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু ঘটিলে পশ্বাদির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ॥১৫॥

সাত্ত্বিক কর্ম্মের নির্ম্মল সুখকর ফল ও রাজসিক কর্ম্মের দুঃখময় ফল, এবং তামসিক কর্ম্মের অজ্ঞানময় বা অচেতনত্ব ফল—পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥১৬॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান ও রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমো-গুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১৭॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০॥

সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ) ঊর্দ্ধং (সত্যলোক পর্য্যন্ত) গচ্ছন্তি (গমন করেন) রাজসাঃ (রজোগুণী লোক সকল) মধ্যে (মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করেন), জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থাঃ (প্রমাদ ও আলস্যাদি পরায়ণ) তামসাঃ (তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ) অধঃ (নরকাদি নিম্নতর লোক) গচ্ছন্তি (গমন করে) ॥১৮॥

যদা (যখন) দ্রষ্টা (জীব) গুণেভ্যঃ (গুণত্রয় হইতে) অন্যং (পৃথক্ কাহাকে) কর্ত্তারং (কর্ত্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (দর্শন করেন না), গুণেভ্যঃ চ (এবং গুণত্রয়ের) পরং (অতীত ও অধিশ্বরকে) বেত্তি (জানিতে পারেন) [তদা] (তখন) সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবং (আমাতে ভাবভক্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥১৯॥

দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহের উৎপাদক) এতান্ (এই) ত্রীন্‌গুণান্ (তিনটী গুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে) বিমুক্তঃ [সন্] (সম্যক্ মুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (নির্গুণ প্রেমরূপ অমৃত) অশ্নুতে (ভোগ করেন) ॥২০॥

সত্ত্বগুণযুক্ত জনগণ ঊর্দ্ধে (সত্যলোক পর্য্যন্ত) গমন করে, রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে (মনুষ্যলোকে) অবস্থান করে, এবং ঘৃণ্য তামস প্রকৃতি ব্যক্তিগণ (নরকাদি) নিম্নতর লোকে গমন করে ॥১৮॥

যখন জীব গুণময় জগতে গুণত্রয় হইতে পৃথক্ কর্ত্তা দেখিতে পান না, এবং গুণত্রয়ের অতীত অধীশ্বরকে জানিতে পারেন, তখন তিনি আমার প্রতি ভাবভক্তি লাভ করেন ॥১৯॥

অর্জ্জুন উবাচ—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] প্রভো (হে প্রভো!) কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কি কি চিহ্ন দ্বারা) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণ) অতীতঃ (অতিক্রমকারী ব্যক্তি) [জ্ঞেয়ঃ] (জ্ঞাত) ভবতি (হন?) কিমাচারঃ (কিরূপ আচরণ করেন?) কথং চ (ও কি প্রকারে) এতান্ (এই) ত্রীন্‌গুণান্ (তিন গুণকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন?) ॥২১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) [হে] পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র!) যঃ (যিনি) প্রকাশং চ (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (স্বতঃপ্রাপ্ত হইলে) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি (উহাদের নিবৃত্তিও) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না)। যঃ

জীব দেহের সংঘটক এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করিলে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্গুণ প্রেমরূপ অমৃত আস্বাদন করিতে থাকেন ॥২০॥

অর্জ্জুন বলিলেন — হে প্রভো! কি কি লক্ষণ দ্বারা ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি পরিজ্ঞাত হন? তাঁহার আচরণ কিরূপ এবং কি উপায় অবলম্বনে তিনি এই তিন গুণকে অতিক্রম করেন? ॥২১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন — হে পাণ্ডব! যিনি (সত্ত্বকার্য্য) প্রকাশ, (রজঃ কার্য্য) প্রবৃত্তি ও (তমঃ কার্য্য) মোহ স্বতঃ

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥

(যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (অবস্থিত) [সন্] (হইয়া) গুণৈঃ (গুণকার্য্য সুখদুঃখাদি কর্ত্তৃক) ন বিচাল্যতে (বিচালিত হন না); গুণাঃ (গুণ সকল) বর্ত্তন্তে (স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে) ইতি এবং [জ্ঞাত্বা] (এই রূপ জানিয়া) অবতিষ্ঠতি (সুস্থির থাকেন) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না) ॥ [যঃ] (যিনি) সমদুঃখসুখঃ (সুখে ও দুঃখে সমবুদ্ধি বিশিষ্ট) স্বস্থঃ (স্বরূপনিষ্ঠ) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎপিণ্ড প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমভাবাপন্ন) তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তুল্যবুদ্ধি) ধীরঃ (বুদ্ধিমান্) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দা ও স্তুতিতে সমান জ্ঞান বিশিষ্ট) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) তুল্যঃ (সমান) মিত্রারি-

---

আসিয়া উপস্থিত হইলে দ্বেষ করেন না, এবং উহাদের নিবৃত্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত হইয়া গুণকার্য্য (সুখ দুঃখাদি) দ্বারা বিচলিত হন না, 'গুণ সমূহ (নিজ নিজ বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইতেছে' এইরূপ মনে করিয়া সুস্থির থাকেন,—চঞ্চল হন না; যিনি সুখে ও দুঃখে সমভাবাপন্ন; আত্মনিষ্ঠ; মৃত্তিকাখণ্ড, পাথর ও সুবর্ণে সম-বুদ্ধিযুক্ত, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুলাভে সমজ্ঞানবিশিষ্ট, ধীর, নিজের নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি সম্পন্ন; মান ও অপমানে,

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধৰ্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়-বিভাগ-যোগো
নাম চতুৰ্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪॥

পক্ষয়োঃ (মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে) তুল্যঃ (তুল্য) সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী (আসক্তি ও বৈরাগ্যের সর্ব্বপ্রকারারম্ভ পরিত্যাগী) সঃ (সেই ব্যক্তি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥২২-২৫॥

যঃ (যিনি) অব্যভিচারেণ (জ্ঞান-কৰ্ম্মাদি-দোষ বৰ্জ্জিত) ভক্তিযোগেন (শুদ্ধভক্তি যোগ দ্বারা) মাং চ (শ্যামসুন্দরাকার পরমেশ্বর আমাকেই) সেবতে (সেবা করেন), সঃ (তিনি) এতান্ (এই) গুণান্ (গুণত্রয়কে) সমতীত্য (সম্যক্ অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (চিৎস্বরূপ-সিদ্ধির) কল্পতে (যোগ্য হন) ॥২৬॥

হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) ব্রহ্মণঃ (অখণ্ড চৈতন্যের) অব্যয়স্য (অফুরন্ত) অমৃতস্য (অমৃতের), শাশ্বতস্য (নিত্য) ধৰ্ম্মস্য (লীলার),

---

মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষে তুল্যভাব এবং আসক্তি ও বৈরাগ্যের উৎপাদকসমূহ পরিত্যাগী—সেই ব্যক্তিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন ॥২২-২৫॥

যিনি (জ্ঞানকৰ্ম্মাদি দোষ বৰ্জ্জিত) শুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা (শ্যামসুন্দরাকার) আমাকেই সেবা করেন, তিনি এই গুণত্রয়কে সম্যক্ অতিক্রম করিয়া চিৎস্বরূপসিদ্ধির যোগ্য হন ॥২৬॥

ঐকান্তিকস্য চ (ও ঐকান্তিক) সুখস্য (প্রেমসুধাস্বাদনের) প্রতিষ্ঠা (মূল অবলম্বন) ॥২৭॥

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

আমিই অখণ্ড চৈতন্যের, অফুরন্ত অমৃতের, নিত্যলীলার ও ঐকান্তিক প্রেমসুধাস্বাদনের মূল অবলম্বন ॥২৭॥

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তমযোগ

শ্রীভগবানুবাচ—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) [ঈশ বিমুখ জীবের কর্ম্মনির্ম্মিত এই সংসারটী] ঊর্দ্ধমূলম্ (ঊর্দ্ধমূল অর্থাৎ সর্ব্বোর্দ্ধতত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বরে বৈমুখ্য যার মূল) অধঃশাখম্ (অধঃশাখাযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাদি যার শাখা) অব্যয়ম্ (জৈব স্বাতন্ত্র্য-কর্ম্মাশ্রিত জনের পক্ষে যার শেষ নাই বলিয়া অবিনশ্বর) অশ্বত্থং (অথচ ভক্তিমান্ জনের পক্ষে 'কাল' পর্য্যন্ত থাকিবে না বলিয়া—নশ্বর) প্রাহুঃ (শাস্ত্রে—এইরূপ বলিয়া থাকেন)। ছন্দাংসি (সকাম কর্ম্মোপদেশক বেদবাক্য সকল) যস্য (যে সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের) পর্ণানি (রক্ষণার্থ পত্রস্থানীয়), তং (সেই সংসার বৃক্ষকে) যঃ (যিনি) বেদ (এইরূপ জানেন) সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদতাৎপর্য্যবেত্তা) ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে এই সংসার একটী ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ অশ্বত্থ ('কাল' থাকে না—এইরূপ) বৃক্ষবিশেষ এবং ইহা অব্যয়। ইহার পোষক বেদবাক্য সমূহ এই বৃক্ষের পত্র স্থানীয়—যিনি ইহাকে এইরূপ জানেন তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ।

তাৎপর্য্য এই যে,—এই সংসার ঊর্দ্ধমূল অর্থাৎ ইহার মূলকারণ সর্ব্বোচ্চ ধামে সংস্পৃষ্ট—ঈশবৈমুখ্য, এবং অধঃশাখ অর্থাৎ ক্রমশঃ কর্ম্মফলে পশ্বাদি অধম যোনি পর্য্যন্ত পল্লবিত,

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চমূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥

তস্য (সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণত্রয়ের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) বিষয়প্রবালাঃ (শব্দাদিবিষয়রূপ পল্লবযুক্ত) শাখাঃ (শাখা স্থানীয় জীব-সমূহ) অধঃ (মনুষ্য পশ্বাদি যোনিতে) ঊর্দ্ধং চ (ও দেবাদি যোনিতে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত হইয়াছে); মনুষ্যলোকে (মানুষ জন্মে) কর্ম্মানুবন্ধীনি (ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি অনুসারে) মূলানি (জটা স্থানীয় কতকগুলি মূল) অধঃ চ (নিম্নদিকেও) অনুসন্ততানি (কর্ম্মফলানুসন্ধানহেতু কারণরূপে বিস্তৃত হইয়াছে) ॥২॥

ইহা একটী অশ্বত্থ অর্থাৎ কাল পর্য্যন্ত একভাবে থাকে না—এইরূপ বিনশ্বর, অথচ অব্যয় অর্থাৎ কার্য্যকারণ প্রবাহরূপে নিত্যদৃশ্যমান। সংসার পোষক কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিসমূহ এই বৃক্ষের পত্রস্থানীয় অর্থাৎ পত্র যেমন বৃক্ষকে পোষণ ও শোভিত করে তদ্রূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিসমূহ এই সংসারকে পোষণ ও উজ্জ্বল করিতেছে। যিনি এই সংসারকে নিত্যাশক্তি মায়াপ্রসূত হইলেও বিনশ্বর, কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিপুষ্ট হইলেও সেই শ্রুতি পরোক্ষবাদ অবলম্বনে প্রকাশিত—এইরূপ বেদার্থ জানেন—তিনিই যথার্থ বেদতত্ত্বজ্ঞ ॥১॥

ইহার (এই সংসার বৃক্ষের) কতকগুলি শাখা ঊর্দ্ধে (দেবাদি লোকে) বিস্তৃত, কতকগুলি অধোদেশে (মনুষ্য, পশু ও স্থাবরাদি লোকে) বিস্তৃত এবং ইহারা (প্রকৃতির সত্ত্বাদি) গুণ-পুষ্ট ও (শব্দাদি) বিষয় সমূহ ইহাদের পল্লব স্বরূপ। আবার

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥

ইহ (এই মনুষ্যলোকে) অস্য (এই সংসার অশ্বত্থের) রূপং (স্বরূপ) তথা (সেই ঊর্দ্ধমূলত্বাদি প্রকারে) ন উপলভ্যতে (শ্রৌতজ্ঞান ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না) [অস্য] (ইহার) অন্তঃ ন (শেষ দেখা যায় না) আদিঃ চ ন (আদিও দৃষ্ট হয় না) সংপ্রতিষ্ঠা চ ন (এবং আশ্রয়ও লক্ষিত হয় না)। সুবিরূঢ়মূলম্ (মায়াবাদের অতীত ঈশ বৈমুখ্যরূপ সুদৃঢ়মূল) এনং (এই) অশ্বত্থম্ (বাস্তব বিনশ্বর সংসার বৃক্ষকে) দৃঢ়েন (সাধুসঙ্গ জাত তীব্র) অসঙ্গশস্ত্রেণ (বৈরাগ্যরূপ কুঠার দ্বারা) ছিত্ত্বা ([ব্যক্তিগত সংসার] ছেদন করিয়া) ততঃ (তদনন্তর) যস্মিন্ (যে পদ) গতাঃ [সন্তঃ]

অধোদেশেও কতকগুলি মূল প্রসারিত হইয়া কর্ম্মভূমি মনুষ্য-লোকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

তাৎপর্য্য এই যে—এই নশ্বর অথচ নিত্য সংসারের সমষ্টি প্রকাশে কতকগুলি জীব সত্ত্বগুণ পুষ্ট হইয়া দেবাদি ঊর্দ্ধলোকে এবং কতকগুলি রজস্তমোগুণ প্রভাবে মনুষ্য পশু স্থাবরাদি লোকে অস্মিতাভিনিবেশে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। শব্দাদি বিষয় সমূহও এই সংসার-বৃক্ষশাখার পল্লব স্থানীয়—যেহেতু ইহারা জীবের অহঙ্কার-সঞ্জাত পঞ্চ তন্মাত্রেরই বিকারস্বরূপ। আবার প্রধান মূল ঈশবৈমুখ্য বিপরীত ভাবে

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫॥

(প্রাপ্ত হইয়া) [কেচিদপি] (কেহই) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন নিবর্ত্তন্তি (প্রত্যাবর্ত্তন করেন না), যতঃ (যাঁর মায়া হইতে) [এষা] (এই) পুরাণী (চিরন্তন) প্রবৃত্তিঃ (সংসারপ্রবাহ) প্রসৃতা (প্রবাহিত হইয়াছে) তম্ এব চ (সেই) আদ্যং (আদি) পুরুষং (পুরুষের) প্রপদ্যে (শরণ লইতেছি), [ইতি এবং] (এইরূপে) [একান্তভক্ত্যা] (অনন্য ভক্তি দ্বারা) তৎপদং (সেই বিষ্ণুর পরমপদ) পরিমার্গিতব্যং (অভিগমন করা কর্ত্তব্য) ॥৩-৪॥

ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইলেও কতকগুলি পরবর্ত্তী অধোগামী বট-বৃক্ষের জটা বা নামাল স্থানীয় মূল, কর্ম্মভূমি মনুষ্যলোকে সংযোজিত রহিয়াছে অর্থাৎ মনুষ্য জন্মের কর্ম্মফল ভোগচেষ্টা—পৃথক্ কারণরূপে এই সংসারবৃক্ষের পুষ্টিরস সরবরাহ করিতেছে ॥২॥

এই মনুষ্যলোকে সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের সেই স্বরূপ অর্থাৎ ঊর্দ্ধমূলত্বাদি (শ্রৌতজ্ঞান ব্যতীত) জানা যায় না, বা ইহার আদি, অন্ত ও আশ্রয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশবৈমুখ্যরূপ সুদৃঢ়মূল এই অবাস্তব সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে সাধুসঙ্গজাত তীব্রবৈরাগ্যরূপ কুঠার দ্বারা (ব্যক্তিগত সংসার বৃক্ষ) ছেদন করিয়া তদনন্তর যে পদ লাভ করিলে কেহই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, যাঁহার মায়া হইতে এই চিরন্তনী সংসার বৃক্ষের প্রবর্ত্তন ও প্রসারণ হইয়াছে,—সেই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের আমি শরণাপন্ন হইলাম—এই প্রকারে ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা সেই বিষ্ণুর পরমপদের অভিগমন করা কর্ত্তব্য ॥৩-৪॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥

নির্ম্মানমোহাঃ (অভিমান ও মিথ্যাভিনিবেশশূন্য) জিতসঙ্গদোষাঃ (দুঃসঙ্গরূপ দোষরহিত) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (নিত্যানিত্য বস্তুর বিচারপরায়ণ) বিনিবৃত্তকামাঃ (সম্পূর্ণভাবে ভোগবাসনা রহিত) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ (সুখ ও দুঃখাদি নামক) দ্বন্দ্বৈঃ (দ্বন্দ্বসমূহ হইতে) বিমুক্তাঃ (বিমুক্ত) [অতএব] অমূঢ়াঃ [সন্তঃ] (অজ্ঞানমুক্ত হইয়া) [তে] (সেই শরণাগতগণ) তৎ (সেই) অব্যয়ং (নিত্য) পদম্ (পরমপদ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥৫॥

যৎ (যে ধাম) গত্বা (লাভ করিয়া) [প্রপন্নাঃ] (শরণাগত ব্যক্তিগণ) [ততঃ] (তাহা হইতে) ন নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যাবৃত হন না) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং (সর্ব্বপ্রকাশক) ধাম (চিন্ময় নিবাস) । তৎ (তাহাকে) সূর্য্যঃ (সূর্য্য) ন ভাসয়তে (প্রকাশ করিত পারে না) ন শশাঙ্কঃ (না চন্দ্র) ন পাবকঃ (না অগ্নি অর্থাৎ কেহই প্রকাশ করিতে পারে না) ॥৬॥

জীবভূতঃ (জীবরূপ) মম এব (আমারই) অংশঃ (বিভিন্নাংশ বা শক্তিবিশেষ) [অতএব] সনাতনঃ (নিত্য) জীবলোকে (এই জগতে)

সেই শরণাগত জনগণ অভিমান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্যাত্মার অনুশীলন তৎপর, ভোগাভিলাষ শূন্য এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ও অজ্ঞান মুক্ত হইয়া সেই পরমপদ লাভ করেন ॥৫॥

যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া (প্রপন্ন জনগণ) তাহা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না—তাহাই আমার পরম (সর্ব্বপ্রকাশক) ধাম । তাহাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি ইহাদের কেহই প্রকাশ করিতে পারে না ॥৬॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮॥
শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯॥

প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতির কার্য্য) মনঃষষ্ঠানি (মন সহ ছয়টী) ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়কে) কর্ষতি (আকর্ষণ বা বহন করিতেছে) ॥৭॥

ঈশ্বরঃ (দেহাদির স্বামী জীবাত্মা) যৎ (যে) শরীরম্ (দেহ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যৎ চ অপি (ও যে শরীর হইতে) উৎক্রামতি (নিষ্ক্রান্ত হন), [তদা] (তখন) বায়ুঃ (বায়ুর) আশয়াৎ (পুষ্পাদি আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধ গ্রহণের ন্যায়) এতানি (এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ পূর্ব্বক) [শরীরান্তরং] (শরীরান্তরে) সংযাতি (গমন করেন) ॥৮॥

অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং (ত্বক্) রসনং চ (জিহ্বা) ঘ্রাণম্ এব চ (ও নাসিকা) মনঃ চ (এবং মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয় সমূহ) উপসেবতে (উপভোগ করেন) ॥৯॥

আমারই অংশ (অর্থাৎ বিভিন্নাংশ বা শক্তিবিশেষ) জীবতত্ত্ব সনাতন হইয়াও প্রকৃতির অন্তর্গত (মায়া কল্পিত) মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় বহন করিয়া থাকে ॥৭॥

দেহাদির অধীশ্বর জীব যখন শরীর হইতে নির্গত হন তখন তিনি—বায়ুর পুষ্পাদি আধার হইতে গন্ধ গ্রহণের ন্যায়—এই সকল ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে লইয়াই দেহান্তরে গমন করেন ॥৮॥

এই জীব কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা এবং মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দ ও স্পর্শাদি বিষয় সকল উপভোগ করিতে থাকে ॥৯॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২॥

বিমূঢ়াঃ (অবিবেকিগণ) উৎক্রামন্তং (দেহ হইতে গমনকালে) বা স্থিতং (বা দেহে অবস্থান কালে) ভুঞ্জানং বা অপি (কি বিষয় ভোগ কালেও) গুণান্বিতম্ (ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত) [জীবং] (জীবাত্মাকে) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না), [কিন্তু] জ্ঞানচক্ষুষঃ (বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) ॥১০॥

যতন্তঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণও) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতম্ (অবস্থিত) এনং (এই জীবাত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন); যতন্তঃ অপি (যত্ন করিয়াও) অকৃতাত্মানঃ (অশুদ্ধ চিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) এনং (এই জীবাত্মাকে) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) ॥১১॥

আদিত্যগতং (সূর্য্যস্থিত) যৎ (যে) তেজঃ (তেজ), চন্দ্রমসি (চন্দ্রে) যৎ (যে তেজ) অগ্নৌ চ (ও অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ) অখিলম্ (সমগ্র) জগৎ (ব্রহ্মাণ্ডকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ (সেই সমস্ত তেজ) মামকম্ (আমারই) তেজঃ (তেজ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥১২॥

মূঢ় মানবগণ জীবাত্মার উক্তরূপ দেহ পরিত্যাগ, দেহে অবস্থান ও বিষয়ভোগ কিছুই দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞান-চক্ষুযুক্ত ব্যক্তিসকল এ সমুদয়ই দেখিতে পান ॥১০॥

যত্নশীল কোন কোন যোগীও শরীরে অবস্থিত এই জীবাত্মাকে দর্শন করেন; কিন্তু অশুদ্ধচিত্ত অবিবেকিগণ যত্ন করিয়াও এই জীবাত্মাকে দেখিতে পায় না ॥১১॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৪॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

অহম্ (আমি) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য চ (অধিষ্ঠিত হইয়া) ওজসা (নিজ শক্তি দ্বারা) ভূতানি (চরাচর প্রাণিগণকে) ধারয়ামি (ধারণ করি-তেছি) রসাত্মকঃ চ (ও অমৃতময়) সোমঃ ভূত্বা (চন্দ্র হইয়া) সর্ব্বাঃ (সমস্ত) ওষধীঃ (ব্রীহি ও যবাদি ওষধিগণকে) পুষ্ণামি (পোষণ করিতেছি) ॥১৩॥

অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ (শরীরকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে) চতুর্ব্বিধম্ (চারি প্রকার) অন্নং (অন্ন) পচামি (পরিপাক করিয়া থাকি) ॥১৪॥

সূর্য্যস্থিত যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশ করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ বিরাজমান, সেই সমুদয় আমারই তেজ বলিয়া জানিবে ॥১২॥

আমি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজ শক্তি দ্বারা জীবগণকে ধারণ করিতেছি; আবার অমৃতময় চন্দ্র স্বরূপে সমুদয় (ব্রীহি ও যবাদি) ওষধিগণকে পোষণ করিতেছি ॥১৩॥

আমি জঠরানল রূপে জীবদেহ আশ্রয় পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে চর্ব্ব্য-চুষ্যাদি চতুর্ব্বিধ আহার্য্য পরি-পাক করিয়া থাকি ॥১৪॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥

অহং (আমি) সর্ব্বস্য চ (সকল প্রাণীরই) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত) মত্তঃ (আমা হইতে) [জীবস্য] (জীবের) স্মৃতিঃ (পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অপোহনং চ (ও তদুভয়ের বিলোপ হয়); সর্ব্বৈঃ চ (এবং সকল) বেদৈঃ (বেদের দ্বারা) অহম্ এব (একমাত্র আমিই) বেদ্যঃ (জ্ঞেয়), অহম্ এব (আমিই) বেদান্তকৃৎ (বেদব্যাসরূপে বেদান্ত কর্ত্তা) বেদবিৎ চ (ও বেদার্থবেত্তা) ॥১৫॥

লোকে (চতুর্দ্দশ ভুবনে) ক্ষরঃ চ (ক্ষর) অক্ষরঃ চ (ও অক্ষর) ইমৌ (এই) দ্বৌ এব (দুইটি মাত্র) পুরুষৌ (চেতন তত্ত্ব) [স্তঃ] (রহিয়াছেন), [তয়োঃ] (তাহার মধ্যে) সর্ব্বাণি (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত) ভূতানি (প্রাণিসকল) ক্ষরঃ (স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া ক্ষর), কূটস্থঃ (এবং অবিচ্যুত স্বরূপে নিত্য অবস্থিত ভগবৎ-পার্ষদতত্ত্ব) অক্ষরঃ (অক্ষর শব্দে) [বিদ্বদ্ভিঃ] (জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক) উচ্যতে (কথিত হন) ॥১৬॥

আমি সমস্ত জীবেরই হৃদয়ে (অন্তর্যামিস্বরূপে) অবস্থিত, আমা হইতে জীবের (কর্ম্মানুসারে) স্মৃতি ও জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপ হয়; আমিই সমস্ত বেদের একমাত্র জ্ঞাতব্য (রসময়) তত্ত্ব, আমিই বেদান্ত রচনাকারী অর্থাৎ বেদব্যাসরূপ জ্ঞেয় বেদার্থ নির্ণয়কারী ও আমিই বেদ-তাৎপর্য্য-বেত্তা ॥১৫॥

জগতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী মাত্র পুরুষ বর্ত্তমান; তাহার মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণিসমূহ (স্ব-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া) ক্ষর, ও অবিচ্যুত স্বরূপে নিত্য অবস্থিত [ভগবৎ-পার্ষদ] তত্ত্বই অক্ষর শব্দবাচ্য ॥১৬॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৯॥

তু (কিন্তু) অন্যঃ (অক্ষর পুরুষরূপ পার্ষদতত্ত্ব হইতে ভিন্ন) উত্তমঃ (উৎকৃষ্ট) পুরুষঃ (পুরুষ) পরমাত্মা (সেই পরমাত্মারূপ অক্ষর পুরুষ) ইতি (এই শব্দে) উদাহৃতঃ (কথিত হন)। যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ (সকলের প্রভু) অব্যয়ঃ [সন্] (সনাতনরূপে) লোকত্রয়ম্ (ত্রিজগন্মধ্যে) আবিশ্য (প্রবেশ পূর্ব্বক) বিভর্ত্তি (জীবগণকে পালন করিতেছেন) ॥১৭॥

যস্মাৎ (যেহেতু) অহম্ (আমি) ক্ষরম্ (ক্ষর পুরুষ জীবের) অতীতঃ (অতীত) অক্ষরাৎ অপি চ (এবং অক্ষর পুরুষ মুক্তাত্মা হইতেও) উত্তম (উৎকৃষ্ট তত্ত্ব) অতঃ (অতএব) লোকে (জগতে) বেদে চ (ও বেদাদি শাস্ত্রে) পুরুষোত্তমঃ (পুরুষোত্তম নামে) প্রথিতঃ অস্মি (প্রসিদ্ধ হইয়াছি) ॥১৮॥

[হে] ভারত (হে ভারত বংশীয়!) যঃ (যিনি) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য) [সন্] (হইয়া) মাম্ (আমাকে) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারে) পুরুষোত্তমম্ (পুরুষোত্তম বলিয়া) জানাতি (জানিতে পারেন), সঃ (তিনিই) সর্ব্ববিৎ

কিন্তু এতদুভয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কোন উৎকৃষ্ট পুরুষকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনিই ঈশ্বর এবং সনাতন স্বরূপে লোক-ত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া জগজ্জনকে পালন করিতেছেন ॥১৭॥

যেহেতু আমি ক্ষর পুরুষের অতীত, এবং অক্ষর পুরুষ নিত্যপার্ষদ হইতেও উত্তম, অতএব জগতে ও বেদাদি শাস্ত্রে আমাকেই 'পুরুষোত্তম' বলিয়া কীর্ত্তন করে ॥১৮॥

হে ভারত! যিনি কোনরূপে মোহিত না হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে পুরুষোত্তম বলিয়া

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫॥

(পূর্ণতত্ত্বজ্ঞ) মাং (আমাকে) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ মধুরাদি সর্ব্বরসে) ভজতি (ভজনা করেন) ॥১৯॥

[হে] অনঘ (হে নির্ম্মৎসর!) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) ইতি (এই প্রকারে) গুহ্যতমং (অতি গোপনীয়) ইদম্ (এই) শাস্ত্রম্ (সর্ব্বশাস্ত্র তাৎপর্য্য) উক্তং (কথিত হইল)। [হে] ভারত (হে ভারত!) এতৎ (ইহা) বুদ্ধ্বা (হৃদয়ঙ্গম করিয়া) বুদ্ধিমান্ (সুমেধজন) কৃতকৃত্যঃ চ (পরম কৃত কৃতার্থ) স্যাৎ (হইয়া থাকেন) ॥২০॥

ইতি পঞ্চদশোঽধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

জানেন তিনিই পূর্ণতত্ত্বজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রকারে (শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে) আমাকেই ভজন করেন ॥১৯॥

হে নির্ম্মৎসর! আমি এই প্রকারে অতি গুহ্যতম এই সর্ব্বশাস্ত্র তাৎপর্য্য তোমাকে বলিলাম। হে ভারত! ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুমেধজন পরম কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥২০॥

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগ যোগ

শ্রীভগবানুবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) অভয়ং (ভয়শূন্যতা) সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞানোপায় অমানিত্বাদিতে নিষ্ঠা) দানং (দান) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠ) তপঃ (তপস্যা) আর্জ্জবম্ (সরলতা) অহিংসা (হিংসা রাহিত্য) সত্যম্ (সত্য) অক্রোধঃ (ক্রোধাভাব) ত্যাগঃ (পুত্রকলত্রাদিতে মমতা ত্যাগ) শান্তিঃ (মনঃ সংযম) অপৈশুনম্ (পরের দোষানুসন্ধান বর্জ্জন) ভূতেষু (প্রাণিগণের প্রতি) দয়া (করুণা) অলোলুপ্ত্বং (লোভের অভাব) মার্দ্দবং (মৃদুতা) হ্রীঃ (অসৎ কর্ম্মে লজ্জা) অচাপলম্ (অচঞ্চলভাব) তেজঃ (তেজ) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) শৌচম্ (বাহ্য ও অভ্যন্তরশুদ্ধি) অদ্রোহঃ (জিঘাংসারাহিত্য) ন অতিমানিতা (অভিমান শূন্যতা) [হে] ভারত (হে অর্জ্জুন!) [এতেগুণাঃ] (এই সকল

শ্রীভগবান্ কহিলেন—অভয়, চিত্তের প্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানে দৃঢ়নিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরের দোষ না দেখা, জীবে দয়া, নির্লোভ, মৃদুতা, লজ্জাশীলতা, অচপলতা,

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥৪॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥৫॥

গুণ) দৈবীম্ (সাত্ত্বিক) সম্পদং (সম্পদের) অভিজাতস্য (অভিমুখে জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (উদিত হইয়া থাকে) ॥১-৩॥

[হে] পার্থ (হে কুন্তীপুত্র!) দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিতা) দর্পঃ (বিদ্যাধন সৎকুলত্বাদি নিমিত্ত গর্ব্ব) অভিমানঃ চ (নিজের পূজ্যত্ব বুদ্ধি) ক্রোধঃ (ক্রোধ) পারুষ্যম্ এব চ (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানং চ (অবিবেকিতা) [এতেগুণাঃ] (এই সকল অসৎগুণ) আসুরীম্ (আসুরী) সম্পদম্ (সম্পদের) অভি-জাতস্য (অভিমুখ জাত ব্যক্তির) [ভবন্তি] (হইয়া থাকে) ॥৪॥

দৈবী সম্পদ্ (দৈবী সম্পদ্) বিমোক্ষায় (বন্ধন মুক্তির) আসুরী [চ] (ও আসুরী সম্পদ্) নিবন্ধায় (বন্ধনের কারণ বলিয়া) মতা (কথিত হয়), হে পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র!) [ত্বং] (তুমি) মা শুচঃ (শোক করিও না) দৈবীম্ (দৈবী) সম্পদং (সম্পদ্) অভি (আশ্রয় করিয়া) জাতঃ অসি (জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ) ॥৫॥

তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ ও অভিমানশূন্যতা—হে ভারত! এই সকল গুণ সাত্ত্বিক সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির উদিত হয় ॥১-৩॥

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, ও অবিবেকিতা—এই সকল অসৎগুণ আসুরী সম্পদের অভি-মুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥৪॥

দৈবসম্পদ্ বন্ধনমুক্তির এবং আসুরসম্পদ্ দৃঢ় বন্ধনের কারণ বলিয়া কথিত হয়। হে পাণ্ডব! শোক করিও না, তুমি দৈবী সম্পদ্ আশ্রয় করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥৮॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) অস্মিন্ (এই) লোকে (সংসারে) দৈবঃ (দেবপ্রকৃতি) আসুরঃ চ (ও অসুরপ্রকৃতি) দ্বৌ এব (এই দুই প্রকার) ভূতসর্গৌ (প্রাণিসৃষ্টি) [দৃশ্যতে] (দেখা যায়)। দৈবঃ (দেবপ্রকৃতির বিষয়) বিস্তরশঃ (বিস্তৃত ভাবে) প্রোক্তঃ (কথিত হইয়াছে), মে (আমার নিকট) আসুরং (অসুরপ্রকৃতির বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥৬॥

আসুরাঃ (অসুর প্রকৃতি) জনাঃ (লোকসমূহ) প্রবৃত্তিং চ (ধর্ম্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না); তেষু (তাহাদের মধ্যে) শৌচং (শুচিতা) ন বিদ্যতে (নাই), আচারঃ অপি (সদাচারও) ন (নাই), সত্যং চ (এবং সত্যও) ন (নাই) ॥৭॥

তে (তাহারা অর্থাৎ অসুর প্রকৃতি লোক সমূহ) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা) অপ্রতিষ্ঠং (নিরাশ্রয়) অনীশ্বরম্ (নিরীশ্বর) অপরস্পর-

---

হে পার্থ! এই জগতে দেব-প্রকৃতি ও অসুর প্রকৃতি—এই দুই প্রকার জীব-সৃষ্টি দেখা যায়। জীবের দৈবী সম্পদ্ সম্বন্ধে তোমাকে সবিস্তারে বলিয়াছি, এক্ষণে আমার নিকট আসুরী সম্পদের বিষয় শ্রবণ কর ॥৬॥

অসুর প্রকৃতি লোকসমূহ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় জানে না; তাহাদের মধ্যে শুচিতা সদাচার ও সত্যপরায়ণতার কিছুই নাই ॥৭॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥৯॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥১০॥

সম্ভূতং (পরস্পর সংসর্গজাত) কিম্ অন্যৎ (অন্য কি কথা?) কাম-হেতুকম্ (কেবল কামই জগৎ স্থষ্টির হেতু) আহুঃ (বলিয়া থাকে) ॥৮॥

এতাং (এই প্রকার) দৃষ্টিম্ (দর্শন) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানহীণ) অল্প-বুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রবুদ্ধি) উগ্রকর্ম্মাণঃ (ভীষণকর্ম্মা) অহিতাঃ (অমঙ্গল স্বরূপ) [অসুরাঃ] (অসুরগণ) জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (ধ্বংসের জন্যই) প্রভবন্তি (প্রভাব লাভ করে) ॥৯॥

[তে] (তাদৃশ অসুরগণ) দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (বিষয়তৃষ্ণা) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দম্ভমানমদান্বিতাঃ [সন্তঃ] (দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহ বশতঃ) অসদ্‌গ্রাহান্ (অসৎ বিষয়ে আগ্রহ) গৃহীত্বা (অবলম্বন পূর্ব্বক) অশুচিব্রতাঃ [সন্তঃ] (ঘোর অনাচারে) প্রবর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত হয়) ॥১০॥

অসুর-প্রকৃতি লোকগণ জগৎকে মিথ্যা, আশ্রয়হীন, নিরীশ্বর ও পরস্পর সংসর্গ-জাত বলে; অন্য কি কথা? একমাত্র কামই বিশ্ব স্থষ্টির হেতু—ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত ॥৮॥

এইরূপ দর্শন আশ্রয় করিয়া আত্মজ্ঞানহীন অল্পবুদ্ধি, ভীষণকর্ম্মা ও অমঙ্গল স্বরূপ অসুরগণ জগধ্বংসের জন্যই প্রভাব লাভ করে ॥৯॥

তাদৃশ অসুরগণ দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া মোহবশতঃ অসৎ বিষয়ে আগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক দম্ভ, মান, ও মদে মত্ত হইয়া ঘোর অনাচারে প্রবৃত্ত হয় ॥১০॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনম্ ॥১৩॥

[তে] (তাহারা) প্রলয়ান্তাম্ (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) অপরিমেয়াং চ (অপরিসীম) চিন্তাং (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় পূর্ব্বক) কামোপ-ভোগপরমাঃ (কামোপভোগই চরম কার্য্য) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (এইরূপ নিশ্চয় করিয়া) আশাপাশশতৈঃ (শতশত আশাপাশে) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ) কামক্রোধপরায়ণাঃ [সন্তঃ] (কাম ও ক্রোধ বশীভূত হইয়া) কামভোগার্থম্ (কাম ভোগের জন্য) অন্যায়েন (অন্যায়ভাবে) অর্থ-সঞ্চয়ান্ (অর্থ সংগ্রহের) ঈহন্তে (চেষ্টা করিয়া থাকে) ॥১১-১২॥

অদ্য (আজ) ময়া (আমি) ইদম্ (ইহা) লব্ধম্ (পাইলাম) [পুনঃ] (আবার) ইদং (এই) মনোরথম্ (অভীষ্ট বস্তু) প্রাপ্স্যে (পাইব), ইদম্ (এই ধন) অস্তি (আছে) পুনঃ (আবার) ইদম্ অপি ধনম্ (এই ধনও) মে (আমার) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥১৩॥

তাহারা আমৃত্যু অপরিসীম চিন্তাগ্রস্ত থাকিয়া কামোপ-ভোগই চরম কার্য্য নিশ্চয় পূর্ব্বক শতশত আশাপাশে আবদ্ধ এবং কাম ও ক্রোধ বশীভূত হইয়া কামভোগের জন্য অন্যায়-ভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকে ॥১১-১২॥

আজ আমি ইহা পাইলাম, আবার এই অভীষ্ট প্রাপ্ত হইব, আমার এই সম্পত্তি আছে, আবার এই ধনও আমারই হইবে ॥১৩॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬॥

অসৌ (এই) শত্রুঃ (শত্রুকে) ময়া (আমাকর্তৃক) হতঃ (বিনষ্ট হইয়াছে) অপি চ (আরও) অপরান্ (অপর শত্রুদিগকে) হনিষ্যে (বিনাশ করিব), অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু), অহং (আমি) ভোগী (ভোক্তা), অহং (আমি) সিদ্ধঃ (কৃতকৃত্য) বলবান্ (বলবান্) সুখী (সুখী) ॥১৪॥

[অহং] (আমি) আঢ্যঃ (ধনী) অভিজনবান্ (কুলীন) অস্মি (হই) ময়া (আমার) সদৃশঃ (সমকক্ষ) অন্যঃ (অপর) কঃ (কে) অস্তি (আছে?) [অহং] (আমি) যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব) দাস্যামি (দান করিব) মোদিষ্যে (ও আনন্দ করিব) ইতি (এইরূপ) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞান-বিমোহিত) অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (নানা চিন্তাতে বিভ্রান্ত চিত্ত) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহজালে আচ্ছন্ন) কামভোগেষু (ও বিষয়ভোগে) প্রসক্তাঃ [সন্তঃ] (অত্যন্ত আসক্ত হইয়া ইঁহারা) অশুচৌ (ঘৃণিত) নরকে (বৈতরণী প্রভৃতি নরকে) পতন্তি (পতিত হয়) ॥১৫-১৬॥

এই শত্রুকে আমি বধ করিলাম, অপর শত্রুগণকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোক্তা, আমিই কৃতকৃত্য ও বলবান্, এবং আমিই সুখী ॥১৪॥

আমিই ধনী ও কুলীন, আমার সমকক্ষ কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, প্রার্থীকে দান করিব এবং আনন্দ করিব—এইরূপ অজ্ঞান বিমোহিত, নানা চিন্তায় বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ (নিজে নিজেই সম্মানিত) স্তব্ধাঃ (অবিনীত) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধন ও মান হেতু মদমত্ত) তে (সেই সমস্ত অসুরগণ) দম্ভেন (দম্ভের সহিত) নামযজ্ঞৈঃ (নাম মাত্র যজ্ঞ দ্বারা) অবিধিপূর্ব্বকম্ (অশাস্ত্রীয়) যজন্তে (যজ্ঞ করিয়া থাকে) ॥১৭॥

[তে] (তাহারা) অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং চ (ও ক্রোধকে) সংশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) আত্মপর-দেহেষু (নিজের ও পরের দেহে) [স্থিতং] (অবস্থিত) মাম্ (আমাকে) প্রদ্বিষন্তঃ (অতিশয় দ্বেষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (সাধুদিগের গুণে দোষারোপকারী) [ভবন্তি] (হইয়া থাকে) ॥১৮॥

আচ্ছন্ন ও বিষয়ভোগে অতীব আসক্ত হইয়া ইহারা ঘৃণিত (বৈতরণী প্রভৃতি) নরকে পতিত হয় ॥১৫-১৬॥

নিজে নিজেই সম্মানিত, অবিনীত এবং ধন ও মানমদে মত্ত, সেই সকল অসুরগণ দম্ভের সহিত অবিধি পূর্ব্বক নামমাত্র (লোক দেখান) যজ্ঞ করিয়া থাকে ॥১৭॥

তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া, নিজের ও অপরের দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে অত্যন্ত দ্বেষ পূর্ব্বক সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে ॥১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥

অহং (আমি) দ্বিষতঃ (দ্বেষকারী) ক্রূরান্ (নিষ্ঠুর) অশুভান্ (অমঙ্গলস্বরূপ) নরাধমান্ (নরাধম) তান্ (সেই অসুরগণকে) সংসারেষু (কর্ম্মচক্রে) আসুরীষু (অসুর) যোনিষু এব (যোনি সমূহেই) অজস্রম্ (অনবরত) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি) ॥১৯॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং (আসুরী) যোনিম্ (যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) মূঢ়াঃ (সেই মূঢ়গণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাওয়ার হেতুই) ততঃ (তাহা হইতেও) অধমাং (নিকৃষ্ট) গতিম্ (গতি) যান্তি (লাভ করিয়া থাকে) ॥২০॥

কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (ক্রোধ) তথা লোভঃ (ও লোভ) ইদং (এই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) নরকস্য (নরক প্রাপ্তির) আত্মনঃ [চ] (ও আত্মার) নাশনম্ (সর্ব্বনাশকর) দ্বারং (দ্বার) তস্মাৎ (অতএব) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনটীকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥২১॥

আমি সেই বিদ্বেষী, ক্রূর, অশুভ-গ্রহ ও নরাধম অসুরগণকে কর্ম্মচক্রে অবিরত আসুরী যোনি সমূহেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥১৯॥

হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে অসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া মূঢ়গণ পরমস্বরূপ আমাকে না পাওয়া হেতু তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করিয়া থাকে ॥২০॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন প্রকার) তমোদ্বারৈঃ (নরকদ্বার হইতে) বিমুক্তঃ (বিশেষভাবে মুক্ত) নরঃ (লোক) আত্মনঃ (নিজের আত্মার) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরতি (সাধন করে) ততঃ (তাহাদ্বারা) পরাং (পরম) গতিম্ (গতি) যাতি (লাভ করে) ॥২২॥

যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধিকে) উৎসৃজ্য (উল্লঙ্ঘন করিয়া) কামচারতঃ (স্বেচ্ছাচারে) বর্ত্ততে (বর্ত্তমান) সঃ (সে) সিদ্ধিম্ (চিত্তশুদ্ধি) সুখং (সুখ) পরাং গতিম্ (বা পরাগতি) ন অবাপ্নোতি (কোনটীই লাভ করিতে পারে না) ॥২৩॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন প্রকার আত্মনাশকর নরক প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ, অতএব এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবে ॥২১॥

হে কৌন্তেয়! এই তিন প্রকার নরকদ্বার হইতে বিমুক্ত মানব নিজের শ্রেয়ঃসাধন করেন এবং পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন ॥২২॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি কখনও সিদ্ধি বা সুখ বা পরমগতি—কোনটীই লাভ করিতে পারে না ॥২৩॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগ
যোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

তস্মাৎ (অতএব) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (করণীয় ও অকরণীয়ের নির্ণয়-বিষয়ে) শাস্ত্রং (শাস্ত্র বাক্যই) তে (তোমার পক্ষে) প্রমাণং (প্রমাণ) ইহ (এই কর্ম্মভূমিতে) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রবিহিত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [তৎ] কর্ত্তুং (তাহা করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥২৪॥

ইতি ষোড়শ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

অতএব কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্র-বাক্যই তোমার পক্ষে একমাত্র প্রমাণ। এই কর্ম্মভূমিতে শাস্ত্র বিহিত অর্থাৎ ভগবৎ-সুখ তাৎপর্য্যপর কর্ম্ম—বুঝিয়া তাহা করিতে যোগ্য হও ॥২৪॥

ইতি ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধি) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) তু (কিন্তু) শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ [সন্তঃ] (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজা করে), তেষাং (তাহাদের) নিষ্ঠা (নিষ্ঠা) কা (কি বলা যায়?) [স কিম্] (তাহা কি) সত্ত্বম্ (সাত্ত্বিক) আহো (কথিত হয়) রজঃ (বা রাজসিক) [উত] তমঃ (অথবা তামসিক?) ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) দেহিনাং (জীবগণের) শ্রদ্ধা এব (শ্রদ্ধাই) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিক) রাজসী (রাজসিক) তামসী চ (ও তামসিক) ইতি (এই) ত্রিবিধা (তিনপ্রকার) ভবতি (হইয়া থাকে)। সা (সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (পূর্ব্ব সংস্কার হইতে জাত) তাং (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥২॥

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে, তাহাদের নিষ্ঠাকে কি বলা যায়? উহা কি সাত্ত্বিক বা রাজসিক, অথবা তামসিক? ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—সেই শ্রদ্ধাই তিন প্রকার; উহা জীবের পূর্ব্ব সংস্কার সঞ্জাত। উহা সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভেদে তিন প্রকার—তাহা শ্রবণ কর ॥২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫॥

[হে] ভারত (হে ভরতবংশীয়!) সর্ব্বস্য (সকল মানবেরই) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সত্ত্বানুরূপা (চিত্তবৃত্তির অনুরূপ) ভবতি (হইয়া থাকে)। অয়ং (এই) পুরুষঃ (জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ (ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বিশিষ্ট) যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যে প্রকার সাত্ত্বিকাদি শ্রদ্ধা বিশিষ্ট) সঃ (তিনি) সঃ এব (তৎস্বরূপেই পরিচিত হন) ॥৩॥

সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা বিশিষ্টগণ) দেবান্ (সত্ত্ব-প্রকৃতি দেবতা-গণের) যজন্তে (পূজা করেন), রাজসাঃ (রাজসিক শ্রদ্ধাবন্তগণ) যক্ষরক্ষাংসি (রজঃপ্রকৃতি যক্ষ ও রাক্ষসগণের) যজন্তে (পূজা করেন), অন্যে (অপর) তামসাঃ জনাঃ (তামসিক শ্রদ্ধাযুক্তগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ (তমঃপ্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের) [যজন্তে] (পূজা করে) ॥৪॥

যে (যে সকল) অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ (ব্যক্তি) দম্ভাহঙ্কার

হে ভারত! সকল মানবেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির অনুরূপ হইয়া থাকে। জীব মাত্রেই শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ শ্রদ্ধানুরূপ তাহার বাহ্যাভ্যন্তর গঠিত, সুতরাং যাহার যেরূপ পূজ্যে শ্রদ্ধা হয়, তিনিও তৎস্বরূপই হইয়া থাকেন ॥৩॥

সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবন্তগণ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবতাগণের পূজা করেন, রাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্টগণ রজঃপ্রকৃতি যক্ষ ও রাক্ষসগণের এবং তামসিক শ্রদ্ধাযুক্তগণ তমঃপ্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে ॥৪॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭॥

সংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কার অবলম্বন পূর্ব্বক) কামরাগবলান্বিতাঃ (কামনা মূলে মানসিক ও দৈহিক বিক্রম প্রকাশে) শরীরস্থং (দেহস্থিত) ভূতগ্রামম্ (পঞ্চভূতকে) কর্শয়ন্তঃ (কৃশ করিয়া) অন্তঃশরীরস্থং (শরীরা-ভ্যন্তরে স্থিত) মাং চ এব (আমার অংশ ভূত জীবাত্মাকেও) [দুঃখয়ন্তঃ] (দুঃখ প্রদান পূর্ব্বক) অশাস্ত্রবিহিতং (শাস্ত্রবিধির বহির্ভূত) ঘোরং (উৎকট) তপঃ (তপস্যা) তপ্যন্তে (অনুষ্ঠান করে), তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুর ধর্ম্মে নিষ্ঠিত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥৫-৬॥

[গুণ ভেদাৎ] (গুণত্রয়ের ভেদ হেতু) সর্ব্বস্য (সমস্ত প্রাণীর) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) আহারঃ তু অপি (আহারও) প্রিয়ঃ (প্রীতিজনক) ভবতি (হইয়া থাকে) তথা (সেইরূপ) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) দানং (ও দান) [ত্রিবিধং] (তিন প্রকার), তেষাং (তাহাদের) ইমং (এই) ভেদম্ (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥৭॥

যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি দম্ভ ও অহঙ্কার অবলম্বন পূর্ব্বক কামনামূলে মানসিক ও দৈহিক বিক্রমপ্রকাশে দেহস্থিত ভূতগণ ও তদভ্যন্তরে আমার অংশভূত জীবাত্মাকেও দুঃখ প্রদান পূর্ব্বক শাস্ত্রবিধির বহির্ভূত উৎকট তপস্যা করে, তাহাদিগকে আসুরধর্ম্মে নিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে ॥৫-৬॥

গুণত্রয়ের ভেদ হেতু সমস্ত প্রাণীর আহারও তিন প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে এবং সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান সমস্তই ত্রিবিধ হয়; তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর ॥৭॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বৃদ্ধিকারক্) রস্যাঃ (রসযুক্ত) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্ত) স্থিরাঃ (স্থির-গুণযুক্ত) হৃদ্যাঃ (চিত্তাকর্ষক) আহারাঃ (ভক্ষ্য ভোজ্যাদি) সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ (সাত্ত্বিকগণের প্রিয়) [ভবন্তি] (হইয়া থাকে) ॥৮॥

কট্বাম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতিকটু, অত্যম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ, অতি বিদাহী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (ভক্ষ্যদ্রব্য সমূহ) রাজসস্য (রাজস-গণের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) [ভবন্তি] (হইয়া থাকে) ॥৯॥

যাতযামং (ঠাণ্ডা) গতরসং (নীরস) পূতি (দুর্গন্ধযুক্ত) পর্য্যুষিতং চ (বাসী দ্রব্য) উচ্ছিষ্টম্ অপি (গুরুজন ভিন্ন অপরের ভুক্তাবশিষ্ট) অমেধ্যং চ (ও অভক্ষ্য—পেয়াজ, মদ্য, মাংস প্রভৃতি) যৎ (যে সকল) ভোজনং

আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, স্থিরগুণবিশিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী ভক্ষ্য ভোজ্যাদি—সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রিয় হইয়া থাকে ॥৮॥

অতিকটু (নিম্বাদি), অত্যম্ল, অতিলবণ, অত্যুষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ (লঙ্কামরিচাদি), অতিরুক্ষ (ভৃষ্ট চনকাদি), অতিবিদাহী (সর্ষপাদি) — দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ ভক্ষ্যদ্রব্যসকল — রাজস প্রকৃতির ব্যক্তিদের প্রিয় হইয়া থাকে ॥৯॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥

(আহার্য্য বস্তু) [তৎ] (তাহা) তামসপ্রিয়ম্ (তামসগণের প্রিয়) [ভবতি] (হইয়া থাকে) ॥১০॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তি) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ অবশ্যই কর্ত্তব্য) ইতি (এই বিচারে) মনঃ (মনকে) সমাধায় (সুস্থির করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (শাস্ত্রবিধি সম্মত) যঃ (যে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞের) ইজ্যতে (অনুষ্ঠান করেন) সঃ (তাহাই) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) ॥১১॥

[হে] ভরতশ্রেষ্ঠ (হে ভারত!) তু (কিন্তু) ফলং (ফলের) অভিসন্ধায় (অভিসন্ধান পূর্ব্বক) দম্ভার্থং অপি চ এব (ও দম্ভ প্রকাশের জন্যই) যৎ (যে) ইজ্যতে (যজ্ঞ করা হয়) তং (সেই) যজ্ঞং (যজ্ঞ) রাজসং (রাজসিক বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥১২॥

প্রহরাধিক কাল পূর্ব্বে পক্ক হেতু ঠাণ্ডা, নীরস, দুর্গন্ধ যুক্ত, পূর্ব্বদিনের পক্ক, (গুরুজন ভিন্ন) অন্যের ভোজনাবশেষ ও অপবিত্র (পেয়াজ, মদ্য-মাংসাদি) ভজ্যাদি তামস জনের প্রিয় হইয়া থাকে ॥১০॥

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তি অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে মনকে সুস্থির করিয়া, শাস্ত্রবিধি সম্মত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন — তাহাই সাত্ত্বিক ॥১১॥

হে ভারত! কিন্তু ফলের অভিসন্ধি পূর্ব্বক ও দম্ভ প্রকাশ নিমিত্তই যে যজ্ঞ করা হয় — তাহাকে রাজসিক বলিয়া জানিবে ॥১২॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥

বিধিহীনম্ (অশাস্ত্রীয়) অসৃষ্টান্নং (অন্নাদিদান রহিত) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্র বর্জ্জিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণা শূন্য) শ্রদ্ধাবিরহিতং (অশ্রদ্ধাকৃত) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামসিক) পরিচক্ষতে (বলা হয়) ॥১৩॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞজনের পূজা) শৌচম্ (বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি) আর্জ্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা চ (ও অহিংসাকে) শারীরং (শারীরিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়) ॥১৪॥

অনুদ্বেগকরং (অবেদনাদায়ক) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (ও প্রিয় অথচ হিতকর) যৎ (যে) বাক্যং (বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (এবং বেদ-পাঠাভ্যাসকে) বাঙ্ময়ং (বাচিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়) ॥১৫॥

শাস্ত্রবিধিহীন, অন্নাদি-দানরহিত, মন্ত্রবর্জ্জিত, দক্ষিণাশূন্য ও অশ্রদ্ধাকৃত যজ্ঞকে তামসিক বলা হয় ॥১৩॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞজনের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই সকলকে শারিরীক তপস্যা বলা হয় ॥১৪॥

অন্যের অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর যে বাক্য এবং বেদাভ্যাস—এই সকলকে বাচিক তপস্যা বলা হয় ॥১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥

মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (স্নিগ্ধতা) মৌনম্ (স্থৈর্য্য) আত্মবিনিগ্রহঃ (সংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (পবিত্রতা) ইতি এতৎ (এই সকলকে) মানসং (মানসিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়) ॥১৬॥

তৎ (সেই) ত্রিবিধং (কায়িক, বাচিক ও মানসিক রূপ তিন প্রকার) তপঃ (তপস্যা) অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (নিষ্কাম) যুক্তৈঃ (একনিষ্ঠ) নরৈঃ (পুরুষগণ কর্ত্তৃক) পরয়া (পরম) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধা সহকারে) তপ্তং (অনুষ্ঠিত হইলে) [তাহাকে] সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলিয়া অভিহিত হয়) ॥১৭॥

সৎকারমানপূজার্থং (লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য) দম্ভেন চ এব (ও দম্ভের সহিত) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) ইহ (এই জগতে) চলম্ (অনিত্য) অধ্রুবম্ (অনিশ্চিত) রাজসং (রাজসিক তপস্যা) প্রোক্তং (বলিয়া অভিহিত হয়) ॥১৮॥

চিত্তের প্রসন্নতা, স্নিগ্ধগাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, সংযম ও ভাবশুদ্ধি —এই সকলই মানসিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয় ॥১৬॥

নিষ্কাম, একনিষ্ঠ জনের ভগবৎপর শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত সেই ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলা হয় ॥১৭॥

লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার জন্য দম্ভের সহিত যে তপস্যা কৃত হয়, সেই অনিত্য ও অনিশ্চিত তপস্যা রাজসিক বলিয়া অভিহিত হয় ॥১৮॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥

মূঢ়গ্রাহেণ (বিচারহীন আগ্রহের সহিত) আত্মনঃ (নিজেকে) পীড়য়া (পীড়া দিয়া) বা (অথবা) পরস্য (পরের) উৎসাদনার্থং (বিনাশের জন্য) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামসিক তপস্যা) উদাহৃতম্ (বলিয়া কথিত হয়) ॥১৯॥

অনুপকারিণে (প্রত্যুপকার লাভের বাসনা রহিত হইয়া) দেশে (তীর্থাদি পুণ্যক্ষেত্রে) কালে চ (শুভযোগাদি সময়ে) পাত্রে চ (এবং যোগ্যপাত্রে) দাতব্যম্ (দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য) ইতি (এইরূপ বুদ্ধিতে) যৎ (যাহা) দানং (দান) দীয়তে (করা যায়) তৎ (সেই) দানং (দানকেই) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক দান) স্মৃতম্ (বলা হয়) ॥২০॥

যৎ তু (আর যাহা) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের নিমিত্ত) বা (অথবা) ফলং (ফলের) উদ্দিশ্য (উদ্দেশ্য করিয়া) পুনঃ চ (আবার)

মূঢ়ের ন্যায় বিচারহীন আগ্রহের সহিত নিজেকে পীড়া দিয়া অথবা পরের বিনাশের জন্য, যে তপস্যা কৃত হয়—তাহাকেই তামসিক তপস্যা বলা হয় ॥১৯॥

প্রত্যুপকার লাভের বাসনা রহিত হইয়া, কর্ত্তব্য বোধে, উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিচারপূর্ব্বক, যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান বলিয়া কথিত হয় ॥২০॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥
ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥

পরিক্লিষ্টং (অতি কষ্টে) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দান) রাজসং (রাজসিক দান বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥২১॥

অদেশকালে (অস্থানে ও অকালে) অপাত্রেভ্যঃ (অযোগ্য ব্যক্তিকে) অসৎকৃতং (অনাদর) অবজ্ঞাতং চ (ও অবজ্ঞার সহিত) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই দান) তামসং (তামসিক দান বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥২২॥

ওঁ তৎ সৎ (ওঁ তৎ সৎ) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের) নির্দ্দেশঃ (উদ্দেশক) স্মৃতঃ (বলিয়া উক্ত হইয়াছে) তেন (সেই শব্দত্রয়ের দ্বারা) পুরা (পূর্ব্বকালে) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণ) বেদাঃ চ (বেদ) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসমূহ) বিহিতাঃ (বিহিত হইয়াছে) ॥২৩॥

আর, প্রত্যুপকার লাভের জন্য বা স্বর্গাদি কামনা করিয়া ও অতিশয় মনঃকষ্টের সহিত যে দান করা যায়, সেই দানকে রাজসিক দান বলা হয় ॥২১॥

অস্থানে, অকালে ও অযোগ্য পাত্রে অনাদর ও অবজ্ঞার সহিত যে দান দেওয়া হয়, সেই দানকে তামসিক দান বলা যায় ॥২২॥

ওঁ তৎ সৎ এই তিনটীই পরব্রহ্মের উদ্দেশক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সেই শব্দত্রয়ের সহিত সৃষ্টির আদিকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সমূহও বিহিত হইয়াছে ॥২৩॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥

তস্মাৎ (অতএব) ওঁ ইতি (ওঁ এই ব্রহ্মোদ্দেশক শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাম্ (বেদবাদিগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞ-দানতপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম) সততং (সর্ব্বদা) প্রবর্ত্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥২৪॥

তৎ ইতি (তৎ এই ব্রহ্মোদ্দেশক শব্দ) [উদাহৃত্য] (উচ্চারণ পূর্ব্বক) ফলং (কর্ম্মের ফল) অনভিসন্ধায় (কামনা না করিয়া) মোক্ষ-কাঙ্ক্ষিভিঃ (মোক্ষকামিগণ) বিবিধাঃ (বিভিন্ন প্রকার) যজ্ঞ-তপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ ও তপস্যার অনুষ্ঠান) দানক্রিয়াঃ চ (ও দান কার্য্য) ক্রিয়ন্তে (সম্পন্ন করিয়া থাকেন) ॥২৫॥

[হে] পার্থ (হে কুন্তীনন্দন!) সদ্ভাবে (ব্রহ্মত্বে) সাধুভাবে চ (ও ব্রহ্মজ্ঞতে) সৎ ইতি (সৎ এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়)। তথা (তদ্রূপ) প্রশস্তে (মাঙ্গলিক) কর্ম্মাণি (অনুষ্ঠানে) এতৎ সৎ শব্দঃ (এই ব্রহ্মবাচক সৎ শব্দ) যুজ্যতে (ব্যবহৃত হয়) ॥২৬॥

সেই হেতু বেদবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম, সর্ব্বদা ওঁ এই ব্রহ্মোদ্দেশক শব্দ উচ্চারণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥২৪॥

মোক্ষ-কামিগণ কর্ম্মের ফল কামনা না করিয়া তৎ এই ব্রহ্মোদ্দেশক শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ ও তপস্যার অনুষ্ঠান ও দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ॥২৫॥

হে পার্থ! সৎ শব্দের লক্ষ্য—সত্য ও সত্যনিষ্ঠ জন এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও এই সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয় ॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তংকৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-
যোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

যজ্ঞে (যজ্ঞে) তপসি (তপস্যায়) দানে চ (এবং দানেও) স্থিতিঃ চ (তাৎপর্য্যের নিত্যত্ব) সৎ ইতি (এই সৎ শব্দে) উচ্যতে (কথিত হয়)। তদর্থীয়ং (ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম চ এব (কর্ম্মও) সৎ ইতি এব (সৎ এই শব্দেই) অভিধীয়তে (কথিত হয়) ॥২৭॥

[হে] পার্থ (হে অর্জ্জুন!) অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধার সহিত) হুতং (হোম) দত্তং (দান) তপ্তং (অনুষ্ঠিত হয়) তপঃ (তপস্যা) যৎ চ (ও অন্যান্য যাহা) কৃতং (অনুষ্ঠিত হয়), তৎ (সেই সমস্তই) অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। [যতঃ তৎ] (যেহেতু সেই সমস্ত কর্ম্মই) নো ইহ (না ইহলোকে) ন চ প্রেত্য (না পরলোকে) [ফলতি] (ফলদান করে) ॥২৮॥

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানেও তাৎপর্য্যের নিত্যত্ব লক্ষ্য করিয়া সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সৎ শব্দেই অভিহিত হইয়া থাকে ॥২৭।

হে পার্থ! অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম, দান ও তপস্যা এবং কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই সমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয়। উহা কি ইহলোকে কি পরলোকে কোথাও সুফল দান করে না ॥২৮॥

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] মহাবাহো (হে মহাবীর!) [হে] হৃষীকেশ (হে ইন্দ্রিয়াধীশ!) [হে] কেশিনিসূদন (হে কেশিদৈত্য-ঘাতন!) সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (এবং ত্যাগের) তত্ত্বম্ (স্বরূপ) পৃথক্ (পৃথক্‌রূপে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) বিচক্ষণাঃ (নিপুণ) কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং (সকাম) কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) ন্যাসং (পরি-ত্যাগকে) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (জানেন) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য সমুদয় কর্ম্মের ফল-ত্যাগকেই) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥২॥

অর্জ্জুন বলিলেন—হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশি-নিসূদন! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথক্ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্মসমূহের পরিত্যাগকে—সন্ন্যাস, আর (নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য) সকল প্রকার কর্ম্মের ফল-ত্যাগকে—ত্যাগ বলিয়া থাকেন ॥২॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫॥

একে মনীষিণঃ (সাংখ্যবাদী কোন কোন পণ্ডিতগণ) কর্ম্ম (কর্ম্মমাত্রই) দোষবৎ (হিংসাদি দোষযুক্ত) ইতি (বলিয়া) ত্যাজ্যং (পরিত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলেন); অপরে চ (এবং অপর মীমাংসকগণ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) ইতি [প্রাহুঃ] (এইরূপ বলিয়া থাকেন) ॥৩॥

[হে] ভরতসত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) তত্র (সেই) ত্যাগে (ত্যাগ বিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। [হে] পুরুষব্যাঘ্র (হে পুরুষপ্রবর!) হি (যেহেতু) ত্যাগঃ (ত্যাগ) ত্রিবিধঃ (তিনপ্রকার) সংপ্র-কীর্ত্তিতঃ (কথিত হইয়াছে) ॥৪॥

কোন কোন পণ্ডিত (সাংখ্যমতানুসারী) কর্ম্মমাত্রই (হিংসাদি দোষযুক্ত বলিয়া) পরিত্যাজ্য বলেন; আবার কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) বলেন যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি (শাস্ত্রোক্ত) কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে ॥৩॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই ত্যাগ-বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষপ্রবর! এই ত্যাগ তিন প্রকার—ইহা সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে ॥৪॥

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম—ত্যাজ্য নহে, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কারণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি বিবেকী ব্যক্তিগণের চিত্ত-শুদ্ধি করে ॥৫॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে), তৎ (তাহা) কার্য্যম্ এব (অবশ্য কর্ত্তব্য) [যতঃ] (যেহেতু) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) দানং (দান) তপঃ চ (ও তপস্যা) মনীষিণাম্ (বিবেকিগণের) পাবনানি এব (চিত্ত-শুদ্ধিকরই) [ভবন্তি] (হইয়া থাকে) ॥৫॥

[হে] পার্থ (হে কুন্তীনন্দন!) এতানি (এই) কর্ম্মাণি অপি তু (কর্ম্ম-গুলিও কিন্তু) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফল কামনা) ত্যক্ত্বা (পরি-ত্যাগ করিয়া) কর্ত্তব্যানি (শুধু কর্ত্তব্য বোধে করা আবশ্যক), ইতি (ইহাই) মে (আমার) নিশ্চিতং (স্থির) উত্তমম্ (উত্তম) মতম্ (সিদ্ধান্ত) ॥৬॥

তু (কিন্তু) নিয়তস্য (নিত্য) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) সন্ন্যাসঃ (পরিত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিসঙ্গত নহে); মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য (সেই নিত্য-কর্ম্মের) পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগকে) তামসঃ (তামসিক) পরিকীর্ত্তিতঃ (বলা হয়) ॥৭॥

হে পার্থ! এই সমুদয় কর্ম্মও আসক্তি ও ফল কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য—ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম সিদ্ধান্ত জানিবে ॥৬॥

নিত্যকর্ম্মের পরিত্যাগ কখনও যুক্তিযুক্ত নহে; মোহ-বশতঃ সেই নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে উহাকে তামসিক বলা হয় ॥৭॥

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥

[যঃ] (যে ব্যক্তি) যৎ কর্ম্ম (সেই নিত্যকর্ম্মও) দুঃখম্ এব (কেবল দুঃখই) ইতি [মত্বা] (ইহা মনে করিয়া) কায়ক্লেশভয়াৎ (শারীরিক কষ্টের ভয়ে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করে), সঃ (সেই) রাজসং (রাজসিক) ত্যাগং (ত্যাগ) কৃত্বা (করিয়া) ত্যাগফলং (ত্যাগের ফল—জ্ঞান) ন লভেৎ এব (কখনও লাভ করিতে পারে না) ॥৮॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) সঙ্গং (আসক্তি) ফলং এব চ (ও ফলকামনাই) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্য্যম্ ইতি এব (অবশ্য কর্ত্তব্য বোধেই) যৎ (যে) নিয়তং (নিত্য) কর্ম্ম (কর্ম্মের) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠান হয়) সঃ (উহাই) ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া) [মে] (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥৯॥

সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণ সম্পন্ন) মেধাবী (তীক্ষ্ণবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সন্দেহ রহিত) ত্যাগী (সাত্ত্বিক ত্যাগী ব্যক্তি) অকুশলং (দুঃখপ্রদ) কর্ম্ম (কর্ম্মের প্রতি) ন দ্বেষ্টি (বিদ্বেষ করেন না), কুশলে (সুখদায়ক কর্ম্মেও) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥১০॥

যে ব্যক্তি 'দুঃখজনক' মনে করিয়া শারীরিক কষ্টের ভয়ে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে এই রাজসিক ত্যাগ করিয়া ত্যাগের ফল (জ্ঞান) প্রাপ্ত হয় না ॥৮॥

হে অর্জ্জুন! কর্ত্তব্য বোধে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আসক্তি ও ফলকামনা পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই সাত্ত্বিক বলিয়া আমার অভিমত ॥৯॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২॥
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥

দেহভৃতা (দেহধারী জীব) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ত্যক্তুং (ত্যাগ করিতে) ন শক্যং হি (পারেই না)। তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) কর্ম্মফলত্যাগী (কর্ম্মফল ত্যাগকারী) সঃ (তিনিই) ত্যাগী (প্রকৃত ত্যাগী) ইতি (এইরূপ) অভিধীয়তে (কথিত হন) ॥১১॥

অত্যাগিনাং (সকাম ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (দেহত্যাগের পর) অনিষ্টম্ (নারকিত্ব) ইষ্টং (দেবত্ব) মিশ্রং চ (ও মনুষ্যত্ব) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) ইতি (এই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) ফলম্ (ফল) ভবতি (হইয়া থাকে), তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (সন্ন্যাসিগণের) ক্বচিৎ (কখনও) ন [ভবতি] (হয় না) ॥১২॥

সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি, নিঃসংশয়, সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, ত্যাগী পুরুষ দুঃখদায়ক কর্ম্মে বিদ্বেষ বা সুখজনক কর্ম্মে আসক্তি করেন না ॥১০॥

দেহধারী জীবের পক্ষে নিঃশেষে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ সম্ভবই হয় না। সুতরাং যিনি কর্ম্মসমূহের ফলমাত্র ত্যাগী—তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন ॥১১॥

সকাম ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর ভাল, মন্দ ও মিশ্র—এই তিন প্রকার কর্ম্মফল লাভ হয়, কিন্তু সন্ন্যাসিগণকে কখনও (এই কর্ম্ম ফল) স্পর্শ করে না ॥১২॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥

[হে] মহাবোহো (হে মহাবীর!) সাংখ্যে (বেদান্ত শাস্ত্রে) কৃতান্তে (কর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত) প্রোক্তানি (কথিত) সর্ব্বকর্ম্মণাম্ (সমস্ত কর্ম্মের) সিদ্ধয়ে (নিষ্পত্তির প্রতি) এতানি (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) কারণানি (কারণ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (অবগত হও) ॥১৩॥

অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা (এবং) কর্ত্তা (চিৎ ও জড়ের গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার) পৃথগ্বিধম্ (পৃথক্ পৃথক্) করণং চ (চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৃথক্ চ (অথচ বিভিন্ন) চেষ্টা (প্রাণ ও অপানাদির ব্যাপার) অত্র চ (এবং ইহাদের মধ্যে) পঞ্চমং (পঞ্চমস্থানীয়) দৈবং এব (অন্তর্যামীই) ॥১৪॥

নরঃ (মনুষ্য) শরীরবাঙ্মনোভিঃ (কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ (যে) ন্যায্যং (ন্যায়) বিপরীতং বা (অথবা অন্যায়) কর্ম্ম (কর্ম্মের) প্রারভতে (অনুষ্ঠান করে) এতে (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) তস্য (তাহার) হেতবঃ (কারণ) ॥১৫॥

হে মহাবাহো! সাংখ্য বা বেদান্তশাস্ত্রে কথিত কর্ম্ম-সমূহের সিদ্ধির এই কারণপঞ্চক আমার নিকট অবগত হও ॥১৩॥

শরীর, (চিজ্জড়ের গ্রন্থিরূপ) অহঙ্কার, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়, বিভিন্ন চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার নিয়ামকের সহায়তা —এই পাঁচটী (কর্ম্ম সমূহের কারণ) ॥১৪॥

কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা মনুষ্য যে কার্য্য করে তাহা ন্যায্য বা অন্যায্য যাহাই হউক—এই পাঁচটীই তাহার কারণ ॥১৫॥

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬॥
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮॥

এবং (এইরূপ) সতি (অবস্থায়) তত্র (সেই কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে) যঃ (যে ব্যক্তি) তু (কিন্তু) কেবলং (কেবল মাত্র) আত্মানং (জীবাত্মাকেই) কর্ত্তারম্ (কর্ত্তা বলিয়া) পশ্যতি (দর্শন করে), সঃ (সেই ব্যক্তি) অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অমার্জ্জিত বুদ্ধিবশতঃ) দুর্ম্মতিঃ (দুষ্টবুদ্ধি) [সঃ] ন পশ্যতি (সে যথার্থ দেখিতেই পায় না) ॥১৬॥

যস্য (যাঁহার) অহং কৃতঃ (অহং বুদ্ধি প্রসূত) ভাবঃ (মনোভাব) ন (নাই), যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (কর্ম্মফলে আসক্ত হয় না), সঃ (তিনি) ইমান্ (এই সমস্ত) লোকান্ (লোককে) হত্বা অপি (বধ করিয়াও) ন হন্তি (যথার্থতঃ কাহাকেও হনন করেন না) ন নিবধ্যতে (এবং কর্ম্মফলেও আবদ্ধ হন না) ॥১৭॥

জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য বস্তু) পরিজ্ঞাতা (ও যিনি জানেন) [ইতি] (এই) ত্রিবিধা (তিন প্রকার) কর্ম্ম-চোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু),

---

এইরূপ অবস্থায় যে কেবল আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া দেখে, অযুক্ত বিচার হেতু সেই দুষ্টবুদ্ধি যথার্থ দেখিতেই পায় না ॥১৬॥

যিনি (দ্বিতীয়াভিনিবেশজ) অহঙ্কারের বশীভূত নহেন, এবং যাঁহার বুদ্ধি (জগদ্ব্যাপারে) লিপ্ত নহে — তিনি এই সমুদায় লোককে হত্যা করিয়াও — হত্যা করেন না বা হত্যাকারীর দোষভাক্ হন না ॥১৭॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১॥

করণং (সাধন) কর্ম্ম (অভিলষিত বিষয়) কর্ত্তা (ও অনুষ্ঠাতা) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) কর্ম্মসংগ্রহঃ (কার্য্যের আশ্রয়) ॥১৮॥

গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান) কর্ম্ম চ (কর্ম্ম) কর্ত্তা চ (ও কর্ত্তা) [এতে] (ইহারা প্রত্যেকে) গুণভেদতঃ (সাত্ত্বিকাদি গুণ-ভেদানুসারে) ত্রিধা এব (তিন প্রকারই) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে); তানি অপি (সেই সমুদয়ও) যথাবৎ (যথাযথভাবে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥১৯॥

যেন (যে জ্ঞান দ্বারা) বিভক্তেষু (পরস্পর ভিন্ন) সর্ব্বভূতেষু (সকল জীবের মধ্যে) একং (এক) অবিভক্তং (অখণ্ড) অব্যয়ম্ (অবিনশ্বর) ভাবম্ (জীবাত্মাকে) ঈক্ষতে (দর্শন করা যায়), তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞানকে) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিকজ্ঞান বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥২০॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা — এই তিনটি কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু; করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা — এই তিনটী কর্ম্মের আশ্রয় ॥১৮॥

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা — ইহারা প্রত্যেকে (সাত্ত্বিকাদি) গুণ-ভেদে তিন প্রকারই নির্ণীত হইয়াছে, সেই সকলও যথাযথরূপে শ্রবণ কর ॥১৯॥

যে জ্ঞান দ্বারা পরস্পর পৃথক্ সমস্ত প্রাণিতে বর্ত্তমান এক অবিনশ্বর ও অখণ্ড চিন্ময় তত্ত্বকে (জীবরূপ আমার পরা-শক্তি তত্ত্বকে) দর্শন করা যায়, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হয় ॥২০॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥

যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) সর্ব্বেষু (সকল) ভূতেষু (প্রাণীমধ্যে) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ পৃথক্) পৃথগ্বিধান (নানাচেষ্টাযুক্ত) নানাভাবান্ (বহু পৃথক্ তত্ত্ব) বেত্তি (অনুভব করে) তৎ (সেই) জ্ঞানং তু (জ্ঞানকে) রাজসম্ (রাজসিক বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥২১॥

যৎ তু (আর যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্য্যে (কোন খণ্ড বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (পূর্ণবৎ) সক্তম্ (আকৃষ্ট) অহৈতুকম্ (হেতু রহিত) অতত্ত্বার্থবৎ (শাস্ত্রবিচার হীন) অল্পং চ (সঙ্কীর্ণ) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামসিক জ্ঞান বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥২২॥

অফলপ্রেপ্সুনা (অফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি) সঙ্গরহিতম্ (অনাসক্তভাবে) অরাগদ্বেষতঃ (রাগদ্বেষরহিত হইয়া) যৎ (যে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) নিয়তং (নিত্য) কৃতম্ (সম্পাদন করেন) তৎ (তাহাকে) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক কর্ম্ম) উচ্যতে (বলা হয়) ॥২৩॥

যে জ্ঞান—প্রাণী জগতে (পরস্পর স্বার্থ সংঘাতময়) পৃথক্ পৃথক্ নানা চেষ্টাযুক্ত, (স্বতন্ত্র) বহু পৃথক্ তত্ত্ব অনুভব করে—তাহাকে রাজস জ্ঞান বলে ॥২১॥

আর যে জ্ঞান কোন খণ্ড (তুচ্ছ) বিষয়ে পূর্ণবৎ (উত্তমের ন্যায়) আকৃষ্ট, হেতু-রহিত, শাস্ত্রবিচারহীন, ও (পশুবৎ) সঙ্কীর্ণ—তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥২২॥

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি অনাসক্তভাবে রাগ-দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া, যে নিত্য-কর্ম্ম সম্পাদন করেন তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম ॥২৩॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥২৫॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

পুনঃ (আর) কামেপ্সুনা (ফলকামী) বা সাহঙ্কারেণ (অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি) বহুলায়াসং (অতিক্লেশসাধ্য) যৎ তু (যে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ক্রিয়তে (করে) তৎ (তাহাই) রাজসম্ (রাজসিক কর্ম্ম) উদাহৃতম্ (বলিয়া কথিত) ॥২৪॥

অনুবন্ধং (পরিণাম) ক্ষয়ং (ক্ষতি) হিংসাম্ (হিংসা) পৌরুষম্ চ (ও নিজ সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (পর্য্যালোচনা না করিয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) আরভ্যতে (আরম্ভ করা হয়), তৎ (তাহাকেই) তামসম্ (তামসিক কর্ম্ম) উচ্যতে (বলা হয়) ॥২৫॥

মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তি শূন্য) অনহংবাদী (অহঙ্কার বর্জ্জিত) ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিতঃ (ধৈর্য্য ও উৎসাহশালী) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (কার্য্যফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে) নির্ব্বিকারঃ (অবিকৃতচিত্ত) কর্ত্তা (কর্ত্তাকে) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক কর্ত্তা) উচ্যতে (বলে) ॥২৬॥

আর ফলকামী বা অহঙ্কারী ব্যক্তি বহু ক্লেশসাধ্য যে কর্ম্ম করে, তাহাই রাজসিক বলিয়া কথিত ॥২৪॥

আর পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও নিজের সামর্থ্য—এই সকল পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহাকেই তামসিক কর্ম্ম বলে ॥২৫॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯॥

রাগী (আসক্তিযুক্ত) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী) লুব্ধঃ (লোভী) হিংসাত্মকঃ (হিংস্রস্বভাব) অশুচিঃ (অনাচারী) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষ শোকাদির বশীভূত) কর্ত্তা (কর্ত্তাকে) রাজসঃ (রাজসিক কর্ত্তা) পরি-কীর্ত্তিতঃ (বলা হয়) ॥২৭॥

অযুক্তঃ (অস্থিরমতি) প্রাকৃতঃ (নির্ব্বোধ) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (ধূর্ত্ত) নৈষ্কৃতিকঃ (পরের অপমানকারী) অলসঃ (অলস) বিষাদী (খিন্ন) দীর্ঘসূত্রী চ (ও দীর্ঘসূত্রী) কর্ত্তা (কর্ত্তাকে) তামসঃ (তামসিক কর্ত্তা) উচ্যতে (বলে) ॥২৮॥

[হে] ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ এব (ও ধৃতির) গুণতঃ (গুণত্রয়ানুসারে) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) ভেদং (ভেদ) অশেষেণ (সম্পূর্ণরূপে) পৃথক্ত্বেন (ও পৃথক্‌ভাবে) প্রোচ্যমানং (বলিতেছি), শৃণু (শ্রবণ কর)॥২৯॥

আসক্তিশূন্য, নিরহঙ্কার অথচ ধৈর্য্য ও উৎসাহশালী এবং ফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ত্তা—সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হন ॥২৬॥

আসক্তিযুক্ত, ফলকামী, লোভী, হিংস্রস্বভাব, অনাচারী ও হর্ষ-শোকাদির বশীভূত কর্ত্তা—রাজসিক বলিয়া কথিত হয় ॥২৭॥

অস্থিরমতি, জড়বুদ্ধি, অনম্র, ধূর্ত্ত, পরাপমানকারী, অলস, খিন্ন ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা—তামসিক বলিয়া কথিত হয় ॥২৮॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২॥

[হে] পার্থ (হে কুন্তীপুত্র!) যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃত্তিং চ (ধর্ম্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য), ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং মোক্ষং চ (বন্ধন ও মোক্ষ), বেত্তি (যথার্থভাবে জানিতে পারে) সা (সেই বুদ্ধিই) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী বুদ্ধি) ॥৩০॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) যয়া (যে বুদ্ধি দ্বারা) ধর্ম্মম্ (ধর্ম্ম) অধর্ম্মং চ (ও অধর্ম্ম), কার্য্যং চ (কার্য্য) অকার্য্যম্ এব চ (ও অকার্য্য) অযথাবৎ (অসম্যক্‌রূপে) প্রজানাতি (জানিতে পারা যায়), সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধিই) রাজসী (রাজসিক বুদ্ধি) ॥৩১॥

হে ধনঞ্জয়! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদ সম্পূর্ণরূপে ও পৃথক্‌ভাবে বলিতেছি—শ্রবণ কর ॥২৯॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি-দ্বারা (ধর্ম্মে) প্রবৃত্তি ও (অধর্ম্মে) নিবৃত্তি, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মুক্তি (প্রভৃতির স্বরূপ) জানিতে পারা যায় তাহাই—সাত্ত্বিক বুদ্ধি ॥৩০॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি-দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য প্রভৃতির স্বরূপ অসম্যক্‌ভাবে নির্ণীত হয় তাহাই—রাজসিক বুদ্ধি ॥৩১॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) অধর্ম্মং (অধর্ম্মকে) ধর্ম্মম্ (ধর্ম্ম) সর্ব্বার্থান্ চ (এবং সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থকে) বিপরীতান্ ইতি (বিপরীত বলিয়া) মন্যতে (মনে করে), সা (সেই বুদ্ধি) তমসা (তমো-গুণে) আবৃতা (আচ্ছন্ন) তামসী (তামসিকী বুদ্ধি) ॥৩২॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) যোগেন (চিত্তের একাগ্রতা বশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (অব্যভিচারিণী) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতি দ্বারা) মনঃ-প্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলের চেষ্টাকে) ধারয়তে (নিয়মিত করে) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতিই) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী ধৃতি) ॥৩৩॥

[হে] পার্থ (হে পার্থ!) [হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতি দ্বারা) ধর্ম্মকামার্থান্ (ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে) [প্রাধান্যেন] (প্রধান বলিয়া) ধারয়তে (ধারণ করে) [এবং] প্রসঙ্গেন (ইহাদের সঙ্গ বশতঃ) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলকামী) [ভবতি] (হয়); সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতিই) রাজসী (রাজসিকী ধৃতি) ॥৩৪॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি-দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম তথা সমুদয় বিষয়কেই তাহার বিপরীতরূপে ধারণা হয়, সেই মোহাবৃত বুদ্ধিই—তামসিক বুদ্ধি ॥৩২॥

হে পার্থ! যে ঐকান্তিকী ধৃতি নিষ্ঠার সহিত মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও তাহাদের ক্রিয়াসমূহ নিয়মিত করে, সেই ধৃতিই—সাত্ত্বিক ॥৩৩॥

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! যে ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধরিয়া থাকে তাহাকেই—রাজসিক ধৃতি বলা হয় ॥৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥৩৫॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

দুর্ম্মেধাঃ (দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতি দ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিষাদং (দুঃখ) মদম্ এব চ (ও বিষয়ের গর্ব্বকে) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতিই) তামসী (তামসিকী ধৃতি বলিয়া) মতা (কথিত হয়) ॥৩৫॥

[হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) ইদানীং তু (এখন) মে (আমার নিকট) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) সুখং (সুখের বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর) যত্র (যাহাতে) অভ্যাসাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারাক্রমে) রমতে (রতি জন্মে) দুঃখান্তং চ (এবং দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (লাভ করে) ; যৎ তৎ (যে কোন সুখ) অগ্রে (প্রথমে) বিষম্ ইব (বিষের মত) পরিণামে (অবশেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য), আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (আত্ম-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে জাত) তৎ সুখং (সেই সুখকে) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক সুখ) প্রোক্তম্ (বলা হয়) ॥৩৬-৩৭॥

দুর্ম্মতি ব্যক্তি যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও গর্ব্ব প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে না, সেই ধৃতিই—তামসিক ধৃতি ॥৩৫॥

হে ভরতর্ষভ! সম্প্রতি আমার নিকট তিন প্রকার সুখের বিষয় শ্রবণ কর। যাহাতে পুনঃ পুনঃ (অনুশীলনরূপ) অভ্যাস দ্বারা রতি জন্মে এবং দুঃখের অবসানও ঘটে, যাহা প্রথমে বিষেয় ন্যায় কষ্টকর কিন্তু পরিণামে যাহা অমৃততুল্য সুখকর

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥

যৎ (যে সুখ) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে) [জায়তে] (উৎপন্ন হয়), তৎ (সেই সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমম্ (অমৃত তুল্য) পরিণামে (অবশেষে) বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়) তৎ সুখং (সেই সুখই) রাজসং (রাজসিক সুখ) স্মৃতম্ (বলে) ॥৩৮॥

যৎ সুখং (যে সুখ) অগ্রে (আরম্ভে) অনুবন্ধে চ (ও পরিণামে) আত্মনঃ (আত্মার সম্বন্ধে) মোহনম্ (মোহ জনক) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও অবিবেক হইতে উৎপন্ন) তৎ (সেই সুখকে) তামসম্ (তামসিক সুখ) উদাহৃতম্ (বলা হয়) ॥৩৯॥

পুনঃ (আবার) পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) [মনুষ্যাদিষু] (মনুষ্যাদি জীব-গণের মধ্যে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা (দেবগণের মধ্যেও) তৎ সত্ত্বং (সেইরূপ কোন প্রাণী বা অন্য বস্তু) ন অস্তি (নাই), যৎ (যাহার)

এবং যাহা শুদ্ধ আত্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, সেই সুখকেই —সাত্ত্বিক সুখ বলে ॥৩৬-৩৭॥

যে সুখ, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে সঞ্জাত, যাহা প্রথমে অমৃতের মত এবং পরিণামে বিষতুল্য অনুভূত হয়, সেই সুখকেই—রাজসিক সুখ বলে ॥৩৮॥

যে সুখ আগে ও পরে আত্মার মোহজনক, নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উত্থিত, সেই সুখকেই—তামসিক সুখ বলা হয় ॥৩৯॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥৪১॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥

প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতি সম্ভূত) এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) গুণৈঃ (গুণ হইতে) মুক্তং স্যাৎ (স্বরূপতঃ মুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা আছে) ॥৪০॥

[হে] পরন্তরপ (হে শত্রুবিমর্দ্দন!) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) শূদ্রানাং চ (এবং শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা) প্রবিভক্তানি (প্রকৃতরূপে বিভাগ করা হইয়াছে) ॥৪১॥

শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় সংযম) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ) তপঃ (তপস্যা) শৌচং (বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুদ্ধি) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবম্ এব চ (ও সরলতা) জ্ঞানং (শাস্ত্রজ্ঞান) বিজ্ঞানম্ (তত্ত্বানুভব) আস্তিক্যং (ও শাস্ত্র বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস) [এতানি] (এই সকলই) স্বভাবজম্ (স্বভাবজনিত) ব্রহ্মকর্ম্ম (ব্রাহ্মণের কর্ম্ম) [ভবতি] (হয়) ॥৪২॥

এই পৃথিবীতে (মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণের মধ্যে) অথবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোন জীব বা বস্তু নাই, যাহা প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ হইতে মুক্ত ॥৪০॥

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের স্বভাবজাত সত্ত্বাদি গুণের দ্বারাই কর্ম্মসকল প্রকৃষ্টভাবে বিভক্ত (শ্রেণীবদ্ধ) করা হইয়াছে ॥৪১॥

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই সকলই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥৪২॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥

শৌর্য্যং (পরাক্রম) তেজঃ (তেজস্বিভাব) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) দাক্ষ্যং (কর্ম্ম কুশলতা) যুদ্ধে চ অপি (ও যুদ্ধে) অপলায়নম্ (অপরাঙ্মুখতা) দানম্ (দান) ঈশ্বর-ভাবঃ চ (ও লোকনিয়ন্তৃত্ব) [এতানি] (এই সকলই) স্বভাব-জম্ (স্বভাবজাত) ক্ষাত্রং কর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম) [ভবতি] (হয়) ॥৪৩॥

কৃষিগোরক্ষ্য-বাণিজ্যং (কৃষিকার্য্য, গোপালন ও বাণিজ্য) [এতানি] (এই সকল) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) বৈশ্যকর্ম্ম (বৈশ্যের কর্ম্ম)। পরি-চর্য্যাত্মকং (ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়ের সেবারূপ) কর্ম্ম অপি (কর্ম্মই) শূদ্রস্য (শূদ্রের পক্ষে) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) ॥৪৪॥

স্বে স্বে (নিজ নিজ অধিকার-বিহিত) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অভিরতঃ (পরি-নিষ্ঠিত) নরঃ (মানব) সংসিদ্ধিং (স্বরূপজ্ঞান) লভতে (লাভ করে)। স্বকর্ম্মনিরতঃ (নিজ নিজ অধিকার-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী) যথা (যে প্রকারে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥৪৫॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দানশীলতা ও প্রভুত্ব—এই সকলই ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥৪৩॥

কৃষিকার্য্য, গো-পালন ও বাণিজ্য এই সকলই বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যারূপ কর্ম্মই (বা বিবিধ কর্ম্মের সহায়তাই) শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥৪৪॥

স্ব-স্ব অধিকার-বিহিত কর্ম্মে তৎপর ব্যক্তি স্বরূপজ্ঞান লাভ করে; নিজ নিজ অধিকার-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে—তাহা শ্রবণ কর ॥৪৫॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

যতঃ (যাহা হইতে) ভূতানাং (জীবগণের) প্রবৃত্তিঃ (জন্মাদি) যেন (যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে) ইদং (এই) সর্ব্বম্ (সমস্ত বিশ্বে) ততম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছেন), তম্ (সেই পরমেশ্বরকে) মানবঃ (মনুষ্য) স্বকর্ম্মণা (নিজ নিজ অধিকার-বিহিত কর্ম্মের দ্বারা) অভ্যর্চ্চ্য (আরাধনা করিয়া) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) ॥৪৬॥

স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরের ধর্ম্ম অপেক্ষা) বিগুণঃ (অসম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত) স্বধর্ম্মঃ (নিজ নিজ ধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), স্বভাবনিয়তং (প্রকৃতি-প্রেরিত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ (করিয়া) [মানবঃ] (মানব) কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি (পাপভাগী হয় না) ॥৪৭॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) সদোষম্ অপি (দোষ যুক্ত হইলেও) সহজং (স্বভাব-বিহিত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই) হি

যে পরমেশ্বর হইতে নিখিল প্রাণিগণের উৎপত্তি বা চেষ্টা এবং যিনি (ব্যষ্টি ও সমষ্টিপ্রকাশ অধিকার করিয়া) এই সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত আছেন, সেই পরমেশ্বরকে মানব, নিজ নিজ অধিকার-বিহিত কর্ম্মের দ্বারা আরাধনা করিয়া সিদ্ধি-লাভ করে ॥৪৬॥

স্বধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও, সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত অপরের ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; প্রকৃতি-প্রেরিত ধর্ম্ম করিয়া মনুষ্য পাপভাগী হয় না ॥৪৭॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥

(কারণ) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) অগ্নিঃ ইব (আবৃত অগ্নির ন্যায়) সর্ব্বারম্ভাঃ (সমস্ত কর্ম্মই) দোষেণ (দোষের দ্বারা) আবৃতাঃ (আবৃত) ॥৪৮॥

সর্ব্বত্র (প্রাকৃত সমস্ত বস্তুতে) অসক্ত-বুদ্ধিঃ (অনাসক্ত বুদ্ধি) জিতাত্মা (বশীকৃত-চিত্ত) বিগতস্পৃহঃ (ও নিষ্কাম ব্যক্তি) সন্ন্যাসেন (কর্ম্মফলের পরিত্যাগ দ্বারা) পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং (নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ পরমসিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥৪৯॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), যা (যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (পরমগতি), তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপে) মে (আমার নিকট) নিবোধ (শ্রবণ কর) ॥৫০॥

হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত হইলেও স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে নাই, কারণ ধূমের দ্বারা আবৃত বহ্নির ন্যায়—সমস্ত কর্ম্মই দোষের দ্বারা (ন্যূনাধিক) আবৃত ॥৪৮॥

প্রাকৃত সমুদয় বস্তুতে অনাসক্ত-বুদ্ধি, বশীকৃত-চিত্ত ও নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ম্মফলের পরিত্যাগ দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ পরম-সিদ্ধি লাভ করেন ॥৪৯॥

হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি (চিদাত্মবোধ) জ্ঞানের পরম গতি—তাহা তুমি আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥৫০॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

বিশুদ্ধয়া (সাত্ত্বিকী) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি) যুক্তঃ [সন্] (যুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (তাদৃশ ধৃতির দ্বারা) আত্মানং (মনকে) নিয়ম্য চ (সংযত করিয়া), শব্দাদীন্ (শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি) বিষয়ান্ (বিষয় সমূহকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) রাগদ্বেষৌ (রাগ ও দ্বেষ) ব্যুদস্য চ (বিদূরিত করতঃ), বিবিক্তসেবী (বিষয়িসঙ্গ-রহিত) লঘ্বাশী (মিতভোজী) যতবাক্কায়মানসঃ (কায়-মন-বাক্য-সংযমী) নিত্যং (সর্ব্বদা) ধ্যানযোগপরঃ (ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (ও বৈরাগ্য-সমাশ্রিত হইয়া) অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (সামর্থ্য) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহম্ (ও দানাদিগ্রহণ) বিমুচ্য (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্য) শান্তঃ (শান্তিপরায়ণ পুরুষ) ব্রহ্মভূয়ায় (চিদাত্মবোধের) কল্পতে (যোগ্য হন) ॥৫১-৫৩॥

সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, তাদৃশ ধৃতির দ্বারা মনকে সংযত করিয়া, শব্দাদি বিষয় সকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রাগ ও দ্বেষ বিদূরিত করতঃ, বিষয়িসঙ্গ-রহিত, মিতভোজী, কায়-মন-বাক্য-সংযমী, সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ ও বৈরাগ্য-সমাশ্রিত হইয়া—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও দানাদি-গ্রহণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মমতাশূন্য ও শান্তিপরায়ণ ব্যক্তি চিদাত্ম-বোধের যোগ্য হন ॥৫১-৫৩॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

ব্রহ্মভূতঃ (চিৎ স্বরূপ প্রাপ্ত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না)। সর্ব্বেষু (সকল) ভূতেষু (প্রাণীর প্রতি) সমঃ (আমার পরাশক্তি বিচারে সমদর্শী হইয়া) পরাম্ (নির্গুণা) মদ্ভক্তিং (আমার ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ॥৫৪॥

[অহং] (আমি) যাবান্ (যেরূপ বিভূতি সম্পন্ন) যঃ চ অস্মি (ও স্বরূপতঃ যাহা হই) মাম্ (আমাকে) [সঃ] (সেই জ্ঞানী ব্যক্তি) ভক্ত্যা (নির্গুণা ভক্তি দ্বারা) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) অভিজানাতি (সম্যক্ জানিতে পারেন); তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) জ্ঞাত্বা (আমাকে অবগত হইয়া) তদনন্তরম্ (তাহার পর) ততঃ (সেই ভক্তি প্রভাবে) মাং (আমার নিত্যলীলায়) বিশতে (প্রবেশ লাভ করেন) ॥৫৫॥

চিৎ-স্বরূপ প্রাপ্ত ও প্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তি শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না; তিনি সর্ব্বভূতে (আমার পরাশক্তি বিচারে) সমদর্শী হইয়া ক্রমশঃ আমার পরাভক্তি (প্রেমভক্তি) লাভ করেন ॥৫৪॥

সেই পরাভক্তি প্রভাবে আমার ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় স্বরূপদ্বয় সম্যক্ জানিতে পারেন এবং তৎপর স্বরূপগত সম্বন্ধজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া আমার অভিন্ন-স্বরূপ অন্তরঙ্গ পরিকরগণ মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন ॥৫৫॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮॥

মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমার একান্ত আশ্রিত জন) সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম) কুর্ব্বাণঃ অপি (করিয়াও) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতং (নিত্য) অব্যয়ম্ (সমৃদ্ধ) পদম্ (সেবাপদ) অবাপ্নোতি (লাভ করেন) ॥৫৬॥

চেতসা (সর্ব্বান্তঃকরণে) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ পূর্ব্বক) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) সততং (সর্ব্বদা) মচ্চিত্তঃ (আমাতে অনুরক্ত) ভব (হও) ॥৫৭॥

ত্বং (তুমি) মচ্চিত্তঃ (মদ্‌গতচিত্ত হইয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনু-গ্রহে) সর্ব্বদুর্গাণি (সমস্ত বাধা-বিপত্তি) তরিষ্যসি (অতিক্রম করিবে)।

আমার একান্ত আশ্রিত জন সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিয়াও — আমার অনুগ্রহে নিত্য সমৃদ্ধ সেবাপদ লাভ করেন ॥৫৬॥

সম্বন্ধ কৌশলে সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক, আমিই পরমগতি—নিশ্চয় করতঃ, বুদ্ধিযোগ (ব্যবহারিক কার্য্যে অনাসক্তি) আশ্রয় করিয়া—সর্ব্বদা আমাতে অনুরক্ত হও ॥৫৭॥

তুমি মদ্‌গত চিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে সর্ব্বপ্রকার দুস্তর বাধা-বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। আর যদি অহঙ্কার বশে আমার কথা না শুন তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥৫৮॥

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥

অথ চেৎ (আর যদি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কার বশে) ন শ্রোষ্যসি (না শুন), [তর্হি] (তাহা হইলে) বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনাশ প্রাপ্ত হইবে) ॥৫৮॥

অহঙ্কারম্ (অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (এইরূপ) যৎ মন্যসে (যে মনে করিতেছ), তে (তোমার) [এষঃ] (এই) ব্যবসায়ঃ (সঙ্কল্প) মিথ্যা এব (মিথ্যাই) [ভবিষ্যতি] (হইবে)। প্রকৃতিঃ (ক্ষত্রিয়োচিত স্বভাব) ত্বাং (তোমাকে) নিযোক্ষ্যতি (নিযুক্ত করিবে) ॥৫৯॥

[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) [ত্বং] (তুমি) মোহাৎ (মোহবশে) যৎ (যাহা) কর্ত্তুং (করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না), স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন (নিজের) কর্ম্মণা (বৃত্তির দ্বারা) নিবদ্ধঃ [সন্] (বাধ্য হইয়া) তৎ অপি (সেই কর্ম্মই) অবশঃ [সন্] (অবশভাবেই) করিষ্যসি (করিবে) ॥৬০॥

অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া 'যুদ্ধ করিব না' এইরূপ যে মনে করিতেছ—তোমার এই সংকল্প মিথ্যাই হইবে। কারণ তোমার (ক্ষত্রিয়োচিত) স্বভাব তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে॥৫৯॥

হে কৌন্তেয়! তুমি মোহবশে যাহা এখন করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত নিজের বৃত্তি দ্বারা বাধ্য হইয়াই (একটু পরে) সেই কর্ম্ম অবশভাবেই করিবে ॥৬০॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥

[হে] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) ঈশ্বরঃ (অন্তর্যামী শ্রীভগবান্) সর্ব্বভূতানি (জীবসমূহকে) যন্ত্রারূঢ়াণি [ইব] (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলের ন্যায়) মায়য়া (নিজ মায়াশক্তি দ্বারা) ভ্রাময়ন্ (নানাভাবে ভ্রমণ করাইতে করাইতে) সর্ব্বভূতানাং (নিখিল জীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয় দেশেই) তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছেন) ॥৬১॥

[হে] ভারত (হে ভারত!) [অতঃ] (অতএব) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণ গ্রহণ কর)। তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার কৃপায়) পরাং (পরম) শান্তিং (শান্তি) শাশ্বতম্ (ও নিত্য) স্থানং (ধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৬২॥

ইতি (এই পর্য্যন্ত) গুহ্যাৎ (গূঢ় হইতেও) গুহ্যতরং (গূঢ়তর) জ্ঞানম্ (জ্ঞানের কথা) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) তে (তোমার নিকট) আখ্যাতং (কথিত হইল); এতৎ (ইহা) অশেষণ (সম্পূর্ণরূপে) বিমৃশ্য (পর্য্যালোচনা করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) তথা (সেইরূপই) কুরু (কর) ॥৬৩॥

হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ স্বীয় মায়াশক্তি প্রভাবে জীবগণকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলের ন্যায় (নানাভাবে) ভ্রমণ করাইতে করাইতে নিখিল জীবের হৃদয়দেশেই অবস্থান করিতেছেন॥৬১॥

হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার কৃপায় পরম শান্তি ও নিত্যধাম লাভ করিবে ॥৬২॥

তোমাকে এই গূঢ় হইতেও গূঢ়তর জ্ঞানের কথা আমি বলিলাম। ইহা অশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর ॥৬৩॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

মে (আমার) সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বগুহ্যতম) পরমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বচঃ (উপদেশ) ভূয়ঃ (আবার) শৃণু (শুন) [ত্বং] (তুমি) মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অতিশয়) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (হও), ইতি ততঃ (সেইহেতু) তে (তোমাকে) হিতম্ (মঙ্গলের কথা) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥৬৪॥

[ত্বং] (তুমি) মন্মনাঃ (আমাতেই সমর্পিত চিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমারই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি পরায়ণ) মদ্যাজী (ও আমারই পূজক) ভব (হও), মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর)। [তর্হি] (তাহা হইলে) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে), তে (তোমার নিকট) সত্যং (সত্য) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিতেছি), [যতঃ ত্বং] (যেহেতু তুমি) মে (আমার) প্রিয়ঃ অসি (প্রিয় হও) ॥৬৫॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ (সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম) পরিত্যজ্য (সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া) একং (একমাত্র) মাম্ (আমারই) শরণং ব্রজ (শরণ লও); অহং (আমি) ত্বাং

আমার সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ আবার শুন। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই জন্যই তোমার হিত বলিতেছি ॥৬৪॥

তুমি আমারই চিন্তা কর, আমারই সেবা কর, আমারই পূজা কর, ও আমাকেই আত্মনিবেদন কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য বলিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয় সখা ॥৬৫॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭॥
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেম্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥

(তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না) ॥৬৬॥

ইদং (এই কথা) তে (তুমি) অতপস্কায় (আরাম প্রিয়) অভক্তায় ন (অভক্ত), অশুশ্রূষবে ন চ (সেবা-বিমুখ), যঃ চ (ও যে) মাং (আমাতে) অভ্যসূয়তি (অসূয়াকারী অর্থাৎ মৎসর—তাহাদিগকে) কদাচন (কখনও) ন বাচ্যং (বলিবে না) ॥৬৭॥

যঃ (যিনি) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) গুহ্যং (গোপনীয়) ইমং (এই সংবাদ) সদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের নিকট) অভিধাস্যতি (কীর্ত্তন করি-বেন), [সঃ] (তিনি) ময়ি (আমার) পরাং (পরা) ভক্তিং (ভক্তি) কৃত্বা (লাভ করিয়া) অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেহে) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) ॥৬৮॥

সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না ॥৬৬॥

এই কথা তুমি কখনও আরামপ্রিয়, শ্রদ্ধাহীন, সেবা-বিমুখ ও আমাতে অসূয়াকারী অর্থাৎ মৎসর ব্যক্তিগণকে বলিবে না ॥৬৭॥

যিনি এই গোপনীয় পরম তত্ত্ব আমার ভক্তগণের নিকট কীর্ত্তন করিবেন, তিনি আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥৬৮॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥

মনুষ্যেষু (মনুষ্য সমাজে) তস্মাৎ (তাঁহার অর্থাৎ গীতা প্রচারকের অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অধিক প্রিয়কারী) ন চ (নাই), ভুবি চ (এবং পৃথিবীতে) তস্মাৎ (তাঁহার অপেক্ষা) অন্যঃ (অপর কেহ) মে (আমার) প্রিয়তরঃ (প্রিয়তরও) ন ভবিতা (হইবে না) ॥৬৯॥

যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্ম) সংবাদম্ (সংলাপ) অধ্যেষ্যতে (পাঠ করিবেন), অহং (আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা) তেন (তৎকর্ত্তৃক) ইষ্টঃ (আরাধিত) স্যাম্ (হইব), ইতি (ইহাই) মে (আমার) মতিঃ (অভিমত) ॥৭০॥

শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অনসূয়ঃ চ (ও দোষদৃষ্টি রহিত) যঃ (যে) নরঃ (মানব) শৃণুয়াৎ অপি (কেবল শ্রবণ করেন), সঃ অপি (তিনিও) [পাপাৎ] (পাপ হইতে) মুক্তঃ [সন্] (মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্ম্মণাম্ (পুণ্য-

---

মানব সমাজে তাঁহার (গীতা প্রচারকের) অপেক্ষা কেহই আমার অধিক প্রিয়কারী নাই, এবং (ভবিষ্যতে) পৃথিবীতে তাঁহার অপেক্ষা আমার প্রিয়তরও কেহ হইবে না ॥৬৯॥

আর যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্ম-সংলাপ পাঠ করিবেন, আমি জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা তৎকর্ত্তৃক আরাধিত হইব, ইহাই আমার অভিমত ॥৭০॥

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২॥

অর্জ্জুন উবাচ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

কারিগণের) [প্রাপ্য] (লভ্য) শুভান্ (উত্তম) লোকান্ (ধাম সকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হইবেন) ॥৭১॥

[হে] পার্থ (হে কুন্তীপুত্র!) ত্বয়া কচ্চিৎ (তুমি কি) একাগ্রেণ (একাগ্র) চেতসা (চিত্তে) এতৎ (এই গীতা শাস্ত্র) শ্রুতং (শ্রবণ করিয়াছ?) [হে] ধনঞ্জয় (হে অর্জ্জুন!) তে (তোমার) অজ্ঞান সম্মোহঃ (অজ্ঞান জনিত বিপরীত বুদ্ধি) প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট লইল কি?) ॥৭২॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] অচ্যুত (হে শ্রীকৃষ্ণ!) ত্বৎ প্রসাদাৎ (তোমার অনুগ্রহে) [মে] (আমার) মোহঃ (মোহ) নষ্টঃ (দূর হইয়াছে), ময়া (আমি) স্মৃতিঃ (আত্মস্মৃতি) লব্ধা (লাভ করিয়াছি), স্থিতঃ অস্মি (স্থিরতা প্রাপ্ত হইলাম), গত-সন্দেহঃ (সংশয় দূর হইয়াছে) তব (তোমার) বচনং (আদেশ) করিষ্যে (পালন করিব) ॥৭৩॥

যে শ্রদ্ধাবান্ জন নির্মৎসর ভাবে কেবল শ্রবণ করিবেন, তিনিও মুক্ত হইয়া সুকৃতিশালী জনের যোগ্য মঙ্গলময় লোক সকল লাভ করিবেন ॥৭১॥

হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিলে? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানোত্থ মোহ কি বিদূরিত হইল? ॥৭২॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি স্বরূপস্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি নিঃসংশয়ে শরণাপত্তিতে অবস্থিত হইলাম,—তোমার আদেশ পালন করিব ॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) অহং (আমি) ইতি (এই প্রকারে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অর্জ্জুনের) ইমম্ (এই) অদ্ভুতং (আশ্চর্য্য) রোমহর্ষণম্ (রোমাঞ্চকর) সংবাদম্ (কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিলাম) ॥৭৪॥

অহং (আমি) ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের কৃপায়) ইমং (এই) পরম্ (পরম) গুহ্যম্ (গোপনীয়) যোগং (কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (স্বমুখে উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত) যোগেশ্বরাৎ (যোগেশ্বর) স্বয়ম্ (স্বয়ংরূপ) কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণ হইতে) শ্রুতবান্ (শ্রবণ করিলাম) ॥৭৫॥

[হে] রাজন্ (হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র!) কেশবার্জ্জুনয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের) ইমম্ (এই) পুণ্যং (পবিত্র) অদ্ভুতম্ (বিস্ময়কর) সংবাদম্ (কথোপকথন) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মুহুর্মুহুঃ চ (বারংবারই) হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি) ॥৭৬॥

সঞ্জয় কহিলেন—এইরূপে আমি মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের—এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংলাপ শ্রবণ করিলাম॥৭৪॥

আমি শ্রীব্যাসদেবের অনুগ্রহে যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শ্রীমুখগাথা হইতে এই গুহ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ—শ্রবণ করিয়াছি ॥৭৫॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥৭৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

[হে] রাজন্ (হে মহারাজ!) হরেঃ চ (আর শ্রীহরির) অত্যদ্ভুতং (অতি আশ্চর্য্য) তৎ রূপম্ (সেই বিশ্বরূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (পরম) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) [ভবতি] (হইতেছে) পুনঃ পুনঃ চ (এবং আমি বারংবার) হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি) ॥৭৭॥

যত্র (যেখানে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ) যত্র (ও যেখানে) ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ (ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়) তত্র (সেইখানেই) শ্রীঃ

হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই পুণ্যময়, অতি বিস্ময়কর সংলাপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে করিতে আমি মুহুর্মুহুঃ হর্ষে পুলকিত হইতেছি ॥৭৬॥

হে রাজন্! আবার ভগবান্ শ্রীহরির সেই মহান্ অত্যাশ্চর্য্যময় বিশ্বরূপ বারংবার স্মরণ করিতে করিতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় ও পুনঃ পুনঃ পুলকোদ্গম হইতেছে ॥৭৭॥

যেখানে ভগবান্ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও যেখানে স্বয়ং ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর—সেইখানেই রাজলক্ষ্মী, সেইখানেই জয়শ্রী,

(রাজলক্ষ্মী) বিজয়ঃ (জয়শ্রী) ভূতিঃ (সম্পদ্‌বৃদ্ধি) নীতিঃ (ও ন্যায়) ধ্রুবা (প্রতিষ্ঠিত), [ইতি] (ইহাই) মম (আমার) মতিঃ (অভিমত) ॥৭৮॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ॥

সেইখানেই সমৃদ্ধি ও সেইখানেই সুনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত—ইহাই আমার অভিমত ॥৭৮॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

গীতামাহাত্ম্যম্

(অবশ্য পাঠ্য)

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্ ।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ ॥১॥

গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ ॥২॥

মলনির্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে ।
সকৃদ্‌গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥৩॥

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥৪॥

যে পুরুষ সংযত চিত্ত হইয়া পুণ্যপ্রদ এই গীতাশাস্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি ভয় এবং শোকাদিরহিত বিষ্ণুর ধাম বৈকুণ্ঠাদি প্রাপ্ত হইবেন ॥১॥

গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নশীল ও প্রাণায়াম পরায়ণ ব্যক্তির পূর্ব্বজন্ম কৃত বা এই বর্ত্তমান জন্মকৃত কোন পাপই থাকে না, সমস্তই ভস্ম হইয়া যায় ॥২॥

মনুষ্যের প্রতিদিন জলে স্নানদ্বারা যেমন শরীরের মল দূর হয়, সেইরূপ একবার মাত্র গীতারূপ জলে স্নান করিলে অর্থাৎ গীতা পাঠ করিলে সংসাররূপ মল নাশ হয় ॥৩॥

যে গীতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তাহারই নিত্য সুন্দররূপে অধ্যয়নাদি করা কর্ত্তব্য । অন্যান্য বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা কি ফল হইবে ॥৪॥

ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্ ।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৫॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৬॥
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব ।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য
দেবস্য সেবা ॥৭॥

বিষ্ণুর মুখ হইতে বিনির্গত; মহাভারতরূপ অমৃতের সার; গীতা নামক গঙ্গাজল পান অর্থাৎ গীতা পাঠ করিলে আর পুনরায় জন্ম হয় না ॥৫॥

সমুদয় উপনিষদ্গণ গো সদৃশ; তাহাদের দোহনকারী নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; বৎস অর্জ্জুন; দুগ্ধ গীতারূপ শ্রেষ্ঠ অমৃত এবং পণ্ডিতগণই ইহার ভোক্তা অর্থাৎ পানকারী ॥৬॥

শ্রীকৃষ্ণ-মুখোচ্চারিত গীতাই একমাত্র শাস্ত্র, কৃষ্ণই একমাত্র দেবতা, তাঁহার যে সকল নাম আছে তাহাই একমাত্র মন্ত্র এবং সেই দেবতা শ্রীকৃষ্ণের সেবাই একমাত্র কর্ম্ম ॥৭॥

শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যম্

ঋষিরুবাচ

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত! মে বদ।
পুরা নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥১॥

সূত উবাচ

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥২॥

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥৩॥

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সঙ্কীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্য স্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥৪॥

ঋষি কহিলেন—হে সূত! পুরাকালে নারায়ণক্ষেত্রে মহামুনি ব্যাস-কথিত গীতা-মাহাত্ম্য আমাকে বলুন ॥১॥

সূত বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যাহা পরম গোপনীয়তম সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কে বলিতে সমর্থ? ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণই ইহা সম্যক্ অবগত; কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন ইহার কিঞ্চিৎ ফল জানেন, আর ব্যাসদেব, শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও রাজর্ষি জনক ইঁহারাও কিছু কিছু জ্ঞাত আছেন ॥৩॥

এতদ্ব্যতীত অন্যে পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া ইহার লেশমাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি ব্যাসদেবের নিকট যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি তাহারই কিঞ্চিৎ এখানে বলিতেছি ॥৪॥

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৫॥

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥৬॥

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥৭॥

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥৮॥

যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্ ।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥৯॥

উপনিষদ্ সমূহ গাভী-স্বরূপ । গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের দোহনকর্ত্তা । পৃথানন্দন বৎস স্বরূপ । এই গীতামৃতই পরমোৎকৃষ্ট দুগ্ধ এবং সুধীগণই ইহার আস্বাদনকারী ॥৫॥

যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক ত্রিলোকের উপকারার্থ এই গীতামৃত প্রদান করিয়াছেন, আমি প্রথমেই সেই কৃষ্ণ-স্বরূপকে নমস্কার করি ॥৬॥

যে ব্যক্তি ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে চাহেন, তিনি গীতারূপ নৌকার আশ্রয়ে তাহা সুখেই পার হইতে পারেন ॥৭॥

গীতাজ্ঞান শ্রবণ না করিয়াই যে মূঢ়াত্মা সর্ব্বদা অভ্যাসযোগে মোক্ষলাভ করিতে চায়, তাহাকে বালকেও উপহাস করে ॥৮॥

যাঁহারা অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহারা কখনই মনুষ্য নহেন—নিশ্চিত দেবতুল্য, ইহাতে সংশয় নাই ॥৯॥

গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্ ॥১০॥

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু ॥১১॥

সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥১২॥

গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥১৩॥

তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥১৪॥

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥১৫॥

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতাজ্ঞান দ্বারা অর্জ্জুনের সম্বোধনার্থ সগুণ এবং নির্গুণ পরমাভক্তিতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥১০॥

এই প্রকারে ভোগ ও মোক্ষ-নিরাকৃত অষ্টাদশাধ্যায়-সোপান-বিশিষ্ট গীতাজ্ঞান-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ প্রেমভক্ত্যাদি কার্য্যে অধিকার জন্মে ॥১১॥

এই গীতারূপ সলিলে স্নান করিয়া সাধুগণ সংসার-মল মুক্ত হন কিন্তু শ্রদ্ধাহীন জনের উহাই হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথা হইয়া থাকে ॥১২॥

যে ব্যক্তি গীতার পঠন পাঠন কিছুই জানে না, সে ব্যক্তি মনুষ্যলোকে নিষ্ফল কর্ম্মকারী ॥১৩॥

অতএব গীতাতত্ত্ব যে জানে না তদপেক্ষা অধম আর কেহ নাই। তাহার কুল, শীল, বিজ্ঞান ও মনুষ্যদেহে ধিক্ ॥১৪॥

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহত্তমম্ ॥১৬॥
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥১৭॥
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥১৮॥
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥১৯॥

যে গীতার্থ অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার সুন্দর দেহ, চরিত্র, বৈভব, গৃহাশ্রম সকলই ধিক্ ॥১৫॥

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র জানে না, তদপেক্ষা অধম জন আর নাই। তাহার প্রারব্ধে ধিক্, প্রতিষ্ঠায় ধিক্, পূজা, দান, মহত্ত্ব সমস্তই ধিক্ ॥১৬॥

গীতাশাস্ত্রে মতিহীন ব্যক্তির সমস্তই নিষ্ফল বলিয়া কথিত হয়। তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রতে ধিক্, তাহার নিষ্ঠায় ও তপস্যায়, যশেও ধিক্ ॥১৭॥

যে ব্যক্তি গীতার্থ আলোচনা করে না, তার চেয়ে অধম আর নাই; যে জ্ঞান গীতায় গীত হয় নাই, সেই জ্ঞান নিষ্ফল,ধর্ম্মরহিত, বেদ-বেদান্ত-গর্হিত এবং অসুর-সম্মত জ্ঞান বলিয়া জানিবে ॥১৮॥

অতএব গীতাই ধর্ম্মময়ী সর্ব্বজ্ঞান-প্রযোজিকা এবং সর্ব্বশাস্ত্রসার-ভূতা বিশুদ্ধা বলিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সমাদৃতা ॥১৯॥

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রৎ চলন্ তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥২০॥

শালগ্রাম-শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥২১॥

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥২২॥

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥২৩॥

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥২৪॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুপর্ব্বদিনে বিশেষতঃ শ্রীহরিবাসরতিথি একাদশীতে গীতা অধ্যয়ন করেন, তিনি নিদ্রিত বা জাগ্রতাবস্থায়, গমন বা অবস্থানকালে কখনই শত্রুদ্বারা পরাভূত হন না ॥২০॥

যিনি শালগ্রামশিলার সামনে, দেবাগারে বা শিবালয়ে, তীর্থে ও নদীতটে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চিত সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হন ॥২১॥

দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা পাঠে যে প্রকার তুষ্ট হন, বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, তীর্থভ্রমণ বা ব্রতাদি দ্বারাও সে প্রকার সন্তুষ্ট হন না ॥২২॥

যিনি ভক্তিভাবিতচিত্তে গীতাধ্যয়ন করেন, বেদপুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধ্যয়ন করা হইয়া যায় ॥২৩॥

যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রামশিলাগ্রে, সজ্জনসভায়, যজ্ঞে বিশেষতঃ বিষ্ণু-ভক্তের নিকট গীতাপাঠ করিলে পরমা সিদ্ধি লাভ হয় ॥২৪॥

গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥২৫॥
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥২৬॥
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥২৭॥
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥২৯॥
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥৩০॥

যিনি প্রতিদিন গীতা পাঠ এবং শ্রবণ করেন তাঁহার সদক্ষিণা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ স্বাভাবিক ভাবেই করা হইয়া যায় ॥২৫॥

যিনি যত্নপূর্ব্বক গীতার্থ শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন বা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি পরমপদ লাভ করেন ॥২৬॥

যে ব্যক্তি সাদরে ভক্তিভাবে বিধিপূর্ব্বক শুদ্ধ গীতাপুস্তক কাহাকেও অর্পণ করেন, তাঁহার ভার্য্যা প্রিয়া হয় ॥২৭॥

এবং তিনি যশ, সৌভাগ্য, আরোগ্যলাভ করেন, ইহা নিঃসন্দেহ। অধিকন্তু প্রিয়জনের অতিপ্রিয় হইয়া পরম সুখ ভোগ করেন ॥২৮॥

যে গৃহে গীতার্চ্চন হইয়া থাকে সেখানে কখনও অভিশাপ বা অভিচারোদ্ভব দুঃখ প্রবেশ করে না ॥২৯॥

বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যাং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥৩১॥

জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥৩২॥

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥৩৩॥

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥৩৪॥

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥৩৫॥

বা কখনও সেখানে ত্রিতাপোদ্ভব পীড়া, বা অন্য প্রকার ব্যাধি বা শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরকভয় থাকে না ॥৩০॥

কদাচ বিস্ফোটকাদি পীড়া দেহে জন্মে না। এবং তত্রস্থ জনগণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অব্যভিচারিণী দাস্য-ভক্তি লাভ করেন ॥৩১॥

গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি প্রারব্ধ ফল ভোগ করিলেও সমস্ত জীবগণের সহিত তাহার সখ্যভাব উৎপন্ন হয় ॥৩২॥

সে ব্যক্তি মুক্ত, সুখী। এ জগতে কর্ম্ম করিয়াও সে কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। গীতাধ্যয়নকারী মহাপাপ, অতিপাপ করিয়া ফেলিলেও সেই সমস্ত পাপ তাহাকে পদ্মপত্র জলের ন্যায় বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না ॥৩৩॥

অনাচার-উদ্ভূত পাপ বা অবাচ্য কথন পাপ, অভক্ষ্য-ভক্ষণ দোষ এবং জ্ঞান-অজ্ঞানকৃত দৈনন্দিন ইন্দ্রিয়জ সমস্ত প্রকার পাপই গীতাপাঠে সদ্য বিনষ্ট হয় ॥৩৪-৩৫॥

সর্ব্বত্র্ প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥৩৬॥

রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥৩৭॥

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥৩৮॥

দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥৩৯॥

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥৪০॥

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥৪১॥

সর্ব্বত্র ভোজন বা সর্ব্বতোভাবে প্রতিগ্রহণ করিলেও প্রকৃষ্টরূপে গীতাপাঠকারী সর্ব্বদা তাহাতে নির্লিপ্ত থাকে ॥৩৬॥

এমন কি অবিধিপূর্ব্বক রত্নপূর্ণা সসাগরা ধরিত্রী প্রতিগ্রহকারীও একবার গীতাপাঠেই শুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল হয় ॥৩৭॥

যাহার অন্তঃকরণ সদা সর্ব্বদা গীতাতেই নিবিষ্ট, তিনিই প্রকৃষ্ট সাগ্নিক, সর্ব্বদা জাপী, ক্রিয়াবান্, এবং তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত ॥৩৮॥

তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনবান্, তিনিই যোগী বা প্রকৃত জ্ঞানবান্ এবং তিনিই যাজ্ঞিক, যাজনকারী এবং তিনিই সর্ব্ব বেদার্থ-দর্শক ॥৩৯॥

যেখানে নিত্য গীতা-পুস্তক অবস্থান করে, এ জগতে সেখানে প্রয়াগাদি সকল তীর্থগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন ॥৪০॥

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥৪২॥

যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥৪৩॥

শ্রীভগবানুবাচ—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥৪৪॥

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥৪৫॥

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥৪৬॥

সর্ব্বদা গীতাধ্যয়নকারীর দেহে, বা দেহশেষেও দেহরক্ষক রূপে দেব, ঋষি বা যোগিগণ অবস্থান করেন ॥৪১॥

যেখানে গীতা বর্ত্তমান থাকেন, সেখানে নারদধ্রুবাদি পার্ষদবৃন্দসহ স্বয়ং বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ সহায়-রূপে আবির্ভূত হন ॥৪২॥

যে স্থানে গীতা শাস্ত্রের বিচার এবং পঠন পাঠন হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় শ্রীরাধিকার সহিত পরমানন্দে বিরাজ করেন ॥৪৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার উত্তম সার-স্বরূপ, গীতা আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অব্যয়-জ্ঞান ॥৪৪॥

গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরমপদ, গীতা আমার পরম গোপনীয় বস্তু, বিশেষ কি গীতাই আমার পরম গুরু ॥৪৫॥

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাহ্‌রা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥৪৭॥

গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥৪৮॥

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তগেহিনী ॥৪৯॥

অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০॥

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥৫১॥

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গো-দানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২॥

গীতার আশ্রয়েই আমি বর্ত্তমান আছি, গীতাই আমার পরম গৃহ। এই গীতাজ্ঞানকে সম্যক্ আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করিয়া থাকি ॥৪৬॥

অর্দ্ধমাত্রা-স্বরূপা নিত্য অনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা গীতাই আমার ব্রহ্মরূপা পরাবিদ্যা—ইহা নিঃসংশয়ে জানিবে ॥৪৭॥

হে পাণ্ডব! গীতার যে নাম সমূহ কীর্ত্তনের দ্বারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়, সেই গোপনীয় নাম সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৪৮॥

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলী, ব্রহ্ম-বিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তি-নাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী—যে নর অচঞ্চল-চিত্তে এই গুপ্ত নাম সমূহ নিত্য জপ করেন, তিনি দিব্যজ্ঞান-সিদ্ধি লাভ করেন এবং অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥৪৯-৫১॥

ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৫৩॥

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥৫৪॥

একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥৫৫॥

অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬॥

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমর্দ্ধমথবা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥৫৭॥

সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ হইলে তাহার অর্দ্ধাংশ পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা গো-দান জনিত পুণ্য লাভ হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৫২॥

এক-তৃতীয়াংশ পাঠে সোম-যজ্ঞের ফল এবং এক-ষষ্ঠাংশ জপে গঙ্গাস্নান ফল লাভ করিবে ॥৫৩॥

যিনি নিষ্ঠাসহকারে নিত্য ইহার দুইটি অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া তথায় কল্পকাল বাস করেন ॥৫৪॥

যিনি ভক্তি সহকারে দৈনিক একটি অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি চিরকালের জন্য রুদ্রগণে পরিগণিত হইয়া রুদ্রলোক লাভ করেন ॥৫৫॥

যে জন অর্দ্ধ-অধ্যায় বা এক-চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন, তিনি শতমন্বন্তর সমকাল রবিলোক প্রাপ্ত হন ॥৫৬॥

গীতার্দ্ধমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥৫৮॥
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯॥
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬০॥
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥৬১॥
গীতেত্যুচ্চার-সংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥৬২॥

যে ব্যক্তি এই গীতার দশটি বা সাতটি বা পাঁচটি বা তিনটি বা দুইটি বা একটি বা অর্দ্ধশ্লোকও শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় অযুতবর্ষকাল বাস করেন ॥৫৭॥

যিনি গীতার অর্দ্ধভাগ, একপাদ, বা একটি অধ্যায় বা শ্লোকও স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ লাভ করেন ॥৫৮॥

মৃত্যুকালে গীতার্থ পাঠ বা শ্রবণ করিয়া মহাপাতকযুক্ত জনও মুক্তিভাগী হয় ॥৫৯॥

যিনি গীতাপুস্তক-সংযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ-লাভ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সঙ্গে আনন্দে বিরাজ করেন ॥৬০॥

গীতার একটি অধ্যায় সমাযুক্ত হইয়া মৃত্যু হইলে, পুনরায় সে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া গীতাভ্যাসের দ্বারা উত্তমা-মুক্তি লাভ করেন ॥৬১॥

'গীতা' এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে মৃত্যু হইলেও সদ্গতি লাভ হয় ॥৬২॥

যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬৩॥
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্‌যান্তি স্বর্গতিম্ ॥৬৪॥
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥৬৫॥
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৬॥
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥৬৭॥
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥৬৮॥

যে সমস্ত কর্ম্ম গীতাপাঠ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই নির্দ্দোষ হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করে ॥৬৩॥

পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন ও নরক হইতে স্বর্গগমন করেন ॥৬৪॥

শ্রাদ্ধকালে গীতাপাঠ দ্বারা শ্রাদ্ধতর্পিত পিতৃগণ, সেই পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোক গমন করেন ॥৬৫॥

চামর সমন্বিত গীতাগ্রন্থ দান করিলে তদ্দিনেই মানুষ সম্যক্ কৃতার্থতা লাভ করেন ॥৬৬॥

পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে যিনি স্বুবর্ণ সংযুক্ত গীতা দান করেন, তাঁহার আর জন্ম হয় না ॥৬৭॥

গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যন্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬৯॥

সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥৭০॥

ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥৭১॥

জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥৭২॥

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭৩॥

যিনি একশতখানি গীতা দান করেন, তিনি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভ ব্রহ্মধামে গমন করেন ॥৬৮॥

গীতাদান-প্রভাবে সপ্ত-কল্পকাল যাবৎ বিষ্ণুলোকে স্থান লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে বিষ্ণুর সহিত বাস করেন ॥৬৯॥

যিনি গীতার্থসম্যক্ শ্রবণ করিয়া সেই পুস্তক ব্রাহ্মণকে দান করেন, শ্রীভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণ করেন ॥৭০॥

যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা পাঠ বা শ্রবণ না করে, সে হস্তস্থিত অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে ॥৭১॥

মরজগতে সংসার-দুঃখার্ত্তজন গীতাজ্ঞান লাভ করিয়া ও গীতামৃত পান করিয়া ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় লাভ করে ও সুখী হয় ॥৭২॥

জনকাদি বহু রাজর্ষি গীতা-জ্ঞান আশ্রয়েই নিষ্পাপ থাকিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন ॥৭৩॥

গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥৭৪॥

যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥৭৫॥

অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥৭৬॥

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমাসতঃ ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥৭৭॥

চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াং পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥৭৮॥

গীতাপাঠে উচ্চ নীচ কুলের বিচার নাই । শ্রদ্ধালু মাত্রেই গীতাপাঠের অধিকারী । যেহেতু সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে গীতাই ব্রহ্ম-স্বরূপিণী ॥৭৪॥

যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্ব্বভরে গীতার নিন্দা করে, সে মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে ॥৭৫॥

যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া গীতার্থ অবমাননা করে, সে কল্পক্ষয় কালপর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে ॥৭৬॥

সম্যক্‌রূপে গীতার অর্থ কীর্ত্তন করিলেও যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করে না, সে পুনঃ পুনঃ শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় ॥৭৭॥

গীতা-পুস্তক যে ব্যক্তি চুরি করিয়া আনে, তাহার কিছুই সফল হয় না, এবং পাঠও বৃথা হইয়া যায় ॥৭৮॥

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতাঞ্চ মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥৭৯॥

গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥৮০॥

বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্য-বস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥৮১॥

সূত উবাচ—

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ভবেৎ ॥৮২॥

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥৮৩॥

যে জন গীতা শ্রবণ করিয়াও পরমার্থতঃ আনন্দ পায় না, পাগলের পরিশ্রমের ন্যায় সে কোন ফলই পায় না ॥৭৯॥

ভগবানের প্রীতির জন্য গীতা শ্রবণ করিয়া সুবর্ণ, ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে ॥৮০॥

ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতির জন্য গীতা পাঠককে বহুপ্রকার দ্রব্য বস্ত্রাদি উপচার-দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে ॥৮১॥

সূত কহিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই সনাতন গীতামাহাত্ম্য, যিনি গীতাপাঠান্তে পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হন ॥৮২॥

গীতাপাঠ করিয়া যিনি মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাঁহার পাঠফল বৃথা, পণ্ডশ্রম হয় ॥৮৩॥

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥৮৪॥
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥৮৫॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়-তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

মাহাত্ম্য-সংযুক্ত গীতা যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন ॥৮৪॥

যে জন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থযুক্ত গীতা শ্রবণ করিয়া গীতা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, ইহলোকে তাঁহার পুণ্যফল সর্ব্বসুখের কারণ হইয়া থাকে ॥৮৫॥

ইতি শ্রীগীতা-মাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

অধ্যায়-সূচী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী

শ্রীমচ্চৈতন্য-সারস্বত-মঠবর-উদ্গীতকীর্ত্তির্জয়শ্রীং
বিভ্রৎসংভাতিগঙ্গাতট-নিকট-নবদ্বীপ-কোলাদ্রি-রাজে ।
যত্র শ্রীগৌর-সারস্বত-মত-নিরতা গৌরগাথা গৃণন্তি
নিত্যং রূপানুগ-শ্রীকৃতমতি-গুরুগৌরাঙ্গ-রাধাজিতাশা ।